INTRODUCTION
TO
The History of Civilization
OF THE
WORLD

BY

Jajneswar Banerji

Translator,— TOD'S RAJASTHAN, VRIHAT NARADIYA PURANA, MAHABHARAT, SRIMAT BHAGAVAT, AND AUTHOR OF BIRAMALA, BHARATE RUS, HINDU MAHILA, &c.
LECTURER, VERNACULAR LITERATURE,
KRISNATH COLLEGE,
BERHAMPORE.

জগতের

সভ্যতার ইতিহাস।

(সূচনা)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

১৩২০

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

PRINTED BY L. M. CHOUDHURI
AT KASIMBAZAR, S. R. PRESS.
(Murshidabad)





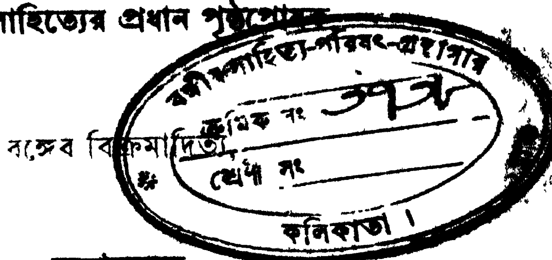
বঙ্গের বিক্রমাদিত্য

অনারেবল্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি বিদ্যারঞ্জন।

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিকাশ-বন্ধু,

জাতীয় সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বঙ্গের বিক্রমাদিত্য,



অনারেবল

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি

বিদ্যারঞ্জন মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধায় একান্ত অর্পিত

গ্রন্থকার কর্তৃক

এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট

[illegible]।

মুখবন্ধ।

জগতে এখন একটী নূতন যুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নানা বিষয়ের যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে এক শতাব্দীর মধ্যে জগতের সভ্যতা কোথায় দাঁড়াইবে, প্রবল ভূয়োদর্শন-সাহায্যেও তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। ভূতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও পুরাবস্তুতত্ত্ব পুরাতত্ত্বের জীর্ণ সমাধিক্ষেত্রে নিত্য নূতন আলোক বিক্ষেপ করিয়া যে নূতন নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতেছে, তাহাতে হর্ষেল ও ক্রল, বুকানন ও পল এবং লবক ও টাইলর, ষ্টিভেন ও লায়েল, ডকিন্‌স ও কেলার প্রভৃতির প্রদীপ্ত প্রতিভা যেন দিন দিন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে। এক কালের প্রবল শক্তি বিংশতি বৎসরের মধ্যেই অপর এক শক্তির সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আবার সেই অভিনব শক্তি স্বীয় নূতন সম্পৎসারে বলবতী হইয়া পুনঃ কোন্‌ অজ্ঞাত অসুদ্ভিন্ন শক্তির সম্মুখে নতকন্ধর হইবার নিমিত্ত আজি দুর্জ্জয় বীরদর্পে বিশ্ববিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই নূতন গবেষণা-গঙ্গা কোন্‌ সাগরে কিরূপে বিলীন হইবে, তাহা এখন অনুমান করাও অসম্ভব। এদিকে ভাষাতত্ত্বের সুবিশাল ক্ষেত্রে গ্রিম, মোক্ষমূলর, শ্লেগেল, পিক্টে, হুইট্‌নি, বার্ণ্‌ফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভাষাপ্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অনন্ত জাতি-সমুদ্রে যে সকল বৃহৎ পোত চালিত করিয়া গিয়াছেন, জলি ও কোয়ার্টারফেগেজ, শেইষ প্রভৃতি ধুরন্ধর কর্ণধারগণের সম্মুখে সেগুলি ভেলা বলিয়া অবহেলিত হইতেছে;—কে এখন জগতের

ভাবী বিজ্ঞানের কিরূপ মূর্ত্তি কল্পিত করিয়া কোন্ বেদিকায় প্রতিষ্ঠিত করিবে? মা কি আমার বিশ্ববিমোহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রত্নদ্বীপের রত্নবেদিকায় স্থাপিত হইবেন না?

পাশ্চাত্য পুরাবস্তুবিৎ পণ্ডিতগণের প্রখর দৃষ্টি প্রাচীন জগতের অনেক স্থলে পতিত হইয়াছে; মিশর, বেবিলন, পেরু, মেক্‌সিকো, পামির প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাতন কীর্ত্তিকেন্দ্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে; এমন কি ট্রোজান যুদ্ধক্ষেত্রের গভীর কুক্ষি পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হইয়া কত ব্রোঞ্জ অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এখন "সোলার মিথের" (Solar myth) কুহক আইস্‌ল্যাণ্ড, স্কন্দনভিয়া ও ভারতের জীর্ণ কঙ্কালে আর অধিক দিন সংলগ্ন থাকিবে না। পাটলীপুত্র ও সারনাথের খনন ও উদ্ঘাটন আরব্ধ হইয়াছে; কুরুক্ষেত্রের গুপ্তরত্ন কতদিনে উদ্ধৃত হইবে, বলিতে পারি না। সদাশয় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সে জন্য কি উদ্যোগী হইবেন না? ভারতের নানাস্থানে গবেষণা-সমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তবে ভারতে একজন কেলার বা ডকিন্‌স, মেসপেরো বা পেটরি কি জন্মগ্রহণ করিবেন না? আমেরিকার Smithsonian Society রাশি রাশি অর্থ ও প্রভূত জীবনের উৎসর্গে মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতেছেন; তাঁহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভারতবাসীর জীবন ও ধনসম্ভার নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা বিদ্যা ও বিজ্ঞান সমস্তই নিস্ফল হইবে। সুধীবর কানিংহাম, ফ্লিট, রাইস, সিউয়েল, ব্রুস্‌ফুট, হাল্‌শ, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি ভারতপ্রবাসী রাজপুরুষগণ দক্ষিণাপথের অনেকস্থল হইতে বিবিধ এড়ূক, বামনশিলা ও পুরাবস্তুর উদ্ধার করিয়াছেন, মহীশূরের মহানুভব

নরসিংহ আচারিয়া * কর্ণাটের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ করিতেছেন, উত্তর বঙ্গের সদ্য প্রসূত বারেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি বরেন্দ্র ক্ষেত্রের পুরাবস্তুনিচয় ও ঐতিহ্য সমুদায় উদ্ধৃত করিতে ধৃতব্রত হইয়াছেন ; এইরূপে ভারতের অনেকস্থলে অনেকগুলি সুধী ও সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক তথ্য-সন্ধানে তাঁহাদের উদ্যম এখনও দেখা যাইতেছে না।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের গাথা ও ঐতিহ্যনিচয় পুরাণে ও মহাভারতের অনেক স্থলে বিস্তৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া যে সকল উপাখ্যানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের সার সত্য নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। রামায়ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য কি চিরকালই রূপকালঙ্কারে আচ্ছাদিত থাকিবে ? না রাম রাবণের এবং অযোধ্যা ও লঙ্কার পুরাতত্ত্ব কেহ উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন ? যে পম্পা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সীতাবিরহকাতর শ্রীরামচন্দ্রের গভীর শোকোচ্ছ্বাসে সুর মিলাইয়া পশুপক্ষিকুলকেও কাঁদাইয়াছিল, সেই পম্পা বর্ত্তমান তুঙ্গভদ্রার অঙ্গবিশেষে সংলগ্ন থাকিয়া সেইভাবেই প্রবাহিত হইতেছে, কে তাহার সেই প্রাচীন শোকসঙ্গীতের করুণ স্বরলহরী আবার জাগাইয়া তুলিবে ? ত্রিশিরপল্লীর Tamalian Archeological Society রাবণ, বালি, ও সুগ্রীবের মূল জাতি-

---

* পণ্ডিতবর এ, ভি, নরসিংহ আচারিয়া এম, এ, মহীশূর রাজ্যের পুরাবস্তুতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগের বর্ত্তমান ধুরন্ধর। গত ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গালুর সহরে তদীয় কীর্ত্তিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তৎসঙ্কলিত অনেকগুলি পুস্তিকা উপহার পাইয়াছিলাম। তাঁহার দৃষ্টান্ত ভারতবাসী মাত্রের অনুকরণীয়।

তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল গবেষণা করিতেছেন। সুপ্রাচীন দ্রবিড়জাতির বিশাল শাখা মধ্যে পৃথিবীর কোন্ যুগে লেমুরিয়া বা ইন্দুআফ্রিকান মহাদেশ হইতে কোন্ কোন্ দানব বা মানববংশ আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা এখন অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক ;—নতুবা জগতের একটী অতি প্রাচীন জাতির ইতিহাস চিরকালই নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিবে। যে পৌরাণিক ড্রুইড় (Druids , এক সময়ে পাশ্চাত্যজগৎ ব্যাপিয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, মনুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় দ্রবিড় হইতে তাহাদের কতদূর প্রভেদ, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে ? কংস ও জরাসন্ধ, হৈহয় ও শশবিন্দু কোন্ কোন্ আর্য্য বা অনার্য্য বংশ হইতে আপনাদের জীবনীসার সংগ্রহ করিয়া সুবিস্তৃত চন্দ্রবংশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা নির্ণীত না হইলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান নরপতির কুলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে না। তাহাতে সভ্যতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

রলিনসন ও মেস্‌পেরো বেবিলন ও কালডিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সঙ্কলিত করিয়াছেন, বাক্‌ল, লাবক ও গিজো মধ্য যুগের ও নব্য ইয়ুরোপের সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, জর্ম্মাণ পণ্ডিত রাশেল ও মার্কিণ সুধী বুয়েল জগতের প্রাচীন সভ্যতার সহিত বর্ত্তমান সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিয়া একটী দুরূহ বিশাল সমস্যার সমাধানে সাহসী হইয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা ঐতিহাসিকগণের বিশ্ব ইতিহাস জগতের অতীত কাহিনী চতুর্বিংশতি খণ্ডে বিবৃত করিয়া প্রাচীন সভ্যতার অনেকগুলি তত্ত্ব একত্র সন্নিবেশিত করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অভিশপ্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদের সকলেরই গ্রন্থে সামান্য সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহারা ইয়ুরোপ ও আমেরিকা লইয়াই অধিক সময় ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু যে ভারতবর্ষ সকল সভ্যতার মূল প্রস্রবণ, তৎসম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে অভিলাষী হয়েন নাই। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বঙ্গের সুসন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থ নামে পুরাতত্ত্ব হইলেও অনেকগুলি পৌরাণিক বিবরণের মূল তত্ত্ব তাহাতে উদ্ঘাটিত হয় নাই। পোকক ও ফরাশী সুধী মুঁশে জাকোলে স্ব স্ব প্রণীত India in Greece এবং Bible in India নামক গ্রন্থদ্বয়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রাধান্য প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ দিকে অজমীরের অত্যুদার হরবিলাস সর্দ্দা স্বপ্রণীত Hindu Superiority নামক পুস্তকে ভারতীয় আর্য্যের কীর্ত্তিগাথা তারস্বরে গাহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় সভ্যতার যুগ বিবরণ (Epochs of Civilization) লিখিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তর নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধীতশাস্ত্র বহুদর্শী ভারতবাসী বসুজ মহাশয়ের যুক্তি কতদূর সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ *।

---

* কলিকাতার Modern Review নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের Epochs of Civilization গ্রন্থের যে বিস্তৃত নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"It is idle to expect that there will be no difference of opinion about his premises, if not about his deductions,

ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কিন্তু লিখিবার উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। নানা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদিতে যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সামান্য আয়তন-বৃদ্ধির মানসে আমি জগতের সভ্যতার ইতিহাস-সঙ্কলনে সাহসী হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অশক্ত হইলেও কাহারও লিপিসাহায্য আজিও প্রাপ্ত হই নাই। যে তিন মহানুভব ব্যক্তি নানা বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর ভাওয়ালের সাহিত্যবন্ধু স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে গত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমাকে ঢাকা সহরে আহ্বান করিয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই বিপুল ব্যাপারের উপকরণ সংগ্রহ আরব্ধ হইয়াছে। পরম শ্রদ্ধাভাজন ঘোষজ মহাশয় স্বীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সাহায্যে আমার সঙ্কলনকার্য্যে যথাসাধ্য আনুকূল্য

---

myself differ from him in many points about the Hindu Civilization. It is evident that his knowledge about it is not direct, but has been acquired second hand. He has not read the originals of the texts he has quoted and has consequently to depend on translations, which are not free from inaccuracies and doubts. Besides this he has in many instances disregarded the Indian stand point and his opinions therefore are too much tinctured by Western prejudice against Indian opinions regarding Indian questions."

The Modern Review, January 1914, pp. 34. 35.

দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে ভারতীয় সভ্যতার একাংশ পূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থের সঙ্কল্পমাত্র দেখিয়াই আমার জ্যেষ্ঠ সোদরপ্রতিম সেই পরম স্নেহপ্রবণ ঘোষজ মহাশয় জীবনের শেষ ব্রত অপূর্ণ রাখিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন। এই মহদীয় ব্যাপারে আমার অন্ততম সাহায্যদাতা মদীয় পরমবন্ধু অপার প্রতিভাশালী স্বর্গীয় হরিনাথ দে। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে নানা ভাষায় পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া তিনি ভারত ও পাশ্চাত্য দেশে যে সুবিমল যশোভাতির বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর বিংশতি বৎসর মাত্র জীবিত থাকিলে ক্ষণজন্মা হরিনাথ বিশ্বের ভাষাসমুদ্রে এক প্রচণ্ড পরীবাহের সূচনা করিয়া যাইতে পারিতেন। মিশর, বেবিলন, কালডিয়া ও আসিরিয়া প্রভৃতি প্রাচীন প্রতীচ্য রাজ্য সমুদায়ের সভ্যতার ইতিহাস তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রলিনসন, মেসপেরো ও পেটরি হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, মিশরীয় ও হিব্রুভাষায় লব্ধপ্রবেশ হরিনাথ আমার জন্য তাহা বিস্তৃত পরিসরে লিপিবদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমার তৃতীয় পরম সহায় শাস্ত্রদর্শী সুধীবর ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভারতীয় সভ্যতার মূল তত্ত্বগুলি তিনি যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই প্রক্রিয়ারই আমি অনুসরণ করিয়াছি। আমার বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, উক্ত তিনটী মহাত্মার প্রতিশ্রুত লিপিসাহায্য-লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। বিধিলিপির কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন, আজি অশরীরী বাণীর ন্যায় তাহাই স্বর্গধাম হইতে তাঁহাদের সঙ্কল্পিত সরণী অবলম্বন

করিতে আমাকে উৎসাহিত করিতেছে। এখন ভারতের প্রধান সাহিত্যবন্ধু বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মহোৎসাহদাতা কাশীমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি বিদ্যারঞ্জন মহোদয় আমার একমাত্র শরণ্য। তদীয় স্নিগ্ধ আশ্রয়চ্ছায়া ও অকপট উৎসাহই আজি আমার একমাত্র সম্বল। ভগবান্ মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন। ইতি

কাশীমবাজার
শ্রীশ্রীরামনবমী।
১৩২০

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী।



গুহাবাসে অতিকায় শ্বাপদগণের সহিত মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সূচনা।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

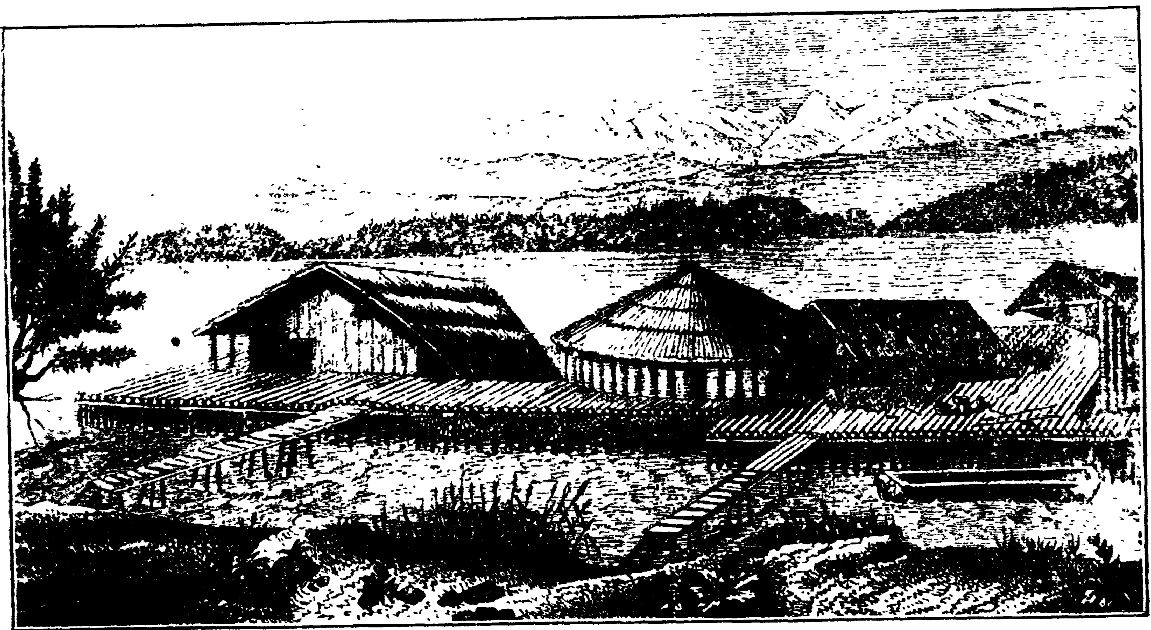
অথ০—সং ১৯।৬২।১।

মনুষ্য-জীবন অনন্ত-রহস্যময়। কোথায় কোন্ সূত্রে কিরূপে মানবের জন্ম হইল, প্রকৃতির কোন্ কোন্ শক্তি ইহার আনুকূল্যে মিলিত হইয়া ফলসমষ্টিদ্বারা ইহার শরীর গঠিত করিল, কোথা হইতে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া মানবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল এবং পরিশেষে কি কারণেই বা তাহার অবসান হইল, বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞান তাহার নিখিল কারণতত্ত্ব তারস্বরে বিঘোষিত করিতেছে। সামান্য কলল হইতে পূর্ণ পরিস্ফুরিত শিশুর জন্ম, ক্রমে উন্মেষ, বিকাশ ও উন্নতি, অবনতি ও অন্তিম-বিরতি বিজ্ঞান-সাহায্যে তন্ন তন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যাহা রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা নিরাকৃত—অস্বীকৃত হইতে পারে না; তাহা বিবাদাতীত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তর্কশাস্ত্র তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ষড়্‌জ-সংবাদিনী প্রতিভা তাহার

প্রতিপক্ষে মস্তকোত্তোলন করিতে যাইয়া ভয়ে ও লজ্জায় বিতথ হইয়া পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই উন্নতিই ইহার পরাকাষ্ঠা বা চরম উন্নতি বলা যায় না; কারণ ইহা জীবের জন্মমৃত্যুর মূলরহস্য আজিও উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই। যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্ম্মসূত্র পরকালের সহিত ইহকালের সম্বন্ধ চির অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কর্ম্ম-সূত্রকে নমস্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের বিশ্ববলিনী প্রতিভা দূর হইতেই বিদায় গ্রহণ করে।

ব্যক্তিগত ভাবাভাবের নিগূঢ় রহস্য যেমন অনেক স্থলে যোগীরও অনধিগম্য, সেই কর্ম্মসূত্রে দৃঢ় নিবদ্ধ, জাতীয় উত্থান ও পতনের গভীরতত্ত্বও সেইরূপ সেই অপ্রধৃষ্য কর্ম্মসূত্রের সহিত অবিভাজ্যরূপে জড়িত। ইতিহাস সেই তত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অৰ্দ্ধপথেই দিশাহারা হইয়া পড়ে; সেইজন্য ইতিহাস মাত্রই অসম্পূর্ণ। কিন্তু ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইলেও সেই কর্ম্মসূত্র অসম্পূর্ণ নহে। তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ। সে সম্পূর্ণতা সর্ব্বাঙ্গীণ; তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা,—একটী অপরিবর্ত্তনীয়া শাশ্বতী রীতি ও পদ্ধতি আছে। সেই রীতি-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলার অবধান করিতে পারিলে উক্ত নিগূঢ় রহস্যের অনুধাবন কথঞ্চিৎ সাধ্য হইতে পারিবে।

"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী।" কাল অনন্ত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সান্ত বা অন্তবান্, কিন্তু অতি বিপুল। স্বয়ং বিশ্বস্তর কালের সীমা করিতে না পারিয়া কল্পাবসানে তাহার অনন্তত্বের এক অংশে বিন্দুবৎ মিশাইয়া থাকেন; ইহাই ভগবানের অনন্ত-শেষ-শয়ন। পৃথিবী অন্তবতী হইলেও, আজিও মানব তাহার শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক-



হ্রদগৃহ।

১৫০ পৃষ্ঠা

গণ বিস্তর "অসাধ্য" সাধন করিতেছেন; নৈসর্গিক বিঘ্ন, বাধা ও অবরোধের প্রতিকূলে অগম্য পথে গমন করিতেছেন; দুর্জ্জয় বিহঙ্গরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া অনন্ত আকাশমার্গে সদম্ভে উড্ডীন হইতেছেন, তথাপি আজিও জগতের সীমা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত করিতে পারেন নাই। কোথায় আর্ক্‌টিক্ ও আণ্টার্ক্‌টিক্ কেন্দ্রের স্বপ্নবৎ অপরিস্ফুট ছায়ামূর্ত্তি! অনন্ত হিমানী ও তুষারমণ্ডল তাহাদের উভয়কেই গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের উন্নত বিজ্ঞান সেই দুইটী জগতের তত্ত্ব অধিগত করিতে না পারিয়া দূর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। তুষার-যুগের (Ice-age)[১] আগমে

১। অধুনা অনেকে Ice-Age বা তুষারযুগ কাল্পনিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অগাসিজ্, রামজে, জেম্‌স্ গিকি, ক্রল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একসময়ে তুষার-যুগের মোহে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহা সত্য ব্যাপার বলিয়া শতকণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অধ্যাপক মর্সী, ও ম্যাথিউ উইলিয়ম্‌স্ এবং নরওয়েদেশে পেটারসন্ ও জরুল্‌ফ, অগাসিজ্ প্রভৃতির উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং সার হেন্‌রি হোয়র্থ, হাচিন্সন প্রভৃতি প্রগাঢ়ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের উক্ত তুষার-মোহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে এখনও বিস্তর আলোচনা চলিতেছে। ওয়ার্দিংটন স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলেন, পৃথিবীর অতি বিশাল প্রদেশ (য়ুরোপ, ও আমেরিকার সমগ্র উত্তর অংশ) অতি পুরাকালে তুষারে আচ্ছন্ন ছিল। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, মেরু-সন্নিহিত আর্কটিক প্রদেশেই বৈদিক সভ্যতার সূচনা হয়। আর্য্যসন্তানগণ সেই স্থানেই বাস করিতেন। সেই সময়ে উক্ত প্রদেশে চিরবসন্ত বিরাজ করিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্রমে প্রচণ্ড নৈসর্গিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ভীষণ তুষারবর্ষণ হওয়াতে আর্কটিক্ প্রদেশ মনুষ্যের বাসের অনুপযুক্ত হওয়াতে

জগতের কত রাজ্য যে, লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পুরাণের সপ্তদ্বীপ আজি অবাস্তব কবিকল্পনার স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু জগতের নানাস্থানে অনেকগুলি দ্বীপ, মহাদ্বীপ ও মহাদেশ যে সাগরগর্ভে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন পুস্তকাদিতে তাহার বিস্তর বিবরণ দেখা যায়২। আজি যে দুইটী বিশাল প্রদেশ সাহারা ও গোবী মরুভূমি নামে খ্যাত, বহুকাল পূর্ব্বে তথায় সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-লীলা দেখা যাইত। অধ্যাপক হক্স্লে বলেন, মনুষ্যসৃষ্টির পর হইতে ভূমণ্ডলে যে সকল গুরুতর ভৌগলিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে উত্তর এশিয়া, মধ্য য়ুরোপ ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আবার কালক্রমে উন্মগ্ন হইয়াছিল। কাস্পিয়ান

প্রাচীন আর্য্যগণ উত্তর কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে গমন করেন। তদবধি পৃথিবীর উত্তর প্রদেশগুলি বরফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

Rev. H. N. Hutchinson B. A. F. G. S. *Pre-Historic Man and Beast.* Chap : IV. Prof : J. Geikie's Address. Geol. Section, Brit. Assoc, 1889. reported in *Nature,* Vol XL. P. 486. Prof . Bonney's latest work on *Ice-work Past and Present.* Sir. H. Howorth's *The Glacial Nightmare and the Flood. Geological Magazine* Vol. i, decade iv, 1894, P. 496. Worth : G. Smith's *Man, The Primeval Savage,* P. 4. B. G. Tilak's *Arctic Home in the Vedas* pp. 4. 22. 23. 24. 25. Samuel Laing's *Problems of the Future* pp. 17, 29, 61, 62.

২। *Jowett's Introduction to the Timoeus.*

ও আরাল সমুদ্র সেই সময়ে এক ও অভিন্ন ছিল এবং তাহাদের সমবেত সুবিশাল সলিলরাশি সম্ভবতঃ উত্তরে আর্ক্‌টিক ও পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত সংযুক্ত ছিল। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ বহুপূর্ব্বে জলমগ্ন থাকিয়া পরে উন্মগ্ন হইয়াছিল। আরও বোধ হয়, মলয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটী বিশাল অংশ জলমগ্ন হইয়াছে এবং এশিয়া মহাদেশের সহিত ইহার আদিম সংযোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পলিনেশিয়ার দ্বীপসমূহেও ঐরূপ বিস্তর ভৌগলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে৩।

বিশ্বের এই পরিণত অবস্থায়, কোন প্রকার ভৌগলিক পরিবর্ত্তন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এখন আমরা আর্ক্‌টিক সাগর, বল্‌ক্যান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, পারস্য ও আফগানস্থানের এবং মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমি সমূহের মধ্যে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ জলরাশি দেখিতে পাই।—সেই জলরাশি-চতুষ্টয় কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আরাল সাগর, ও বল্কাশ হ্রদ। লবণপূর্ণ বিস্তর বিশাল মরু-প্রান্তর তৎসমুদয় জলাশয়কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্বজ্ঞ ও ভূগোলবিদ্গণ পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, অনতিদূর অতীতকালে বস্ফরসের বর্ত্তমান স্থিতিস্থান সহ এশিয়ামাইনর প্রদেশ য়ুরোপের সহিত গভীর আলিঙ্গনে আশ্লিষ্ট ছিল এবং তাহার এক অংশ এত উচ্চ ছিল যে, কৃষ্ণসাগরের জলরাশিকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপে প্রাচ্য য়ুরোপের এবং পশ্চিম মধ্য এশিয়ার

৩। *Man's Place in Nature* by Thom: H. Huxly, pp. 249-50.

একটী সুবিশাল প্রদেশ আবৃত করিয়া একটী প্রকাণ্ড সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। জগতের বর্ত্তমান ভূতত্ত্বজ্ঞ ও ভূগোলবিদ্গণ কর্ত্তৃক সেই সাগর "পণ্টো আরালিয়ন মেডিটারেনিয়ন" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই সময়ে মঙ্গোলিয়াতেও একটী ভূমধ্য সাগর ছিল এবং বল্কাশ হ্রদের আয়তন বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেকাংশে বৃহত্তর ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মঙ্গোলিয়ার উক্ত ভূমধ্য সাগর এবং বল্কাশ হ্রদের জলরাশি পূর্ব্ববর্ণিত "পণ্টো-আরালিয়ন মেডিটারেনিয়ন" সাগরে পতিত হইত এবং ভল্‌গা ও দানূব, অক্ষু ও জাক্ষার্তিস্ অপরাপর কতকগুলি নদীসহ সেই সুবিশাল সাগরে স্ব স্ব সলিলরাশি বিসর্জ্জন করিত[৪]। পণ্ডিতবর হক্‌স্লে বলেন, এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশস্থিত সাগরতীর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত প্রদেশ বহুকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে উন্মগ্ন হইয়াছিল এবং সেই জন্য প্রাচীন এশিয়ামণ্ডলের উত্তরস্থ উপকূল-সীমা বর্ত্তমান সীমা হইতে বহু দক্ষিণে নিবদ্ধ ছিল, বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ণিত "পণ্টো-আরালিয়ন্" সুবিশাল ভূমধ্যসাগর ও তাহার শাখাপ্রশাখা দ্বারা য়ুরোপ ও এশিয়ার অনেক স্থল ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পরস্পরে বিযুক্ত হইয়াছিল এবং য়ুরোপের বর্ত্তমান পূর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশসমূহ হইতে এশিয়ামাইনর, ককেশস, পারস্য ও আফগানস্থানে গমনাগমনের পথ তৎকালে একপ্রকার নিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে মধ্য এশিয়ার পূর্ব্বাংশে যে সকল জাতি বাস করিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অত্যুচ্চ পর্ব্বত-প্রাকার ও

৪। Man's Place in Nature by Prof: T. H. Huxly. pp. 300-301. (উদ্ধৃত টীকাটিপ্পনী সহ দ্রষ্টব্য)।

বিশাল মালভূমি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ থাকাতে তাহারা পারস্যে ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না।

পণ্ডিতবর হক্‌শ্লের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিবরণের সহিত অতি মহান্ জাতিগত সমস্যাসমূহ জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু এস্থলে তৎসমুদায়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক ; সেই জন্য তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। আর্য্যজাতির আদি আবাস-নিলয়ের স্থিতিস্থান লইয়া বহুকাল অবধি সভ্যসমাজে যে তুমুল আলোচনা চলিতেছে, হক্‌শ্লের বৃত্তান্ত দ্বারা সেই আলোচনার মীমাংসা এক-প্রকার সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে। এক কথায়, উত্তরমেরু প্রদেশ, লাপলণ্ড, গ্রীণলণ্ড, স্পন্দনভিয়া, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ আর্য্যগণের আদি বাসভূমি বলিয়া নানা প্রত্নবিৎ যে সকল ভিন্ন ভিন্ন উপপত্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তৎসমস্তের আলোচনায় বিবিধ বাধা ও প্রতিরোধ উত্থিত হইতেছে। কিন্তু এ বিষয় বিদ্যমান গ্রন্থে আলোচ্য নহে।

পৃথিবীতে মনুষ্যের প্রথম অভ্যুদয়-কালে ইহার নানা স্থানের ভৌগলিক সংস্থান যে ভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান ছিল, তাহার প্রভূত প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এস্থলে তৎসমস্ত পুরাতন বিষয়ের আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। তবে এস্থলে কেবল গ্রেট্-ব্রিটন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে। যে দ্বীপ এখন গ্রেট্‌ব্রিটন নামে বিদিত, প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তাহা দক্ষিণে য়ুরোপ মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল ; বলিতে কি ইহা সেই মহাদেশের একটী অংশরূপে পরিগণিত হইত। আয়র্লণ্ডও ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের সহিত একত্র সংযুক্ত ছিল। যে স্থানে এখন ইংলিশ চ্যাণেল বিস্তৃত থাকিয়া ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডের পার্থক্য

সাধন করিতেছে, পূর্ব্বকালে একটী প্রকাণ্ড নদী দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই নদী আতলান্তিক মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল৫। য়ূরোপের মহাদেশের সহিত একীভূত এই সুবিশাল ভূখণ্ড উত্তরে আর্ক্‌টিক এবং সুদূর দক্ষিণে আণ্টার্ক্‌টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিছুকাল পরে ইহার বিস্তৃত প্রদেশসমূহ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হয় এবং পরে বহুকাল অতীত হইলে ইহার কোন কোন অংশ আবার উন্মগ্ন হইয়াছিল। সেই অবধি ইহা বিদ্যমান আকারে বিরাজ করিতেছে।

আমাদের ভারতবর্ষসম্বন্ধেও প্রাচীন পুস্তকাদিতে বিস্তর নূতন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষের আয়তন অতি পুরাকালে বৃহত্তর ছিল। তখন বঙ্গোপসাগরের অস্তিত্ব ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায় এবং লঙ্কা, সিংহল, মলদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ ভারতের সহিত একত্র সংযুক্ত ছিল। এইরূপে ভারত পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভারত-মহাসাগরের অবিরত তরঙ্গাভিঘাতে ইহার পূর্ব্বতন কলেবর বিপুল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ভারত বিদ্যমান শরীরে বিরাজমান রহিয়াছে; তাহাতেই সিংহল, মলদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, এবং বঙ্গোপসাগর বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে৬। হয় ত তখন

৫। *Man, the Primeval Savage*, p, 6.

৬। (ক) এ ব্যাপার সত্য হইলে অবশ্য বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে। অধুনা কিন্তু ইহার প্রতিকূল মতই দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, বর্ষা ও প্লাবনে অধিকাংশ নদীতরঙ্গে প্রভূত মৃত্তিকা বা কর্দ্দম তাহাদের সাগরসঙ্গমে পরিচালিত হওয়াতে ব-দ্বীপগুলি ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর আবির্ভাব হয় নাই; এবং হিমালয়ের অনেক স্থান, এবং দাক্ষিণাত্যের মলয়, বিন্ধ্য ও সহ্যাদ্রি সকল এরূপ বিশাল উচ্চতা লাভ করিতে পারে নাই। পরে প্রচণ্ড ভূকম্প প্রভৃতি কোন প্রকার ভীষণ নৈসর্গিক উৎপাতে হিমালয় এই বিরাট্, সুমহান্, অত্যুচ্চ আয়তন ধারণ করিয়াছে। বিন্ধ্য, পারিপাত্র, সহ্য প্রভৃতি পর্ব্বত সকল অধিকতর উন্মগ্ন হইয়া আবার কিছুকাল পরে কিয়ৎ পরিমাণে অবনত হইয়াছে। ফলকথা, ভগীরথের গঙ্গানয়ন ও অগস্ত্যের বিন্ধ্যদমন কথা অলীক অবাস্তব কল্পনাবিজৃম্ভিত, কিংবা কোন প্রকৃত নৈসর্গিক তত্ত্বের উপর সংস্থাপিত কি না, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

আজ যে আতলান্তিক মহাসমুদ্রের ভীষণ ভ্রূভঙ্গে সুদক্ষ নাবিকগণেরও হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হয়, এক সময়ে তাহার ও ভারতমহাসাগরের বিরাট্ বপুঃ আবৃত করিয়া আতলান্তিস্ নামে একটী মহাদ্বীপ বিরাজমান ছিল। পাশ্চাত্য জগতের গৌরবস্থল প্লেটো প্রভৃতি মহাত্মগণ সেই অন্তর্হিত মহাদ্বীপের সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার

হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য পূর্ব্বেকার উপকূলবর্ত্তী নগরগুলি সাগরতীর হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

(খ) পৌরাণিক ভূগোলে ভারতের যে সপ্ত উপদ্বীপের বিবরণ আছে, তাহাতে লঙ্কা ও সিংহল উভয়েরই স্বতন্ত্র বিবরণ দেখা যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বেও এইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর জেকোলিয়ট্ প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন, সিংহল লুপ্ত আতলান্তিস্ নামক মহাদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র অবশেষ মাত্র।

বিস্তর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন৭। আজি আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে দূরব্যবধানে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এক সময়ে তাহা যে পশ্চিমে ও পূর্ব্বে উক্ত দুইটী মহাদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? ভূতত্ত্ব ও ভূগোলবিদ্যার উৎকর্ষসহ নানা সার-সত্যের উদ্ধার হইতেছে। তাহাতে শিক্ষিত মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোহ ও সংশয়-তিমির শনৈঃ শনৈঃ অপসারিত হইয়া যাইতেছে৮।

এইরূপে কত রাজ্যের উদ্ধার ও লোপ এবং পুনর্ব্বার উদ্ধার হইয়াছে, আবার কত রাজ্য নূতন আবির্ভূত ও অভ্যুত্থিত হইয়াছে, কিংবদন্তী তাহাদের ক্ষীণ স্মৃতি যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রচার করিতেছে; ইতিহাস সেই স্মৃতিমাত্র-অবলম্বনে স্বদেহ পরিপুষ্ট করিয়া ভব্যভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। বিশ্বের বিশাল পণ্য-বীথিকায়

৭। পুরাণে যে মহাদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ নামে বর্ণিত হইয়াছে, অনেকের ধারণা তাহাই লুপ্ত আতলান্তিস। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি পণ্ডিত মুঁশো জেকোলিয়ট বলেন, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে উক্ত মহাদ্বীপের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া যায়। যে সকল অংশ অবশিষ্ট ছিল, সে গুলি সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিয়ো, মাডাগস্কার, ও পোলিনেশিয়ার প্রধান প্রধান দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মহাত্মা জেকোলিয়ট স্বয়ং ঐ সকল দ্বীপ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্ত আতলান্তিস মহাদ্বীপেত বিশ্বের বরেণ্য আর্য্যসভ্যতার সূচনা হইয়াছিল।

The Story of Man, pp. 44-5. *Isis unveiled* Vol. i, pp 557.—593.

The Secret Doctrine Vol. i, pp. 23, 415, Vol. ii, pp. 6. 49, 141, &c. Prof : Huxly's *Essays* Vol vii. pp. 249—50, 300—301

৮। *Man. the Primeval Savage, Introduction.*

ঐতিহাসিক তত্ত্বের ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় হইয়া থাকে। পর্য্যটক বা ঔপনিবেশিক এই বাজারে প্রধান ব্যাপারী। ইহাদিগদ্বারাই এই অশরীরী পণ্যদ্রব্য সুদূর কাল ও দূরাতিদূর দেশ হইতে জগতের নানাস্থানে পরিচালিত হইয়াছে। সেই জন্যই রাম-রাবণের যুদ্ধ পাশ্চাত্য জগতের নানাস্থানে নানাবিধ "সোলার মিথের" সৃষ্টি করিয়াছে এবং হিন্দু, ইজিপ্‌শিয়ান ও এজ্‌টেকের রাশিচক্র প্রায় একইরূপ মূর্ত্তিতে অবতারিত হইয়াছে[৯]। কিন্তু কোথায় হিন্দু, কোথায় ইজিপ্‌শিয়ান, কোথায় বা এজ্‌টেক? তিনটী জাতি জগতের তিনটী কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। কালবশে সেই ইজিপ্‌শিয়ান্ ও এজ্‌টেক ক্ষয় বা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি তাহাদের সামান্য অবশেষমাত্রও দেখা যায় না; একমাত্র হিন্দু, আর্য্য হিন্দু—যেন কোন মহামন্ত্রবলে মহাকালের অনন্ত শ্মশানক্ষেত্রে স্তূপীকৃত চিতাভস্মের মধ্যেও অমর হইয়া রহিয়াছে। মিশরের মর্ম্মর-মন্দিরসমূহে বলদেব ও ঈশার স্তুতিগান আর শ্রুতি গোচর হয় না, বৃষভরাজ অপীসের অভিষেক-উপলক্ষে নীলনদের সেই দিগন্তব্যাপী আনন্দোচ্ছ্বাসও দেখা যায় না। ওদিকে সুদূর মার্কিণখণ্ডে পৌরাণিক মেক্‌সিকোর হৃদয়ক্ষেত্রে সৌর এজ্‌টেকের অগ্নি-উৎপাদন-বিধির আর সে বীভৎস আয়োজন নয়নগোচর হয় না। তাহার শিলাময় রাশিচক্র জগতের ভক্তিবিজড়িত বিস্ময় বৃদ্ধি করিয়া মেক্‌সিকোর কৌতুকাগারে পড়িয়া রহিয়াছে; মিশরের ন্যায় তাহার অভ্রান্নত পীরামিড, মন্দির ও পাতালগৃহ সকল বর্ত্তমান

৯। *The Story of Man*, p. 123. *Isis unveiled* Vol. i, p. 560. *The Secret Doctrine* Vol. ii, p 445.

উদ্ধারকর্ত্তাদিগের সুচেষ্টায় স্ব স্ব জীর্ণ শবদেহ হইতে শ্মশান-ভস্ম মোচন করিয়া লোকের অন্তঃকরণে কি যেন এক প্রকার ভ্রান্তি ও বিভ্রমের বিনোদস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে।

সকলই ফুরাইয়াছে; মিশর, মেক্‌সিকো, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া সমুদায়ই বিশ্বব্যাপারের নশ্বরত্ব ও কালের অনভিভবনীয়তা ঘোষিত করিয়া এক প্রকার নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; একমাত্র ভারত —সভ্যতার আদিম লীলাক্ষেত্র—পবিত্র ভারতভূমি লোকসৃষ্টির আদি যুগ হইতে বিশ্বের সুবিশাল রঙ্গালয়ে লীলাপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করিয়া জীর্ণ ও মুমূর্ষু শরীরে আজিও জীবিত রহিয়াছে। ভারত-সন্তান স্বাধীনতা হারাইয়াছে, বিশ্বের বরণীয় অনুপম সভ্যতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, তথাপি পিতৃপুরুষগণের আচার ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নাই। কোন্ মহীয়সী শক্তির প্রভাবে কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তন এবং শত শত প্রচণ্ড শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রাচীন ভারতসন্তানগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন;—কোন্ মহামন্ত্রের মোহিনী শক্তি আধুনিক অধঃ-পতিত হীনবীর্য্য আর্য্যসন্তানদিগকেও সেই সকল প্রাচীন আচার-ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই, এইস্থলে তাহার আলোচনা হইবে না। জাতীয় সভ্যতার উৎপত্তি ও লয় বিশ্বসংসারের কোন্ শাশ্বত নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়, অধুনা ক্রমে ক্রমে তাহাই আলোচিত হইবে।

জগতের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে হইলে সভ্যতার উদ্ভবস্থল অগ্রে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে ভূগোলশাস্ত্র আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির নিকট ভূগোলশাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব অনেক সময় নিরর্থক হইয়া পড়ে; তুচ্ছ মানব সেরূপ স্থলে

সত্যোদ্ধারে শত চেষ্টা করিলেও বিভ্রান্ত ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন দেশ ও জাতি সকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারত, উত্তরকুরু, পারস্য, মহাচীন, মিশর, ফিনিশিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, ইথিয়োপিয়া, চাল্‌ডিয়া, সিথিয়া, স্কন্দনবীয়া, গ্রীস্, রোম ও কার্থেজ ;—ওদিকে সুদূর মার্কিণখণ্ডে মেক্‌সিকো ও পেরু। এই সপ্তদশ রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটা যুগপৎ, কোনটা বা পর্য্যায়ক্রমে—আবার কতকগুলি ছায়ারূপে সভ্যতার সোপানে সমুত্থিত হইয়াছিল ; কোন কোনটী আবার অপর একটীর ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে স্বেদজ শক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃ-শোণিতে স্ব স্ব শরীর পুষ্ট করিয়াছিল। উক্ত সপ্তদশ রাজ্যের মধ্যে ভারত, পারস্য, মহাচীন, স্কন্দনবীয়া, গ্রীস, রোম, মেক্‌সিকো ও পেরুর নাম জগতের মানচিত্রে বিদ্যমান দেখা যাইতেছে। কিন্তু অল্পবিস্তর, সামান্য বা সর্ব্বতোভাবে ইহাদের মধ্যে কোন কোনটীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাহার কাহারও আকারের আংশিক বা সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, নূতন পরিণতি, বা সম্পূর্ণ বিলয় ঘটিয়াছে। অবশিষ্ট রাজ্যসমুদায় নূতন নূতন রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা গ্রস্ত হইয়া ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আজি তাহাদের সামান্য সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রবীণ পুরাতত্ত্ব-বিদেরও পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু সেই সকল রাজ্য বিলুপ্ত হইলেও তাহাদের প্রভাব পরিক্ষীণ ছায়াসমষ্টিরূপে আজি জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। দীপশলাকার অভাবে যেমন একটী প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ, এবং সেই দ্বিতীয় প্রদীপ হইতে ক্রমান্বয়ে অন্য প্রদীপসকল প্রজ্বালিত হয়, এবং প্রথমাদি প্রদীপগুলি নির্ব্বাণ হইলেও শেষান্ত

প্রদীপনিচয় স্ব স্ব তৈলসম্পদে আলোকদান করিতে থাকে,সুবিশাল বিশ্বমন্দিরে সেইরূপ সভ্যতার আদিপ্রসূ ভূমি হইতে আলোক সংগ্রহ করিয়া দেশদেশান্তর যুগপৎ বা পর্য্যায়ক্রমে আলোকিত হইতে থাকে, পুনশ্চ কালবশে বা ভীষণ বিপ্লব-ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া নিরালোক হইয়া পড়ে, অথবা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইয়া যায়। শেষে মনুষ্য তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহস্র-চেষ্টায় আবিষ্কৃত করিতে পারে না। প্রদীপের শত্রু যেমন ঝটিকা, বা পতঙ্গ, কিংবা উভয়ের দ্বন্দ্বজ শক্তি, নৈসর্গিক বা মানুষিক বিপ্লব সেইরূপ সভ্যতার পরিপন্থী। এই সকল প্রতিকূলতায় আদিম আলোকমালা নির্ব্বাণ বা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন প্রজ্বলৎ অন্তিম দীপাবলী হইতে তৎসমুদায় আবার প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, দেশ বা রাজ্যসম্বন্ধে ঠিক তাহার অনুরূপ ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। পুনর্ব্বার স্নেহ ও অর্চ্চিসংযোগে প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু আদিম ও অন্তিম বা পরিণামজ সভ্যতায় যে প্রভেদ, অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক ও কৃত্রিমে সেই প্রভেদ। একের স্বভাবজাত স্বচ্ছন্দ লীলা ও প্রভাবের কি অনুপম মধুর গতি ও প্রকৃতি!—সাম্যভাবে, স্বকীয় গৌরবে, স্বীয় স্বাধীন সঙ্কল্পে আপনিই আত্মময়ী;—যেন মন্দাকিনীর অমৃতধারা ত্রিলোকপাবনী, ত্রিভুবনতারিণী—সত্যসনা-তনী। সে গতি কেন প্রতিরুদ্ধ হয়? সে প্রকৃতি কেন বিপর্য্যস্ত হয়? কে বলিবে? কে বুঝাইবে? এ পথে ঐতিহাসিকের সত্যবিচারণা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, কবির মোহিনীকল্পনা লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যায়।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ বঞ্চনাময় বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। যাহা ঘটে তাহা পরিবর্ত্তন,

পরিণতি বা ভ্রংশ কিন্তু ধ্বংস নহে। মিডিয়া, ইথিয়োপিয়া, ফিনিশিয়া, কার্থেজ প্রভৃতি রাজ্য জগতের মানচিত্র হইতে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ তাহাদের পরমাণুনিচয় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। বৈদেশিকের পাষাণবৎ কঠোর পদতলে সেই সকল পরমাণু বারংবার দলিত, মথিত ও পেষিত হইলেও তাহাদের কেবল বিকার ঘটিয়াছে, কিন্তু ধ্বংস নহে। মীঢ় ও কুশের বংশধরগণ সেমিরামিসের সাধনক্ষেত্রে সলোমন, নেবুকাট্‌নেজার ও অসুর বাণ্‌পালের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রতীচ্য এশিয়াখণ্ডে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিসের মধ্যভূমিতে যে বিরাট্ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, টায়ার, জেরুসালেম ও ট্রয়—ক্রমে গ্রীস্, পরে রোম, শেষে কার্থেজ যে সভ্যতার প্রচণ্ড আলোকের আভামাত্র-লাভে একদা বিশ্বে বরেণ্য হইতে পারিয়াছিল, মূল প্রস্রবণের বিলোপেও সে সভ্যতার ধ্বংস হয় নাই—বিকীরণ ও বিকার বা রূপান্তরমাত্র হইয়াছিল। সেই সভ্যতা কিছুকাল পরে জর্দ্দনতীরে ও কালে আরবের মরুপ্রান্তরে দুইটী ভক্তের মন্ত্রবলে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্দ্ধজগৎকে আবরিত করিয়া রহিয়াছে;—ক্রমে অপরার্দ্ধকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিরাট্ মুখ ব্যাদিত করিতেছে। বুঝি হিন্দুর আশাভরসা আকাশকুসুমে পরিণত হয়। বুঝি বা অভ্রান্ত ঋষিবচন ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অলীক কল্পনা-জল্পনার স্থান অধিকার করে!

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই বিরাট্ পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল প্রস্রবণ কোথায়? মিশর ও ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া ও গ্রীস্ পৃথিবীর কোন্ স্থান হইতে তাহাদের সেই প্রাচীন সভ্যতার আলোক সংগ্রহ করিয়াছিল? এক সূর্য্য হইতে যেমন জগতের আলোক, উত্তাপ ও জীবনী হ্লাদিনীশক্তি উদ্ভূত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর একটী

প্রদেশে অতি প্রাচীনকালে—পুরাতত্ত্বের কোন দুর্জ্ঞেয় অনধিগম্য যুগে—সভ্যতার আদি সৃষ্টি হইয়াছিল; ক্রমে কালে কালে সেই সভ্যতা পাত্র বা আধারভেদে—পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। একথা একটা সামান্য উপপত্তি বলিয়া অগ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু এই সামান্য মতের উপর একটা অসামান্য ঘটনা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এস্থলে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি মনুর সন্তানগণের ইতিহাস না জানিলে, তবে কি করিতে সংসারে আসিলে? বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণের ন্যায় কেবল কি কতকগুলা যুদ্ধবিগ্রহের কাল ও বিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে? কিংবা ভূতভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল বর্ত্তমান লইয়া বিব্রত থাকিবে? শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সর্ব্বোপরি আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া ইহকালের সহিত পরকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধনিরূপণে সঙ্কীর্ণ জীবন অতিবাহিত করা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ অবদান বলিতে হইবে; কিন্তু পরলোকের সেই দুর্জ্ঞেয় ও অগৃষ্য সংশয়সাগরে ভেলা ভাসাইতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ইহলোকের কালকুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছাদিত গুহালোকে প্রবেশ করিয়া দুর্ল্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা কি উচিত নহে?

তুমি হিন্দু; বিশ্বের বরেণ্য ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—জানি না কত পুণ্যবলে! দেবতারাও যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিতে সদা লালায়িত, সেই অদ্বিতীয় কর্ম্মভূমি তোমার উদ্ভবস্থল। তোমার অতীত উজ্জ্বলতম, বর্ত্তমান কুহেলিকাময়,—ভবিষ্যৎ গম্ভীর

অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভূত কালের প্রণষ্ট গৌরবে বিভোর হইয়া আত্মপ্রসাদের অহমিকায় অনুদিন স্ফীত হইতেছ; কিন্তু বল দেখি, তোমার সেই দুর্জ্জয়, দুরধিগমা ও অপ্রতিম হিন্দুত্বের মূল নিদান কি? কিরূপে তাহার উৎপত্তি, এবং কোন্ কারণেই বা তাহার লয় হইল? বেদ তোমাকে চাতুর্বর্ণ্যের স্বর্ণসূত্রে বন্ধন করিয়া সপ্তসিন্ধুর মণিময় রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের বিরাট্ চিত্র জীর্ণ-দীর্ণ রত্নকন্থার ন্যায় তোমার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। তুমি সেই হিন্দুর প্রাচীন গৌরবগরিমার শতগ্রন্থিময় জীর্ণ রত্নকন্থাখানির সহস্রচ্ছেদ-বিচ্ছেদগুলি অনুস্যূত করিবে, না তাহা অবহেলার দীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তির উপাসনা করিতে যাইবে? প্রতীচ্য জগতের কোন ধুরন্ধর দর্শন-বিজ্ঞানবিৎ হয় ত তোমাকে বলিবেন—তুচ্ছ তোমার সভ্যতা, তুচ্ছ তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান; তুচ্ছ তোমার ধ্যান ধারণা—পূজা-উপাসনা! তোমার বেদ নিরক্ষর রাখাল-বালকের সরল গীতালাপ; তোমার ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ ও দর্শন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের আত্মম্ভরিতার দম্ভলীলা,—তোমার পুরাণ নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার অলীক ভ্রান্তি-বিলসন। অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, দ্বারাবতী,—পুরাণকল্পিত অবাস্তব মায়াপুরী। কখনও ছিল না;—তাহাদের অস্তিত্ব কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারে না! তখন তুমি তাহার কি উত্তর দিবে? কিন্তু ভয় নাই; তোমাকে সেজন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। তোমার প্রতিপক্ষকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বাক্যেই নিরস্ত করিতে পারিবে।

মনুষ্য-সমাজে যত প্রকার শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিজ্ঞান

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবলে মানব অসাধ্য সাধন করিতেছে, বিজ্ঞানের কল্যাণে মানব দেবগণের সমকক্ষ হইতেছে। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেইজন্য ইহার ফলও প্রত্যক্ষ। জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি মনুষ্য-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই সকল বিজ্ঞানের মূল কোথায়? কে তাহাদের আবিষ্কার করিল? আর্কিমিডিস্, কোপার্ণিকস্, গালিলিয়ো, নিউটন্, জ্যান্সেন, ওয়াট, ফ্রাঙ্কলিন;—এই সকল মহাপুরুষের নাম বিজ্ঞান-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। মানবের ইতিহাস ইঁহাদের নামের চারিদিকে কীর্ত্তির স্বর্গীয় কিরণ-চ্ছটা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কম্পাশ, চৌম্বক, মাধ্যাকর্ষণ, বাষ্পীয় ও তাড়িতশক্তি য়ুরোপে প্রকাশিত হইবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ও মহাচীনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার বহুল অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের যথাস্থানে এই সকল প্রমাণ প্রকটিত এবং তাহাদের প্রামাণিকতা আলোচিত হইবে। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজি আমরা যে সকল বিষয়কে নূতন আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া তূর্য্যের তারস্বরে জগতে বিঘোষিত করিতেছি, তাহা বাস্তবিক নূতন আবিষ্ক্রিয়া নহে—যুগান্তরীণ আবিষ্কারের পুনঃসংস্কার মাত্র। বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক সময়ে সেই সকল শক্তির মহিমা জগতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল, এক সময়ে তাহাদের সাহায্যে জগতে কত অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুদাস রাজার নানা মণিরত্নমণ্ডিত, বিবিধ কল-কৌশল-শোভিত সুবিশাল যজ্ঞভূমি, বৈবস্বত মনুর অযোধ্যা, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ, নিমরডের বাবিলন, খুফুর পিরামিড্ বহুযুগের বিস্মৃত রাজ্যের ন্যায় আজিও মানবের স্বপ্নমধ্যে ভাসমান

রহিয়াছে। এই সকল অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপের সৃষ্টিতে কি কোন বিজ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক হয় নাই[১১] ?

আজি ত শিল্প-বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে, শেফিল্ড ও বার্ম্মিংহামের লৌহশালা হইতে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রাদি বহির্নীত হইতেছে, কিন্তু কৈ, দিল্লীর লৌহস্তম্ভের ন্যায় একটাও স্তম্ভ ত নির্ম্মিত হইল না! না জানি, কত বড় মূষায় তাহার লোহা গালান হইয়াছিল এবং কত বড় ছাঁচে ঢালিয়া দিয়াছিল। কত লোকেই বা কিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিরাট্ লৌহস্তম্ভ তুলিয়া তাহাকে মৃত্তিকায় নিখাত করিয়াছিল! বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, বলিতে হইবে; কিন্তু কৈ অদ্যাপি আর একটা "পম্পিয়াই পিলার" ত নির্ম্মিত হইল না! আজি কালি বড় বড় নদনদীর ও প্রণালীর উপর সেতু স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত ও লঙ্কা সম্বন্ধ

১১। "Modern geographers and geologists have demonstrated that the monoliths were brought from a prodigious distance and have been at a loss to conjecture how the transport was effected. Old manuscripts say that it was done by the help of portable rails. These rested upon inflated bags of hide, rendered indestructible by the same process as that used for preserving the mummies. These ingenious air-cushions prevented the rails from sinking in the deep sand. Manetho mentions them and remarks that they were so well

করিয়া কপি-স্থপতি নল সাগরে যে পাষাণসেতু প্রস্তুত করিয়াছিল, আজিও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহা সহস্র রসনায় রামনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে১২।

সেই সেদিন সুয়েজ-খাল খনন করিয়া দি-লেসেপ্ জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, কিন্তু পৌরব (Pharoh) দিগের রাজত্বকালে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর পরস্পর সংযুক্ত করিয়া মিশরে যে সকল "কেন্যাল" স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের সহিত তুলনায় লেসেপের খাল শীর্ণ সঙ্কীর্ণ বারিরেখা বলিয়া প্রতীত হইবে। মার্কিণখণ্ডের অন্তর্গত পুরু, বলীভিয়া ও ভিনিজুয়েলা রাজ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ্যা, সরণী, সুড়ঙ্গ, প্রণালী, মন্দির ও কৃত্রিম হ্রদগুলি দর্শন করিলে তত্রত্য প্রাচীন জাতিসমূহের অঙ্ক ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা ভাবিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আজিকার অহংকৃত উচ্চসম্মানগর্ব্বিত কোন "এঞ্জিনীয়ারই" তৎসমুদায় অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপের সামান্য ছায়ামাত্রেরও অনুকরণ করিতে পারে না। অপরের কথা কি বলিব? পুরাণে যাহারা বামন বা বালখিল্য নামে বর্ণিত হইয়াছে, সেই মানবগণ কোন একটী অতি প্রাচীন যুগে জগতের নানাস্থানে যে সকল শিলাগৃহ,

---

prepared that they would endure wear and tear for centuries."

Isis Unveiled Vol. i, p. 518.

Prehistoric Man and Beast, pp. 36—37.

The Story of Man, pp. 30—32.

Man before metals.

১২। *Travels of a Hindu*, Vol. i.

পাতালগৃহ, হ্রদগৃহ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের আত্মাভিমান নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে[১৩]।

এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের ক্রমোন্মেষতত্ত্ব ভ্রান্তিবিনোদের বিলাসিনী ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আদিম বর্ব্বরতার অস্পষ্ট তমিস্রা হইতে মানব ক্রমে ক্রমে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে,—ক্রমে উচ্চতম পদবী অধিকার করিবে; তখন মানব দেবতার সমকক্ষ হইবে,—ভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইবে। এ কথার মূলে অন্ততন বিজ্ঞানবিদের কথিত সত্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম, ইতিহাস, ও পুরাতত্ত্ব যে, বিজ্ঞানের সীমাবহির্ভূত, হিন্দু তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ হিন্দু জানে, যুগপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের ক্ষয়ব্যয় হইতেছে! সমুদ্রে যেমন জোয়ার ভাটা; তাহার পর আবার জোয়ার—পরে ভাটা, মনুষ্যসমাজে সভ্যতার সেইরূপ উচ্ছ্বাস ও হ্রাস পর্য্যায়ক্রমে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এইরূপে জগৎ যতদিন না অণুতে পরিণত হয়, ততদিন উন্নতি ও অবনতির এইরূপ নাট্য-প্রহসন অভিনীত হইতে থাকে। মনুষ্যসমাজের ন্যায় ইতিহাসেরও পর্য্যায় বা যুগ আছে। মানবসমাজের যেমন লয় হইতে থাকে, ইতিহাসেরও সেইরূপ লয় সংঘটিত হয়, আবার মানবসমাজের নবযুগের সহিত তাহাদের বিবরণ পুনঃ প্রকটিত হইতে থাকে।

আজি যে বিদ্যুৎ ও বাষ্পের সাহায্যে শত শত অদ্ভুত ব্যাপার

১৩। *Prehistoric Man and Beast*, pp. 40—66.

সাধিত হইতেছে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন সভ্যজগতে তাহাদের শক্তি যে মানবের বিদিত ছিল না, মানব যে সেই শক্তি কার্য্যে নিযুক্ত করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? বরং তাহার সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাসাদিতে প্রকটিত রহিয়াছে। যথাস্থানে তৎসমুদায় বিষয় আলোচিত হইবে। কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে বিদ্যুৎ ও বাষ্প-শক্তি-ঘটিত যন্ত্রাদি লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের শত শত কীর্ত্তি আজিও জীবন্ত রহিয়াছে। মহাকালের অনন্ত শ্মশান-ক্ষেত্রে কোটি কোটি জীর্ণ সমাধিস্তম্ভের ন্যায় তাহারা যেন কোন অপার্থিব জাতির উত্থান, পতন ও বিলয়ের কথা নীরবে বিঘোষিত করিতেছে[১৪]। যেন আজিকার অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত বিজ্ঞান-বিরচিত যন্ত্রতন্ত্রাদির উপর কুটিল কটাক্ষ করিয়া শব্দহীন স্বরে বলিতেছে, "তোমাদের বৈজ্ঞানিকগণ এখনও সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলে তবে আমাদের পাদপীঠ-তলে উপবেশন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে; আমাদের দুর্জ্জয় শক্তিতত্ত্ব অনুধ্যান করিতে পারিবে।" তাই বলিতেছি, যেমন যায়—বুঝি তেমনি আর হয় না, যুগযুগান্তেরও চেষ্টায় তাহার অবিকল অনুকরণও শত শত বৈজ্ঞানিকের বিশ্ববলিনী শক্তির সাধ্য হইতে পারে না এবং জগতের পরিণতি, বিকার বা পরিবর্ত্তনের প্রকট মূর্ত্তিমাত্র, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ফূর্ত্তি নহে। সেইজন্য আবার বলিতেছি, যাহা যায়, হয় ত তেমন আর হয় না;—হয় তাহার ছায়া মাত্র,—তাহার অনুকরণের অনুকরণ মাত্র।

১৪। *The Story of Man*, pp. 30, 52, 123.

তমোগর্ব্বিত মানব সেই প্রত্যনুকরণই নূতন আবিষ্কার ভাবিয়া সেই বিজ্ঞানের বামন-মূর্ত্তিকেই আত্মপ্রসাদ ও অহমিকার পুষ্পচন্দনে অর্চ্চিত করিতে থাকে;—শক্তির চরম সাধনায় আর অগ্রসর হয় না।

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এরূপ বিচারণা অভ্রান্ত বলিয়া কিছুতেই পরিগৃহীত হইতে পারে না; কারণ কাল অনন্ত, নিসর্গের শক্তিও অসীম; সত্ত্ব ও রজোগুণের বাহুল্যে এক সময়ে মানব যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার অবহেলে সংসাধিত করে, তমোগুণের প্রমাদপ্ররোচনায় কালান্তরে তাহার স্বরূপ ধারণা করিতে না পারিয়া সেই সকল কীর্ত্তি অসাধ্য বলিয়া পশ্চাৎপদ হয়, অথবা দুর্জ্জয় মদগর্ব্বে বিভ্রান্ত হইয়া স্বীয় সাধারণ কীর্ত্তিকেই অসাধারণ ও অমানুষিক জ্ঞান করিয়া অহংজ্ঞানের চরিতার্থতায় স্ফীত হইতে থাকে। আবার কালচক্রের আবর্ত্তনে জগতে সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইলে হয় ত সত্ত্বগুণের সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত বলে বলীয়ান্ হইয়া মানব পূর্ব্বের অপেক্ষা প্রশস্ততর ও অধিকতর বিরাট্ ব্যাপারের সংসাধনে সমর্থ হইতে পারে। সুতরাং যাহা যায়, যুগযুগান্তরে কল্পের নূতন প্রবর্ত্তনে হয় ত তাহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে। আবার কালক্রমে সেই উচ্চতর উৎকর্ষের সমস্ত নিদর্শন জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং উত্তরকালবর্ত্তী মনুষ্যগণ তাহার সকল স্মৃতি হারাইয়া অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতেছি হয় ত ভবিষ্যতের কোন অভিনব যুগে আজিকার বাষ্পীয়-পোতের বিকটশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, বাষ্প ও বিদ্যুতের দুর্জ্জয় তেজঃ বিলুপ্ত হইবে,

মনুষ্যের সর্ব্ববিধ কীর্ত্তিকলাপ প্রচণ্ড নৈসর্গিক বিপ্লবে অন্তর্দ্ধান করিবে ;—তখন জগতের জীবনে আবার নূতন যুগ প্রবৃত্ত হইবে, অনন্ত সাগরের গর্ভ হইতে নব নব মহাদেশ উন্মগ্ন হইয়া অভিনব জীবসংঘে পরিপূর্ণ হইবে। বিশ্বপ্রপঞ্চের ইহাই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। যুগে যুগে এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আবার এইরূপ হইবে।

কিন্তু এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—সভ্য, অসভ্য ও উচ্চ, নীচ—মনুষ্য-সমাজের এরূপ অবস্থাভেদ কোথা হইতে আসিল? কেন হিন্দু, শর্ম্মণ্য, গ্রীক, রোমান, ব্রিটন ও ফরাসী সভ্য ও উচ্চ-পদবীস্থ এবং জুলু, হটেণ্টট্, দাহোমী ও প্যাটাগোনিয়ান্ অসভ্য নীচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে? কেন একজাতি শুভ্র এবং অপর জাতি কৃষ্ণবর্ণ, একজাতি বুদ্ধি-বিদ্যা ও শিল্পবিজ্ঞানে পারদর্শী, অপর জাতি মূর্খতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন? এ প্রভেদের মূল কারণ কি? কে ইহার কর্ত্তা? ঈশ্বর না মানব? না প্রকৃতি? পুরাতত্ত্ব ইহার প্রত্যুত্তরদানে অপারগ; ইতিহাস এই সমস্যার সমাধানে নীরব; নবীন মানবতত্ত্ব এ পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু মতদ্বৈধ ও বাদপ্রতিবাদের প্লাবনে মূল সত্য অগাধ জলে নিমগ্ন রহিয়াছে।

মানবজাতির উদ্ভব, উন্নতি ও পরিণতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত এবং যত প্রকার আলোচনা হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সারসঙ্কলন করিলে দুইটী দল গঠিত হইতে পারে। ইংরাজীতে সেই দুইটী দল মনোজেনিষ্ট্স্ (Monogenists) ও পলিজেনিষ্ট্স্ (Polygenists) নামে বিদিত। আমাদের ভাষায় এই দুইটী পদের প্রকৃত প্রতিশব্দ বিরল হইলেও সাদৃশ্যের তুলনায় তাহা একজানী ও বহুজানিরূপে

কল্পিত হইতে পারে। একটী আদিম মনুষ্য বা দম্পতি হইতে সহস্র মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার পর নিজ নিজ কর্ম্মফলে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাই একজানী সম্প্রদায়ের মত। ইহারা সকলে বাইবেলের দোহাই দিয়া আদিম ও হব্য-বতীকে সেই আদি-দম্পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পক্ষান্তরে বহুজানী সম্প্রদায় বলেন, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় স্বয়ম্ভূরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ এই চতুর্ব্বিধ বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রমে সেই সকল বর্ণের অনুলোম ও বিলোম-সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। উভয় মতেরই অল্পবিস্তর পক্ষপাতী দেখা যায়। কিন্তু কোনটী দ্বারাই এই কঠোর সমস্যার মীমাংসা হয় নাই[১৫]।

আজিকার বিজ্ঞানবিৎ অহঙ্কৃত মানব আত্মপ্রসাদের বিনোদ-বিভ্রমে ভুলিয়া নিজের প্রাধান্যস্থাপনের অভিপ্রায়ে মনুষ্যসমাজের আর্য্য, অনার্য্য, সভ্য, অসভ্য, শিষ্ট ও বর্ব্বর প্রভৃতি শ্রেণীভাগ করিয়াছে এবং এই পার্থক্যের মূল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে;—কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন মহাসাগরগর্ভে নানা দ্বীপ ও মহাদ্বীপের প্রস্তগৌরবের উদ্ধার ও ঘোষণা করিতে ব্যগ্র হইতেছে। এইরূপে পৌরাণিক

১৫। *Maxmuler's Savage. The Nineteenth Century.* January, 1885.

The Human Species, pp. 30—35.

সপ্তদ্বীপের ও প্লেটোর আতলান্তিস্ বা লিমুরিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব লোকলোচনের সম্মুখে নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অগণ্য শক্রধনুর ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সভ্যতার স্বর্ণসূত্রদ্বারা উক্ত দেশসমুদায়ের ইতিহাস সমভাবে জড়িত না থাকিলে এ স্থলে তাহাদের সামান্য উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইত।

তবে এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আর্য্য ও অনার্য্যে, সভ্য ও অসভ্যে বা শিষ্ট-বর্ব্বরে বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে কি না? সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আধুনিক সভ্য জগতে আলোচনা ও গবেষণা শতক্রুর ন্যায় তর তর বেগে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব পণ্ডিতগণের কীর্ত্তিমন্দিরের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বুভুৎসা ও ভূয়োদর্শন সেই গবেষণাকে অবদান-কল্পলতা জ্ঞানে মনে মনে আপ্যায়িত হইতেছে। কেহ প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ার ধ্বংসরাশির অভ্যন্তরে মহামকর সদৃশ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে;— মেক্সিকোর পাতালগৃহ ও পিরামিডের গুপ্ত কক্ষে অলক্ষিতভাবে তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিতেছে; কেহ বা পরের উচ্ছিষ্টান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া শফরীর ন্যায় সদম্ভে প্রত্নতত্ত্ব-বারিধির পরপারে প্রয়াণপর হইতেছে। এ সময়ে—এই মহামুহূর্ত্তে—পূর্ব্বোক্ত সেই সামান্য প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করা যাইতে পারে। আর্য্য ও অনার্য্যে, সভ্য ও অসভ্যে প্রভেদ কি? কেহ কখন সেই প্রভেদ পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন কি না? ভারতের ঋষিগণ বেদে যখন গাহিলেন,—

"ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু।
মনবে শাসদ্ অব্রতান্ ত্বচঃ কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ॥"

সেই কৃষ্ণাঙ্গ যজ্ঞহীন দস্যু, দাস বা অনার্য্যের সহিত পরম যাজ্ঞিক গৌরাঙ্গ আর্য্যের প্রভেদ কি, তাহা কি তাঁহারা জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ? বোধ হয়, সকলেই জানেন যে, সেই সকল ঘৃণিত অনার্য্যগণের লৌহপুরী ছিল, প্রকাণ্ড দুর্গ ছিল, নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল ? তাহারা যাদুবিদ্যা জানিত, গন্ধর্ব্ববিদ্যা জানিত, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। আর্য্যেরা প্রতিপদক্ষেপে ইন্দ্রের সাহায্য লইয়া তবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তবে সেই আর্য্যদিগকে সভ্য এবং অনার্য্যদিগকে অসভ্য বলা হয় কেন ?

তুমি বলিবে, তাহারা নিজেদের স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করে, শিশুহত্যা-পাপে তাহারা কলুষিত, সজাতিকে স্বহস্তে সংহার করিয়া সহাস্যমুখে তাহাদের রক্তমাংস গলাধঃকরণ করিয়া থাকে ; তাহাদের পাপের ইয়ত্তা নাই, দুরিত-দুষ্ক্রিয়ার সীমা করা যায় না। বলিতে কি পশুগণও সেই সকল দুষ্কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত উত্তর কি ?

সকলেই জানেন, স্পেনবাসিগণ আমেরিকা জয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে বর্ব্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছিল ; কিন্তু যাঁহারা আমেরিকার তাৎকালিক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, বিজিত মার্কিণদিগের সভ্যতা জেতা স্পেনিয়ার্ডদিগের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন, "পাশ্চাত্য দেশ হইতে যাইয়া যাহারা সর্ব্বপ্রথম ভারত আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহারা ভারতের দিগম্বর ব্রাহ্মণদিগকে অসভ্য বলিয়া অহমিকায় স্ফীত হইয়াছিল। কিন্তু বল দেখি, সেই সকল অসভ্য ব্রাহ্মণের চরণতলে শত শত বৎসর উপবেশনপূর্ব্বক

অধ্যয়ন করিলে সেই সভ্যতাভিমানী মহাপুরুষগণ কি তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের কণামাত্র অধিগত করিতে পারিতেন? পাশ্চাত্য জেতাদিগের চক্ষে আজিকার জুলু ও নিউজিলাণ্ডার অসভ্য বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দিনকার এক সামান্য জুলুর নিকট কোন দৃপ্ত ইংরাজ বিশপের মস্তক অবনত হইয়াছিল। ইংরাজের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিতা ও মৈরীর কবিতা তুলনায় সমালোচনা করিলে উভয়ের তারতম্য কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম হয় না। ফল কথা, সভ্য ও অসভ্য এই দুইটী পদই নিতান্ত অসম্বন্ধ[১৬]।"

আজি জগতে যাহারা অসভ্য বলিয়া ঘৃণিত, হইতে পারে, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, হয়ত অঙ্কশাস্ত্রে বা দর্শনবিজ্ঞানে তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই; সেইজন্যই আমরা তাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করি, কারণ আমাদের বিশ্বাস—লেখাপড়া ও অঙ্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাই সভ্যতার প্রধান মানদণ্ড। আরও তুমি বলিবে, তাহার অশন, বসন বা বাসভবন—সকলই কদর্য্য, ন্যক্কারজনক, জঘন্য। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পশুর সহিত তাহার কোন অংশেই তুলনা হইতে পারে না। তাহার প্রকৃত আচার-ব্যবহার বিশ্লেষিত করিলে, তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিলে দেখা যাইবে, সাধুতা ও সারল্য মন্দাকিনীর ন্যায় তাহার প্রত্যেক ধমনী, শিরা ও স্রোতঃসমুদায়ে নিত্য বহমান; নিজ কর্ত্তব্যের সমাধানে সে ভগবৎ-প্রীতির প্রকৃত

১৬। *Maxmuler's Savage. The Nineteenth Century.* January, 1885.

The Primitive Family, pp. 1—15.

অধিকারী হইতে পারিয়াছে, এই মধুর বিশ্বাসের প্রীণন ও আপ্যায়নে সে নিত্য সন্তৃপ্ত। নিশ্চয় জানিও কাপট্যের ক্রকচ-পটাবরণে তাহার অন্তঃকরণ শতধা বিপাটিত নহে। তবে তাহাকে অসভ্য বলিবে কেন?

তবে সভ্যতার প্রকৃত নির্ব্বচন কি? কোন্ কোন্ বস্তু সভ্যতার প্রধান উপাদান? কোন্ কোন্ গুণ সভ্যতার মূল মানদণ্ড? এক কথায়—সভ্যতা কি? বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম বয়সে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তির ভীষণ ভ্রূভঙ্গে আমাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা—সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমরা পাশ্চাত্য ভাবেই বিভোর হইয়া রহিয়াছি; সেই ভাবেই চিন্তা করিতেছি; সেই ভাবের বিভ্রম-বিলাসেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমাদের ভাষাও পাশ্চাত্য ভাষার অনুকরণে কল্পিত হইতেছে;—এক কথায় আমরা সর্ব্বতোভাবে Westernised—Europeanised হইয়া পড়িয়াছি। সেই প্রতীচীভবনের ফলরূপেই "সভ্যতা" কথার সৃষ্টি। নতুবা এ পদ অসভ্য ব্রাহ্মণজাতির সংস্কৃত অভিধানে স্থান পায় নাই।

সভ্য।—সংস্কৃত শাস্ত্রে সভ্যতা শব্দ পাই না, কিন্তু সভ্য বিরল নহে। অমরকোষে সভ্য শব্দের এই ছয়টী পর্য্যায় পাওয়া যায়:—

"মহাকুল কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ।"

মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু। এই ছয়টী শব্দের প্রত্যেকের ধাত্বর্থ বিশ্লেষিত করিয়া ধর্ম্মাদির আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বিপুল হইয়া পড়িবে; সেইজন্য তন্মধ্য হইতে কেবল আর্য্য, সভ্য ও সাধু এই শব্দত্রয় আলোচিত

হইবে। তাহা হইলেই অবশিষ্ট তিনটী শব্দেরও সেই সঙ্গে সমালোচনা হইয়া সকলের সমবায়ে প্রকৃত অর্থ অধিগত হইবে। ঋগ্বেদে আমরা ৩৪ স্থলে আর্য্য ও ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাই। তন্মধ্য হইতে তিনটি ঋক্ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু……। "
মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ।" ১—১৩০—৮।

ভাষ্য।—অয়মিন্দ্রঃ সমৎসু রণেষু প্রহারনিমিত্তেষু যজমানং যষ্টারং আর্য্যামরণীয়ং সর্ব্বৈগন্তব্যং প্রাবৎ রক্ষতি। কিঞ্চ শতমূতিঃ স্বভক্তেষ্বপরিমিতরক্ষণ ইন্দ্রো বিশ্বেষু (লিঙ্গ-ব্যত্যয়ঃ) আজিষু সর্ব্বেষু স্পর্দ্ধানিমিত্তেষু সংগ্রামেষু যজমানং প্রাবৎ। অয়মিন্দ্রো মনবে মনুষ্যায় (বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ) মনুষ্যাণামর্থায়াব্রতান্ ব্রতমিতি কর্ম্মনাম তদ্রহিতান্ যাগবিদ্বেষিণঃ শাসৎ শিক্ষিতবান্ হিংসিতবান্ (শাসের্লেট্যড়াগমঃ) তথা কৃষ্ণাং ত্বচং কৃষ্ণনাম্নোঽসুরস্য কৃষ্ণবর্ণাং ত্বচমুৎকৃত্যারন্ধয়ৎ হিংসিতবান্ (রধ হিংসায়াম্)।

উক্ত প্রথম মণ্ডলেরই ১১৭ সূক্তে ২১ ঋকে "আর্য্যায়" পদের প্রয়োগ দেখা যায় :—

"যবং বৃকেনাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা।
অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়।"
১—১১৭—২১।

ভাষ্য।—আর্য্যায় বিদুষে। মনুষ শব্দো মনুশব্দ-পর্য্যায়ঃ। মনুষায় মনবে মনোরর্থং হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ বৃকেণ লাঙ্গলেন কর্ষকৈঃ কৃষ্টদেশে যবং যবাদ্যুপলক্ষিতং সর্ব্বং ধান্যমাত্রং বপন্তা বপয়ন্তৌ। তথেকং। অন্ননামৈতৎ। তৎকারণভূতং বৃষ্ট্যুদকং চ দুহন্তা

মেঘাৎ ক্ষারয়ন্তৌ। তথা দস্যুমুপক্ষয়কারিণমসুরং পিশাচাদিকং বকুরেণ। বকুরো নাম ভাসমানোবজ্রঃ। তেনাভিমন্তা। ধমতির্বধকর্ম্মা। অভিভবন্তৌ। এবং ত্রিবিধং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তৌ যুবামুরু বিস্তীর্ণং জ্যোতিঃ স্বকীয়ং তেজো মাহাত্ম্যং চক্রথুঃ। কৃতবন্তৌ দর্শিতবন্তাবিত্যর্থঃ। যদ্বা ত্রিবিধকর্ম্মাচরণেনার্য্যায় বিদুষে মনবে বিস্তীর্ণং সূর্য্যাখ্যং জ্যোতিশ্চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ। জীবন্ হি সূর্য্যং পশ্যতি। তদ্ধেতু ভূতানি ত্রীণি কর্ম্মাণি যুবাভ্যাং কৃতানীতি ভাবঃ। অত্র নিরুক্তং বকুরো ভাস্করো ভয়ঙ্করো ভাসমানো দ্রবতীতি বা। যবমিব বৃকেণাশ্বিনৌ নিবপন্তৌ। বৃকো লাঙ্গলং ভবতি বিকর্ত্তনাদিত্যাদিকম্মমনুসন্ধেয়ং (নিং ৬।২৬।) মনুষায় মনেরৌণাদিক উষন্ প্রত্যয়ঃ।

"স জাতুভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্বি দাসীঃ।
বিদ্বান্বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্যং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র।"
১—১০৩—৩।

ভাষ্য।—জাতুভর্ম্মা। জাতু ইত্যশনিমাচক্ষতে। ভর্ম্মায়ুধং। অশনিরূপমায়ুধং যস্য স তথোক্তঃ। যদ্বা। জাতানাং প্রজানাং ভর্ত্তা। ওজ ওজসা বলেন নিষ্পাদ্যং কার্য্যং শ্রদ্দধানঃ। আদরাতিশয়েন কাময়মানঃ। এবম্ভূতঃ স ইন্দ্রো দাসীর্দস্যু সংবন্ধীনি পুরঃ পুরাণি বিভিন্দন্ বিনাশয়ন্ ব্যচরৎ। বিবিধমগচ্ছৎ। হে বজ্রিন্বজ্রবন্নিন্দ্র বিদ্বান্ স্তুতীর্বিজানংস্ত্বমস্য স্তোতুর্দস্যব উপক্ষয়কারিণে শত্রবে হেতিমায়ুধং বিসৃজেতি শেষঃ। অপিচ হে ইন্দ্র আর্য্যং সহঃ আর্য্যা বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ। তদীয়ং বলং বৰ্দ্ধয়। অতি বৃদ্ধং কুরু। তথা দ্যুম্নং তদীয়ং যশশ্চ প্রবৰ্দ্ধয়। জাতুভর্ম্মা। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণস্য সর্ব্বোপাধি ব্যভিচারার্থত্বাৎকেবলাদপি ড

প্রত্যয়ঃ। জাংস্তুর্বতীতি জাতুঃ। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। কিপিরাল্লোপ ইতি বলোপঃ। ভ্রিয়ত ইতি ভর্ম। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। জাতুভর্ম যস্য। ছান্দসো রেফলোপঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরত্বং। পক্ষান্তরে তু জনের্নিষ্ঠা। জনসনখনামিত্যাত্বং। জাতং সর্বং ভর্ম ভর্ত্তব্যং যেন। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। বর্ণ-ব্যাপত্ত্যাকারস্য চোকারঃ।

উপরে যে তিনটী ঋক্ সায়ণভাষ্যসহ উদ্ধৃত হইল, তন্মধ্যে তিনটী আর্য্য শব্দ বিভক্তিভেদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে উক্ত তিনটী আর্য্যশব্দের প্রায় একই অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে;— সেই অর্থ বিদ্বান্ স্তোতা। তিনি পরম আস্তিক, পরোপকারী, যাজ্ঞিক সুতরাং সভ্য ও সাধু। এই সভ্যের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মই সভ্যতা; তাহা সাধুসম্মত ও সজ্জন-সমাদৃত। তাঁহাদিগের সেই আচার-ব্যবহারই ধর্ম্মের প্রমাণ। ভগবান্ মনু ধর্ম্মের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন :—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ২। ৬।

অখিল বেদ, বেদবেত্তা মন্বাদির স্মৃতি ও তাঁহাদিগের ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সৌম্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল, এবং সাধু-দিগের সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই সমুদায়ই ধর্ম্মের প্রমাণ।

মহর্ষি হারীত উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার শীল নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্যং, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্বং, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশবিধং শীলম্।" যে ধর্ম্ম এত উদার ও

মহোচ্চগুণসম্পন্ন, সেই ধর্ম্মই সভ্যতার পরিমাপক ; সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়বে সর্ব্বতোভাবে জগতের যে সমাজে বর্ত্তমান,সেই সমাজই সভ্য।

এক্ষণে সভ্য কথার আলোচনা আবশ্যক। বেদে আমরা সভ্য কথা দেখিতে পাই না, সভেয় শব্দ দেখিতে পাই ; তাহাও ঋগ্বেদে কেবল দুই স্থলে দেখা যায়। এস্থলে সেই দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত হইল :—

উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বংতি বহ্নয়ঃ
সভেয়ো বিপ্রো ভরতে মতী ধনা।
বীলুদ্বেষা অনুবশ ঋণমাদদিঃ
স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২। ২৪। ১৩।

ভাষ্য। উত অপি চ আশিষ্ঠা আশুতরাঃ শীঘ্রগামিনী বহ্নয়ঃ। অশ্বনামৈতৎ। বোঢ়ারো ব্রহ্মণস্পতেরশ্বা অনু শৃণ্বংতি। অস্মাভিঃ কৃতং স্তোত্রমনুক্রমেণ শৃণ্বংতি। যদ্বা ব্রহ্মণস্পতিনা কৃতমনুশাসনং শৃণ্বংতি। অতস্তে তমস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রাপয়ন্ত্বিতি শেষঃ। সভেয়ঃ সভায়াং সাধুঃ। ঢশ্ছন্দসীতি ঢঃ। বিপ্রো মেধাবী অধ্বর্য্যুর্হোতা বা মতী মত্যা মননীয়েন স্তোত্রেণ। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্ব সবর্ণ দীর্ঘঃ। ধনা হবির্লক্ষণানি ধনানি তস্মৈ ব্রহ্মণস্পতয়ে ভরতে। বিভর্ত্তি। সম্পাদয়তীতি যাবৎ। যদ্বা স্তোত্রেণ ধনানি ভরতে। বিভর্ত্তি পোষয়তি। অতো বীলুদ্বেষাঃ বীলূন্ দৃঢ়ান্ প্রবলান্ রাক্ষসাদীন্ দ্বেষ্টীতি তাদৃশো ব্রহ্মণস্পতির্বশায়া গোঃ। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক্। ঋত্যক ইতি প্রকৃতিভাবঃ। ঋণমস্মাভির্যজ্ঞভিঃ প্রদেয়মবদানাত্মকমনুক্রমেণাদদিরাদাতা ভবত্বিতি শেষঃ। অবদানস্য ঋণত্বং চ তৈত্তিরীয়ে ত্রিভির্ঋণ বা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্য ইত্যাদিনা স্পষ্টমাম্নাতং। যদ্বা অনুরাগুণ্যে বশা বশস্য কামস্যাভিলাষ-

স্যানুগুণমাদাতা ভবত্বিতি যোজ্যং। হশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। স খলু ব্রহ্মণস্পতিঃ সমিথে। সংযন্তি সঙ্গচ্ছন্তেঽস্মিন্নাহুতির্ভি দেবাঃ ইতি সমিথো যজ্ঞঃ। তস্মিন্বাজী অন্নবান্। তস্মাদ্ধবিষ আদাতা ভবত্বিত্যর্থঃ।

অপর ঋক্—

সোমো ধেনুং সোমো অর্বংতমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ।

১।৯১।২০

ভাষ্য। যো যজমানো দদাশৎ। সোমায় হবির্লক্ষণান্যন্নানি দদাৎ। তস্মৈ যজমানায় সোমো ধেনুং সবৎস্যাং দোগ্ধ্রীং গাং দদাতি। তথাশুং শীঘ্রগামিনং অর্বন্তমশ্বং দদাতি। প্রযচ্ছতি। তথা বীরং পুত্রমস্মৈ যজমানায় দদাতি। কীদৃশং পুত্রং। কর্মণ্যং। লৌকিককর্মসু কুশলং। সাদন্যং সদনং গৃহং। তদর্হং। গৃহ-কার্য্যকুশলমিত্যর্থঃ। বিদথ্যং। বিদংত্যেষু দেবানিতি বিদথা যজ্ঞাঃ। তদর্হং। দর্শপূর্ণমাসাদিযাগানুষ্ঠানপরমিত্যর্থঃ সভেয়ং সভায়াং সাধুং সকলশাস্ত্রাভিজ্ঞমিত্যর্থঃ। পিতৃশ্রবণং। পিতা শ্রূয়তে প্রথ্যায়তে যেন পুত্রেণ তাদৃশং। কর্মণ্যং কর্মসু সাধুঃ কর্মণ্যঃ। তত্র সাধুরিতি যৎ। যে চাভাবকর্মণোরিতি প্রকৃতি-ভাবঃ। তিৎস্বরিত এব স্বরিতত্বং। এবমুত্তরত্রাপি যৎ প্রত্যয়ঃ। সভেয়ং ঢশ্ছন্দসি। পা ৪।৪।১০৬ ইতি তত্র সাধুরিত্যর্থে ঢ প্রত্যয়। দদাশৎ। দাশৃ দানে লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ॥

উদ্ধৃত দুইটী ঋকেই সভেয় অর্থে সভায়াং সাধুঃ অর্থাৎ সকল-

শাস্ত্রজ্ঞ ; ইহাই সায়ণসম্মত। সভ্য শব্দেরও অর্থ সভায়াং সাধুঃ ; সুতরাং সভেয় ও সভ্য উভয় শব্দেরই এক ধাতু ও একই অর্থ। যিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও পিতৃশ্রবণ অর্থাৎ পিতার যশোরাশি যে পুত্র দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, যিনি মনুষ্য ও দেবতা সকলেরই প্রীতিবর্দ্ধক, ঈদৃশ পুত্রই সভ্য এবং তাঁহারই আচার সভ্যতা।

নির্ব্বচন।—বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদির অনুমোদিত যে সামাজিক অবস্থা—ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্তৃতা, সৌম্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ শীলের আধার, সাধুগণের সদাচার যাহার জীবনস্বরূপ, এবং যাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্ববিষয়ে সকল মনুষ্যের ও ইতর প্রাণি-বর্গেরও চরম সুখবিধান করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা মোক্ষের পথে লইয়া যায় ; তাহাই সভ্যতা।

আর্য্যহিন্দু ভিন্ন জগতের অপর কোন জাতিই এই অনুপম সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই ; সেই জন্য তাহাদিগের অস্তিত্ব অনেকদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের যে অবস্থা আজি কালি উচ্চ সভ্যতা বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে, তাহা যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার পরিণতি সুদূরপরাহত। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল এখনও শ্লথ কঙ্কালমালার সমষ্টিমাত্র। জড় জগতের দুইচারিটী ক্রিয়া হইতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছে ; সুতরাং তাহা জড় প্রকৃতির অভিব্যক্তি মাত্র।

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদি মহা মহা সমাজতত্ত্ববিৎ পরিণত প্রাজ্ঞগণের বহুসহস্রবর্ষব্যাপী ধ্যান, অনুশীলন ও ভূয়োদর্শনের ফল ; এই অনুপম ফলের অসীম প্রভাবে প্রাচীন আর্য্যসমাজ যে অবস্থায় উপ-নীত হইয়াছিল, এখন তাহার ক্ষীণ ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কিন্তু সেই ছায়ারই এমন সঞ্জীবনী শক্তি যে, বহুশতাব্দীর জরাজীর্ণ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে এখনও জীবিত রাখিয়াছে। সেই প্রাচীন সভ্যতাই বিদ্যমান প্রবন্ধে আমাদের প্রথম আলোচ্য।

সেই প্রাচীন সভ্যতা যে ভারতের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোথায়ও প্রকাশ পায় নাই, মনুসংহিতার নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে :—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ২। ১৭।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ২। ১৮।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ২। ১৯।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২। ২০।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২। ২১।
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২। ২২।
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপর॥ ২। ২৩।
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥ ২। ২৪।

উপরে যে আটটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তৎসমুদায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত,

ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত এই প্রদেশচতুষ্টয়ের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণসার মৃগগণ যে দেশে স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে, সেই দেশও যজ্ঞীয় দেশরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি-দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক আপনাদের উপযুক্ত আচারব্যবহার শিক্ষা করিবে। দ্বিজগণ এতদ্ভিন্ন অন্য দেশে উৎপন্ন হইয়াও যত্নসহকারে এই সকল পবিত্র দেশ আশ্রয় করিবেন; কিন্তু শূদ্রগণ স্ব স্ব জীবিকার নিমিত্ত যে কোন দেশে বাস করিতে পারিবে।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র প্রদেশ সমুদায়ে যে সকল আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তৎসমস্তই প্রকৃত সভ্যতার প্রকৃত উপাদান। এই সভ্যতাই আদর্শ। তদ্ব্যতীত জগতের অন্য কোন দেশে সেই আদর্শ সভ্যতার উদ্ভব হয় নাই,—হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই অনুপম আদর্শ সভ্যতার এমনই একটী অক্ষয়, অব্যয়, চিরসঞ্জীবনী শক্তি আছে যে, যে দেশকে ইহা একবার আশ্রয় করিবে, সে দেশের ক্ষয়, ব্যয় বা ধ্বংস কিছুতেই হইবে না। এই স্থলে মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, আসিরিয়া, পেরু ও বলিভিয়া প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যসমূহের কথা বলা যাইতে পারে। এই সকল দেশ এক সময়ে এক প্রকার সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সভ্যতা বিশুদ্ধ, আদর্শ বা আর্য্যসভ্যতা নহে, সেইজন্য তাহার আশ্রয়ভূমিসকল পূর্ব্বগৌরব ও মহিমা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছে, সেইজন্য সেই সভ্যতা যে সকল পুরাতন সমাজে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই সকল সমাজ লোকলোচন হইতে

অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যসমাজ ও সভ্যতা ঐ সকল দেশের অভ্যুদয়ের বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে উদিত হইলেও এবং নানা অনার্য্যসমাজের সহিত কঠোর সঙ্ঘর্ষে ঘোরতর আহত হইলেও এখনও যে, নিতান্ত ক্ষীণ কলেবরে বা ছায়ারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কেবল ঐ অনুপম আদর্শ আর্য্য-সভ্যতার অতুল শক্তিপ্রভাবে।

বিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—

অতঃ সংপ্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে॥ ২। ৩। ৪
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥ ২। ৩। ৫

লোকে এই স্থান হইতে স্বর্গ ও এই স্থান হইতেই মুক্তি লাভ করে এবং এই স্থান হইতেই নরকে বা তির্য্যক্‌যোনিতে গমন করিয়া থাকে। এই স্থান হইতেই সকলে স্বর্গলোক, এই স্থান হইতে মোক্ষপদ, এই স্থান হইতে মধ্যম লোক, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং এই স্থান হইতে অন্ত অর্থাৎ পাতাললোক প্রাপ্ত হয়, কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাপপুণ্যবিধায়ক যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই।

পুনশ্চ অন্যত্র বলিতেছেন,—

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে!
যতোহি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥ ২। ৩। ২২।
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম!
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥ ২৩।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥ ২৪
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত-তৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥ ২৫
জানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥ ২৬।

হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ দেখা যায়; অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই। পরলোকে সদ্গতি-লাভের নিমিত্ত এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাগশীল ব্যক্তিরা যজ্ঞ করেন এবং এই স্থানেই লোকে আদরপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপবাসিগণ যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞময় বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সর্ব্বদা যাগানুষ্ঠান করেন, অন্য দ্বীপে এরূপ নাই। হে মহর্ষে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্যান্য সমুদায় স্থান ভোগ-ভূমি। প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে। এবিষয়ে দেবগণ এই গাথা গান করেন,—“ভারতের

অধিবাসিগণ দেবতাদিগেরও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারত স্বর্গ ও অপবর্গ-লাভের আস্পদ। নির্ম্মল, নিষ্পাপ লোকে এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ফলকামনাবিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা পরমাত্মস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়েন। আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিব। কারণ যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া ভারতে জন্মলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য।"

উপরি-উদ্ধৃত কতিপয় শ্লোকেও জগতের অপর সকল দেশের উপর ভারতের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রাধান্যের মূল কারণ—কর্ম্ম। ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, ভারত ভিন্ন অপর সমস্ত দেশ ভোগভূমি। কর্ম্ম লইয়াই মনুষ্যত্ব, কর্ম্ম লইয়াই দেবত্ব। কিন্তু দেবগণও কর্ম্মের জন্য কর্ম্মভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত লালায়িত; সুতরাং কর্ম্মদ্বারা দেবত্বের উপরেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়। সেই কর্ম্ম কি? তাহার প্রকৃতি কি? এস্থলে এক কথায় তাহাই বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে তাহার বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইবে। কর্ম্ম ধর্ম্মের নামান্তর। যে কর্ম্মদ্বারা শুভ অদৃষ্ট জন্মে, শাস্ত্রে তাহাই ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই কর্ম্মের ফলই সভ্যতা।

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের অন্য কোন দেশে কি তবে সভ্যতা প্রকাশ পায় নাই? মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, চাল্‌ডিয়া, মিডিয়া, ফিনিশিয়া, চীন,

মেক্‌সিকো ও পেরু প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশ সভ্যতার লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই সকল দেশের সভ্যতা কি তবে প্রকৃত সভ্যতা নহে? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের সভ্যতার লক্ষণ কি?

একখানি ইংরাজী বিশ্বকোষে ইহার যে নির্ব্বচন গৃহীত হইয়াছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"—the contiunal advancement of the society in wealth and prosperity, and the improvement of the man in his individual capacity[১৭]" অর্থাৎ সমাজের অবিরাম ধন ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধি এবং মানবমাত্রের ব্যক্তিগত উন্নতি।

দুইটী অবস্থারই যুগপৎ উৎকর্ষ একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। সমাজ একধর্ম্মী মানবগণের নির্ব্যূঢ় সমষ্টি; সুতরাং মানবমাত্র সমাজের এক একটী অঙ্গ; অতএব একটীর অভাবে অপরটীর উন্মেষ বা পরিপোষণ হইতে পারে না; অর্থাৎ ব্যক্তিগত উন্নতি না হইলে সমাজ বা জাতিগত শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। উক্ত ব্যাখ্যা অধিকতর বিশদ করিবার নিমিত্ত উক্ত কোষ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জাতীয় ধনবৃদ্ধির সঙ্গে যদি সমাজস্থ ব্যক্তিগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি মিলিত না থাকে, তাহা হইলে সভ্যতার অস্তিত্ব সুদূর-

---

১৭। The Penny Cyclopædia Vol VII. p. 225.
Encyclopædia Britannica Vol II, p. 120.

পরাহত হইয়া পড়ে, এবং যদিও কখন সম্ভবপর হয়, স্থায়িত্বসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ঘটিয়া থাকে। অতএব শিল্পবাণিজ্যাদির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ সম্মিলিত থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ এই দুইটীর মিলিত প্রভাবই বিশ্বে সভ্যতাসৃষ্টির প্রধান যন্ত্র। শিল্প ও বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সহ দেশের বা সমাজের ধনবৃদ্ধি এবং নীতি ও বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির সহিত মনুষ্যত্বের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই মনুষ্যত্ব কি? কোন্ কোন্ উপাদান লইয়া ইহা গঠিত?

নীতি ও দর্শন শাস্ত্রে "মনুষ্যত্ব" সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা আছে, —ইতিহাসেও এই শব্দ সম্যক্‌রূপে আলোচিত দেখা যায়। আমরা এস্থলে ইতিহাসেরই ব্যাখ্যা আশ্রয় করিব। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতবর গিজো বলেন, "উন্নতি ও বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি এই দুইটী ভাব লইয়াই সভ্যতা গঠিত।" কিন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, "এই উন্নতি কি? বিকাশ কি?"[১৮] এই খানেই বিষম গোলযোগের সূত্রপাত।

কিন্তু মনুষ্যত্ব শব্দটীর ব্যুৎপত্তি লইয়া বিচার করিলে ইহার তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহাতে এই বুঝা যায় যে, মনুষ্যজীবনের সম্পূর্ণতা, সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধের উন্নতি। মানবগণের সামাজিক সম্বন্ধসমূহ এইরূপে উন্নত বা পরিস্ফূরিত হইলে, এবং কার্য্যপটুতার

১৮। "Progress and development appear to me the fundamental ideas contained in the word civilization." Guizot's *General History of Civilization in Europe*, p. 29.

প্রভাবে তৎসমুদায় সম্বন্ধের উৎকর্ষ সাধিত হইলে, এককথায় সমাজ-যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই কি সভ্যতার সৃষ্টি হইল? একপক্ষে সমাজের শক্তি ও সুখসাধনের উপায়সকলের পরিবৃদ্ধি-সাধন, পক্ষান্তরে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সেই বর্দ্ধমান শক্তি ও সুখের ন্যায়ানুগত পরিবণ্টন।

কিন্তু এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—মানবসমাজের শক্তি ও সুখসাধনের সমস্ত উপায় বিকাশ পাইলেই কি তাহাকে সভ্যতা বলা যাইবে? ইহাই কি সভ্যতার উপযুক্ত নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ?

পণ্ডিতবর গিজো নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরস্থলে বলিয়াছেন, "মানবীয় ভবিতব্যতার এই সঙ্কীর্ণ নির্ব্বচন মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা কখনই আদৃত হইতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যাইবে যে, মানব-সমাজের শক্তি ও সুখসাধনের সমস্ত উপায়ের বিকাশ ব্যতীত সভ্যতা শব্দে আরও কিছু অন্তর্নিহিত আছে।" অনন্তর তিনি ছুইটী দেশের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়া বলিয়াছেন:—একবার রোমের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর,—যখন তাহার সাধারণতন্ত্রের উজ্জ্বলতম কাল,—দ্বিতীয় পিউনিক সমরের অবসান হইয়াছে,—যখন রোম সগৌরবে বিশ্বের সাম্রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পুণ্যের পাবন-ধর্ম্ম তখন সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নত, ইহার সমাজ প্রত্যক্ষ উন্নতিপথে ধাবমান। আবার যখন অগষ্টস্ রোমের অধীশ্বর, সেই সময়কার রোমের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। তখন রোমের অবনতির সূচনামাত্র;—ইহার সামাজিক উন্নতির খরতর বেগ নিরুদ্ধ; ছুর্নীতি ও ছুরিতরাশির প্রাছুর্ভাব আসন্নপ্রায়। এই ছুইটী চিত্র

দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া বল, রোমের কোন্ অবস্থাটী সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুকূল? তুমি হয়ত বলিবে, প্রথমোক্ত অবস্থা। কিন্তু সাধারণ মতধ্বনি ঠিক তোমার বিপরীত। তাঁহারা বলেন, ফাব্রিশিয়স্ ও সিন্সিনেটসের রোম অপেক্ষা অগষ্টসের রোম অধিকতর সভ্য।১৯

ভাল, এইবার ফ্রান্সের বিষয় আলোচনা করা যাউক; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স। সামাজিক কল্যাণ সমভাবে সমাজস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই অধিগত কি না, একবার বিচার করিয়া দেখ;—দেখিবে উক্ত বিষয়ে ফ্রান্স তদানীন্তন ইংলণ্ড ও হলাণ্ড প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে হীন। বোধ হয়, ইংলণ্ড ও হলাণ্ডের সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত এবং সামাজিক সুখসৌকর্য্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেক পরিমাণে সমভাবে পরিবণ্টিত। কিন্তু সাধারণ মতধ্বনি কি? সকলেরই ধারণা ও অভিমতি এই যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স য়ুরোপের তদানীন্তন আর সকল দেশ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য। এই মতবাদ য়ুরোপের ইতিহাসে জ্বলদক্ষরে লিখিত আছে।২০

উক্তরূপ দৃষ্টান্ত ভূরিপরিমাণে প্রদর্শিত হইতে পারে;—তবে ইহার প্রকৃত অর্থ কি? সামাজিক অবস্থা এত উচ্চ, এত উন্নত, তাহার চিত্র এত মনোজ্ঞ; কিন্তু তৎসম্বন্ধে লোকের ধারণা অন্যরূপ কেন? ভাল দেখা যাউক, সমাজের বাহ্য চাক্‌চিক্য ভেদ করিয়া একবার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর; আর একটী অভিনব দৃশ্য দেখিতে

১৯। Guizot's *Civilization in Europe*, p. 29,

২০। Ibid, p. 30,

পাইবে—দেখিবে, ব্যক্তিগত উন্নতি; তাহাদের হৃদয়ের উৎকর্ষ, তাহাদের মানসিক শক্তি, ভাবনা ও ধারণার উৎকর্ষ; সেই সঙ্গে তাহার নিজের মনুষ্যত্বের বিকাশ। অন্য দেশের সমাজ অপেক্ষা বর্ণিত সমাজ অধিকতর অসম্পূর্ণ হইলেও ইহার মনুষ্যত্ব স্ফুটতর মহিমা ও শক্তিসামর্থ্যের সহিত দেদীপ্যমান; সেইজন্য ইহার সভ্যতা অধিকতর গৌরবান্বিত। হয়ত এখনও সমাজের অনেক বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে, কিন্তু নীতি ও বিদ্যার রাজ্যে বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অগণ্য মানবের স্বত্ব এখনও আয়ত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য মহামনা আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছেন। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উচ্চগৌরবে বিকাশিত। জগতের যে কোন সমাজে উক্তরূপ প্রদীপ্ত চিত্র মানবের নয়নগোচর হয়, যেখানে মানবের গৌরবগরিমা ও মহিমা দেখিয়া মানবমন উল্লসিত হয়, সেই খানেই মানব সভ্যতার হেম-মুকুট স্থাপন করিয়া থাকে।

অতএব প্রধানতঃ দুইটী অবস্থা প্রতীত হইতেছে;—সামাজিক উৎকর্ষ ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ; অর্থাৎ সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সহিত মনুষ্যত্বের উন্নতি। ইহাই সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। যে সমাজে উক্ত দুইটী চিত্র পরিস্ফুট হয়, তাহাই সভ্য-সমাজ।

পণ্ডিতবর গিজোর উক্ত নির্ব্বচন বিশ্লেষিত করিলে তিনটী অবস্থা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সেই তিনটী অবস্থা—সাম্য, শ্রীবৃদ্ধি ও মনুষ্যত্ব। অবশ্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত উপাদান লইয়া জগতের কোন মানবসমাজেই মতভেদ ঘটিতে পারে না। মনুষ্যসমাজের প্রকৃতি-ভেদে সেই সকল উপাদানের সংখ্যা ও প্রকৃতি লইয়া স্থলবিশেষে

বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রকৃত লক্ষণ জগতের সকল সভ্যসমাজে প্রায় একইরূপ। আদৌ সাম্য লইয়াই যত গণ্ডগোল। এক সময়ে সাম্য লইয়া পাশ্চাত্য জগৎ এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছিল। সাম্যের উপাসনা সেই সময়ে য়ুরোপমণ্ডলে অনেক পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু সাম্য বলিলে আমরা কি বুঝি? প্রধানতঃ অবস্থার সাম্যই প্রতীত হইয়া থাকে। সমাজের উচ্চনীচ সকল ব্যক্তির মধ্যে ধনসম্পত্তির সমান পরিবণ্টন; গ্রাম্য, নাগরিক ও সামাজিক অবস্থার সমতা; সমান স্বত্ব ও অধিকারের উপভোগ। ফলকথা, সমাজের কোন স্তরেই কাহারও অবস্থা-বৈষম্য থাকিবে না। সকলেই সমান ধনী, সমান মানী, সুখদুঃখের সমান অধিকারী হইবে; তবে সাম্য প্রতিপন্ন হইবে, এবং সেই অধিকারের অখণ্ডিত সত্তাতেই সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু জগতের কোনও মানবসমাজে কোনও কালেই এইরূপ সাম্যের অখণ্ডিত অনাবিল প্রবাহ দেখা যায় নাই। ধন ও সম্পত্তির সমান পরিবণ্টন ও উপভোগেই যে, সমাজের সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা কথনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির বলবৎ প্রভাবে জগতে জীবের জন্ম চিরকালই অব্যাহত রহিয়াছে। নতুবা ভগবানের সৃষ্টি এতদিন প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সংগ্রাম দ্বারা সময়ে সময়ে তাঁহার ভূভারহরণকার্য্য সম্পন্ন হইলেও সমগ্র জগতের জনসংখ্যা যে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে না।[২১]

২১। *The Elements of Social Science*, pp. 275 – 330.

এই ক্রমিক বৰ্দ্ধমান জনসংখ্যার সংঘর্ষে সাম্যের প্রকৃতি সকল সময়ে সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে ; এবং তাহার অনিবার্য্য ফলরূপে বিপ্লব সংঘটিত হইতে দেখা যায়। জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্লেটো, রবার্ট ওয়েন, সেণ্ট সাইমন, সার টমাস মুর, ফাদার র‍্যাপ প্রভৃতি মহানুভব সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ প্রাণপণে যে মহামহীরূহের রোপণ করিয়াছিলেন, জন হাম্ফে্, নয়েশ, লুই ব্লাঙ্ক, ম্যাল্‌থাস কার্ণেশ প্রভৃতি মহোদয়গণের অজস্র আনুকূল্য-বারিসেচনে যাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া নবকিশলয়জালে সজ্জিত হইয়াছিল, পুষ্পোদ্গম হইতে না হইতেই কালের ভীমপ্রভঞ্জনাঘাতে তাহা উন্মূল হইয়া পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে কমিউনিষ্টগণের জাগ্রৎ স্বপ্ন আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে।২২

আজি কঠোর শ্রমসমস্যা (Labour question) লইয়া পাশ্চাত্য জগতে তুমুল আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। শ্রামিকগণের বিকট ভ্রূভঙ্গে আজি জগতের অনেক রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসন অবিরত কম্পিত হইতেছে। সাম্যের সেইরূপ ভীম ভেরীধ্বনি আর কোথাও শুনা যাইতেছে না। অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রমসমস্যা যে, প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ মথিত ও বিত্রাসিত করিবে, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং সাম্য শব্দটী অলীক

২২। "As long as Communism remained an unexplored region given over to the dreamers of dreams and the seers of visions, it was impossible to prove that, it did not possess all the marvellous perfection they fondly attributed to it."

Ency. Brit. Vol VI. p. 219.

অবাস্তব পদার্থ। তরুণ সমাজতত্ত্বজ্ঞের অপরিণত মস্তিষ্কে ও অসম্বদ্ধ কল্পনাতেই ইহার অস্তিত্ব। কর্ম্মের প্রশস্ত ক্ষেত্রে—এই সুবিশাল বিশ্বসংসারে ইহার সত্তা কখনই সম্ভবপর হয় নাই—হইবে না—হইতে পারে না[২৩]।

২৩। ভারতবর্ষেও এক সময়ে Communism একটু নূতন আকারে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যজমানের আরব্ধ যজ্ঞ অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিলে যজ্ঞাদিক্রিয়াবিহীন বহুপশ্বাদিধনশালী বৈশ্যের অথবা শূদ্রের নিকট হইতে যাচ্ঞায় না পাইলে সেই যজমান বলপূর্ব্বক তদুপযুক্ত ধন সংগ্রহ করিয়া আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন।

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্ম্মিকে সতি রাজনি॥ ১১। ১১
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্দ্রব্যমাহরেদ্যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥ ঐ। ১২
আহরেত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
নহি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ॥ ঐ। ১৩
আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোঽস্য প্রথতে ধর্ম্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥ ঐ। ১৫
খলাৎ ক্ষেত্রাদাগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।
আখ্যাতব্যং তু তত্তস্মৈ পৃচ্ছতে যদি পৃচ্ছতি॥ ঐ। ১৭
ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন।
দস্যুনিষ্ক্রিয়য়োস্তু স্বমজীবন্ হর্ত্তুমর্হতি॥ ঐ। ১৮
যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ॥ ঐ। ১৯
যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অযজ্বনান্তু যদ্বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে॥ ঐ। ২০

একদা শাস্ত্রবিৎ বিদুর পরিণত প্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, "পঞ্চ মহাভূতের তুল্যতা বা সমতা সাধিত হইলেই যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের লয় হইয়া থাকে। যখন তাহাদের পরস্পর বৈষম্য হয়, তখনই প্রাণিগণ দেহবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জগৎ বর্ত্তমান থাকে।"[২৪] জগৎ অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র। প্রত্যেক জীবের স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম জন্মজন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যতদিন না জীবের পরম মোক্ষলাভ ঘটে,ততদিন সকলকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। রুচি, প্রবৃত্তি, আসক্তি ও সামর্থ্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকলাপের সমবেতপ্রভাবে ও সংস্কার বশতঃ ইহ সংসারে মনুষ্যের কর্ম্ম ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই খানেই বৈষম্য।[২৫] জড় ও জঙ্গম জগতের যে কোন স্তরে, যে কোন

ন তস্মিন্ ধারয়েদ্দণ্ডং ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
ক্ষত্রিয়স্য হি বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা॥ ১১। ২১

উপরি-উদ্ধৃত নয়টী শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, যাগযজ্ঞহীন ব্যক্তির ধন অস্বস্ব; যজ্ঞার্থে ঐ ধন হরণ করিলে পাপ নাই, অপরাধও নাই, স্বয়ং ধার্ম্মিক রাজা ঐ ধনাপহারীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। কিন্তু এস্থলে শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে যে, যজ্ঞার্থে যে ধন যাচ্ঞা দ্বারা গৃহীত হইবে, যজমান সেই ধন সমস্তই যদি যজ্ঞে ব্যয় না করে, তবে জন্মান্তরে শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ পাপে শকুনি অথবা কাক হইয়া থাকিবে। তদ্যথা—

যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ॥ ১১। ২৫

২৪। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, পঞ্চম অধ্যায়।

২৫। Another great cause which degrades the sense of liberty and dignity in each individual, is the *adoption of one*

অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই বৈষম্যের চিত্র পরিস্ফুট দেখা যাইবে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও কর্ম্মের অধীন। কর্ম্মফল হইতে কেহই অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন না;—মনুষ্যের কথা ত স্বতন্ত্র। কর্ম্মের বৈষম্যে অবস্থার বৈষম্য। স্বয়ং ভগবান্ই এই বৈষম্যের নিরাকরণে অসমর্থ; মনুষ্য কোন্ ছার!

অধিকার লইয়াই ধর্ম্ম,—অধিকার লইয়াই কর্ম্ম,—অধিকার লইয়াই জীবের জন্মগ্রহণ। ইহ সংসারে অধিকারই মানব-জীবনের প্রধান নিয়ামক। অধিকার প্রাক্তন কর্ম্মের ও সংস্কারের ফল ও অভিব্যক্তি; অধিকার পরলোকের মানদণ্ড। প্রকৃতির অনন্ত রাজ্যে জড় ও জঙ্গম-জগতের স্তরে স্তরে অবস্থার যে বৈষম্য, যে সুস্পষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা অনিবার্য্য,—অবশ্যম্ভাবী। ইহা বিশ্বজনীন নিয়ম;—নিত্য,—শাশ্বত,—অনাদি—অনন্ত। হিন্দুর বিবর্ত্তবাদ ইহার উপরই স্থাপিত; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের ক্রমোন্মেষবাদ ইহার

---

standard of moral excellence for all men. The character of Christ is taken as the perfection of all virtue, and men are exhorted to imitate this, no matter what their peculiar moral perfection may be. By this every other kind of character is degraded, and its liberty of self-development interfered with. * * * Every individual differs naturally from all others, and therefore every one has naturally a different standard of excellence, to which he is fitted to attain ——"

The Elements of Social Science, pp. 414—416.

একাংশ লইয়া পরিপুষ্ট। কিন্তু ইহার প্রধান নিয়ন্তা কি ?—অধিকার নহে,—কর্ম্ম। কর্ম্ম লইয়াই জগৎ; কর্ম্মেরই উপর সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। অধিকার-অনুসারে মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মের প্রকৃতি-বিকাশ। ফল কথা, কর্ম্ম আদি ও স্বাভাবিক, অধিকার কর্ম্মের প্রভাব-ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট। কেহ কেহ বলেন, কিন্তু পরে এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়;—অর্থাৎ আর্য্য হিন্দুর সমাজ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মই অধিকারের নিয়ামক ছিল। তখন বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম কিছুই বিধিবদ্ধ হয় নাই; তখন যে যেরূপ কর্ম্ম করিত, তাহার তদনুরূপ অধিকার জন্মিত। কিন্তু যখন সমাজ সর্ব্বাবয়বে সংগঠিত হইল এবং বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম কঠোর বিধিব্যবস্থার অধীন হওয়াতে আভিজাত্যাদি কুলপরম্পরানুগত পৈতৃক স্বত্বরূপে সংক্রামিত হইতে থাকিল, তখন অধিকার কর্ম্মের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইল। এ কথা কতদূর প্রমাণসিদ্ধ, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ফিজি ও পলিনেশিয়ার ধর্ম্মের পার্থক্য কেন? কেন এক দেশের অধিবাসিগণ ছায়াকে ঈশ্বর ভাবিয়া তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় এবং অপরদেশবাসী মানবগণ উল্কাপাত দেখিলেই দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে?[২৬] কেহ কি ইহার বৈজ্ঞানিক

২৬। *History of Mankind* Vol I. PP. 200-230.

Story of Man P 75.

"We are told that we may observe a very primitive state of religion among the people of Fiji. They regard the shooting-stars as gods.

Max Muller's "*Origin and Growth of Religion*" PP. 86—90.

ব্যাখ্যা করিতে পারেন? যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হউন না কেন, অনুমানের সাহায্যে তাঁহাকে এই রহস্যের উদ্ভেদে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টা যে সকল স্থলেই সফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? উভয় জাতিই অসভ্য বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে; তবে তাহাদের ধর্ম্মের সে পার্থক্য কেন? যাহাদিগের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদিগের মতভেদ কিরূপে উদ্ভূত হইল? ভাল, অসভ্য জাতির কথা ছাড়িয়া সভ্য লইয়াই বিচার করিয়া দেখ। যাঁহারা আমাদিগের সহিত একবংশসম্ভূত আর্য্য বলিয়া সগৌরবে আত্মপরিচয় প্রদান করেন; অদৃষ্টস্রোতে ভাসমান হইয়া যাঁহারা আজি আমাদিগের হইতে সকল বিষয়েই বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের প্রাচীনধর্ম্ম তবে আমাদিগের ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন ছিল কেন? সেই ওডেন ও থর; সেই জুপিটর ও জুনো, সেই অসিরিস্ ও আইসিস্ আমাদিগের কোন কোন দেবতার সদৃশ, অথবা প্রতিরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্য-কল্পনা প্রায় সম্পূর্ণই কষ্টকল্পিত। নাম, ধাতু, প্রকৃতি, অথবা প্রতিকৃতিতে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও মূলে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যে কারণে ফিজিয়ান ও পলিনেশিয়ানে, অথবা বেনিন নিগ্রো ও অন্যান্য নিগ্রোতে প্রভেদ, যে কারণে আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম ও প্রাচীন জর্ম্মণ বা প্রাচীন গ্রীকধর্ম্মে পার্থক্য, সেই কারণেই হিন্দুর বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের তারতম্য। শ্রীরাম ও শূদ্রতপস্বীর ধর্ম্ম এক হইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ ও কংসের ধর্ম্ম একরূপ

ছিল না।[২৭] ধর্ম্ম সংপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অজাতশ্মশ্রু বালক, সংসারপ্রবিষ্ট, মায়ামোহিত, ত্রিতাপাভিতপ্ত প্রবীণ ও সংসার-বিরক্ত অশীতিপর বৃদ্ধের প্রবৃত্তি একরূপ নহে। বালক পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার অন্তঃকরণ সারল্যে পরিপূর্ণ; অভাব, অথবা অভাব-জ্ঞান এখনও তাহার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে পারে নাই; কামনার কোলাহল বা আকাঙ্ক্ষার আকুলতা এখনও

২৭। "Is the religion of Bishop Berkeley, or even of Newton, the same as that of a ploughboy ? In some points, Yes ; in all points, No. Surely Mathew Arnold would have pleaded in vain if people, particularly here in England had not yet learnt that culture has something to do with religion, and with the very life and soul of religion. Bishop Berkeley would not have declined to worship in the same place with the most obtuse and illiterate of ploughboys, but the ideas which that great philosopher connected with such words as God the son, and God the Holy Ghost were surely as different from those of the ploughboy by his side as two ideas can well be that are expressed by the same words."

Max Muller's *"Origin and Growth of Religion"* P. 366.

"Who, if he is honest towards himself, could say that the religion of his manhood was the same as that of his childhood, or the religion of his old age the same as the religion of his manhood ?" Ibid, P. 367.

তাহাকে আক্রমণ করে নাই। প্রস্ফুটিত সুন্দর কুসুমে কিংবা শারদীয় পূর্ণশশধরে প্রকৃতির সারল্যময় লাবণ্য দেখিলে সে উল্লসিত হয়; পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কি, তাহা এখন তাহার ভাবিবার প্রয়োজন হয় নাই; ঈশ্বর লইয়া আলোচনা-আন্দোলন করিতে সে এখনও শিখে নাই। কিন্তু সে সরল সৌন্দর্য্যের সমাদর করিতে শিখিয়াছে। সেই প্রস্ফুটিত সুন্দর কুসুম তাহার সম্মুখে ধারণ কর; সে তাহা লইতে চেষ্টা করিবে এবং হস্তগত করিলেই হয় তাহা শিরোদেশে, না হয়, বক্ষে স্থাপন করিবে। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে ক্রমে তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল; সেই সঙ্গে সংসারের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য অবিরত তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সেই সকল বৈচিত্র্যের তত্ত্বানুসন্ধানে তাহার স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মিল। গুরুসকাশে উপনীত হইয়া সে সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিল। যাহার ভাগ্যে সদ্‌গুরু-লাভ ঘটিল, তাহার পক্ষে সংসারারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথ অনেক পরিমাণে সুগম হইল। যে সেই পরম লাভে বঞ্চিত হইল, তাহার সাংসারিক সঙ্কট শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

সদ্‌গুরু-লাভ যেমন ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখের প্রধান সাধন; উচ্চ বা সাধুকুলে জন্ম, অথবা নিত্য সাধুসহবাস সেইরূপ একটী পরম লাভ বলিতে হইবে। একটীতে পৈতৃক সংক্রমণ, কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের অনুকূল প্রভাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন বা বিশোধন; অপরটীতে তাহার ক্রমোৎকর্ষ ও পরিণতি। সদ্‌গুরুসকাশে সুশিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্য সংসারে প্রবিষ্ট হইল। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি

পরিজনবর্গ তখন তাহার প্রধান পোষ্যরূপে পরিগণিত হইল। তাহাদিগের সুখসৌকর্য্য, আরাম-বিরাম, শান্তি-সান্ত্বনা তখন তাহার প্রধান চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল। সেই চিন্তার পরিপোষণ বা স্ফূর্ত্তিবিধান তাহার প্রধানতম কর্ত্তব্য। সংসার-সাগরের ভীষণ ঘূর্ণীপাকে সে এখন সর্ব্বাবয়বে নিপতিত ;—তাহার কুটিল প্রতীপ-স্রোতে সে কখন নিমগ্ন, কখন উন্মগ্ন, আবার কখন বা দূরে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। গুরুদত্ত মহামন্ত্রই এখন তাহার প্রধান অবলম্বন। সেই বিষম সঙ্কটে—বিকট বিঘ্নপরম্পরার সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে সে ত্রিতাপে নিত্য অভিতপ্ত। এখন শৈশবের সেই সারল্যময় সুকুমার প্রবৃত্তি সকল তাহার অন্তঃকরণ হইতে বিদায় লইয়াছে এবং কামনার রৌদ্রমূর্ত্তি আসিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে। আয়ুরারোগ্য ও ধনৈশ্বর্য্যই এখন তাহার প্রধান কাম্য। বাঞ্ছিত বরলাভের নিমিত্ত সে এখন সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সৌভাগ্যবশতঃ সদ্‌গুরুর নিকট যিনি সুশিক্ষা পাইয়াছেন, অথবা সাধুসঙ্গে স্বীয় স্বভাব-চরিত্রের স্বচ্ছতা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; সেই সময়ে তিনিই সানুমানের ন্যায় ধীরভাবে সংসারের সকল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকেন এবং কর্ত্তব্যের কণ্টকিত ও কঠোর পথ হইতে কখনও মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয়েন না। কামনার কোলাহলের মধ্যেও তিনি নিষ্কাম যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং নির্লিপ্ত-ভাবে সকল কর্ত্তব্যের সমাধানপূর্ব্বক চরমের পরম গতিলাভের নিমিত্ত যথাকালে সংসার হইতে বিদায় লইয়া ধীর অথচ দৃঢ়পদে পরলোকের পথে অগ্রসর হয়েন। সংসারের মায়ামোহ তাঁহাকে আর ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।

বাল্য ও যৌবনের দুইটী প্রধান ক্রমে প্রবৃত্তিনিচয়ের যে দুইটী প্রধান পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শিত হইল। এই দুইটী ক্রমে জীবনের অর্দ্ধাংশ অতিবাহিত হয়। অপরার্দ্ধভাগ কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্মের, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমবেত প্রভাবে দুইভাগেই বিভক্ত হইতে পারে। এই দুইভাগে চিত্তের যে অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন, অথবা পরিণামে বিলয় হয়, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। এখানে এখন এই মাত্র বলিতে হইবে যে,—বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও জরা—এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৃত্তিসমূহের যে চতুর্ব্বিধ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অনিবার্য্য ও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল দেশের সকল অবস্থার সর্ব্ববিধ ব্যক্তিকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে যাহারা তাহা দেখিয়াও দেখে না, জানিয়াও জানে না, অথবা দেখিয়া ও জানিয়াও স্বীকার করে না, তাহারা অন্ধ—চৈতন্যবর্জ্জিত—নিশ্চয়ই বঞ্চিত—কাপট্যে তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল শতধা বিপাটিত।

এতক্ষণে বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, সাম্য সভ্যতার অন্যতম উপাদান নহে, প্রকৃতির রাজ্যে সাম্য অসম্ভব। যাহা অসম্ভব, কল্পনা-সাহায্যে তাহার সম্ভবতা সাধন করিয়া ইতিহাস গঠিত করিতে যাওয়া মূঢ়ের কর্ম্ম। এইবার শ্রীবৃদ্ধি ও মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীবৃদ্ধি।

ধন, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য এই তিনটী পদার্থ শ্রীবৃদ্ধির মূল উপাদান। উক্ত তিনটী বিষয়ই ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তন্মধ্যে তৃতীয় বিষয়টী প্রথম দুইটী বিষয়ের পরিণত ফল এবং শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান

প্রভৃতি কয়েকটী উৎকৃষ্ট বিষয় লইয়া গঠিত। ধন ও সম্পত্তির আলোচনা করিতে হইলে ধনাগমের উপায়স্বরূপ কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, পশুপালন, দাস্য বা সেবা, দান প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আদৌ আবশ্যক। কারণ এই সকল উপায় দ্বারাই সকল দেশের ও সকল সমাজের ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঋণদান, ঋণগ্রহণ, সম্ভূয়সমুত্থান (Joint-stock company), কর, শুল্কাদি, যোগ-ক্ষেম প্রভৃতি উপায়েও দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। দ্যূত, সমাহ্বয়, দস্যুতা, তস্করতা প্রভৃতি কার্য্য নিন্দিত হইলেও এগুলি ধনবৃদ্ধির এক একটী উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। তবে এস্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, সমৃদ্ধি সদুপায়ে উপচিত না হইলে এবং তদ্দ্বারা সমাজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত না হইলে তাহা শ্রীবৃদ্ধি নামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একথাও বলা যাইতে পারে যে, দেশ ধনধান্যে ও ঐশ্বর্য্যে উদ্বেল হইলেও যদি তাহাতে সত্ত্বগুণের মর্য্যাদা রক্ষিত না হয়, বাহ্য আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের মনোজ্ঞ মণ্ডনে বিমণ্ডিত থাকিয়া যদি তাহা কেবল দম্ভ, অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের বিকট আস্ফালনেই পর্য্যবসিত হয়; স্বার্থের অবিচারিত পরিতর্পণে, বিলাস-বিভ্রমের বিকৃত ও বিপ্লুত বিলসনে এবং প্রভুতার উন্মত্ত আস্কন্দনে যদি তাহার পূর্ণতা প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে সেই শ্রীবৃদ্ধি সভ্যতার পরিচায়ক নহে।

মনুষ্যত্ব।

এতৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে; তাহাতেই মনুষ্যত্বের আভাষ কিয়ৎপরিমাণে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম

হইয়া থাকিবে। গ্রন্থমধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করিবার সঙ্কল্প রহিল। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রধান নিদান। সেই ধর্ম্মের লক্ষণ দশ প্রকার,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৬। ৯২

উক্ত দশবিধ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ অবশ্য পালন করিবেন। তাহার পর সর্ব্ববর্ণের সুবিধার নিমিত্ত ভগবান্ মনু উহা আরও সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥ ১০। ৬৩

দ্বিজগণের জন্য প্রথমে দশটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শূদ্রদিগের জন্য কোন উপায়ই বিহিত হয় নাই। ভগবান্ মনু দেখিলেন, কালে ঐ দ্বিজগণ উক্ত দশ লক্ষণের অধিকারী হইতে পারিবে না; সুতরাং সেই দশটী সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচটীর বিধান করিলেন। দ্বিজবর্ণের সঙ্গে শূদ্রগণও সেই পাঁচটী নিয়ম পালন করিতে পারিবে; তাহাতে তাহাদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। প্রথমোক্ত দশ লক্ষণদ্বারা মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা কল্পিত হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষে এই পরাকাষ্ঠার প্রামাণিক অস্তিত্ব যে, নিত্য পরিলক্ষিত হইত, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বহুল উল্লেখ দেখা যায়। দশটীর অভাবে শেষোক্ত পাঁচটী লক্ষণ দ্বারাও ধর্ম্মের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত হইত।

কিন্তু ধর্ম্মের উক্ত লক্ষণগুলির নির্ব্বাচনে ও নিরূপণে নানা গণ্ডগোল বা মতানৈক্য ঘটিতে পারে; কারণ মনুষ্যের প্রকৃতি

সকল স্থানে সমান নহে। প্রকৃতির বৈষম্যে রুচির ভিন্নতা অনিবার্য্য। তাহাতে লক্ষণ লইয়া বিষম গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা নিরাকৃত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ মনু ধর্ম্মের প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রমাণ দ্বারা লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রচণ্ড হেতুবাদীর সন্দেহ নিরস্ত হইয়া যায়। তখন ধর্ম্মলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রই স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিবে।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভগবান্ মনু ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ ও প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণ (দশ অভাবে পাঁচ) বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু যাহারা আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে না; তাহাদের পূর্ব্বোক্ত দশ লক্ষণের মধ্যে দুই চারিটীতে আপত্তি হইতে পারে। সেই আপত্তিই তাহাদের অপকর্ষের প্রধান নিদর্শন। ইহাতেই সভ্যতার উচ্চানুচ্চতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজি জগতে ধর্ম্ম লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল ও তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তা ও স্বচ্ছন্দরুচির উদ্দাম-গতিপ্রভাবে জগতে নানা ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত হইতেছে। সেই সকল মত নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাহাদের আবিলতার অভ্যন্তরে প্রগাঢ় অধ্যাত্মভাবের স্বচ্ছ স্ফটিকপ্রভা বিম্ববৎ প্রতিভাত হইতেছে। ক্রমে তাহা রূপান্তরিত হইয়া এবং গাঢ়তা ও গভীরতা লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় স্থায়ী হইবে, এরূপ আশা অযৌক্তিক নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে 'সভ্যতা' শব্দের লক্ষণ ও প্রমাণ এখনও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। 'অসভ্যতা' ও 'বর্ব্বরতা' যেমন তাঁহাদিগের অভিধানে রূঢ়ভাব অধিকার করিতে পারে নাই,

'সভ্যতা' সেইরূপ তাঁহাদের অস্থির কল্পনায় এখনও অস্পষ্ট ছায়াবৎ ভাসমান রহিয়াছে। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর অসভ্য ও বর্ব্বর এবং সভ্যজাতির সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, প্রয়োজন-বোধে এস্থলে তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল। "কোন কোন মানব-তত্ত্ববিৎ বলেন, 'যাহাদের প্রকৃতি দুর্দ্দম ও নিষ্ঠুর তাহারাই অসভ্য।' এরূপ হইলে পৃথিবীর কোন জাতি সভ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। অপর কতকগুলি পণ্ডিতের মত এই যে, 'যাহারা সম্পূর্ণ নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে, তাহারাই অসভ্য।' একথা প্রমাণরূপে গৃহীত হইলে ভারতের সন্ন্যাসীদিগকে অসভ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। আর যদ্যপি এরূপ অর্থ হয় যে, যাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই বা শাসন-ব্যবস্থা নাই, তাহারাই অসভ্য, তাহা হইলে জগতের কুত্রাপি ত এরূপ লোক দেখা যায় না।

"আবার যদি বল যে, যে জাতির নগর নাই, রাজধানী নাই বা রাজা নাই, তাহারাই অসভ্য বা বর্ব্বর, তাহা হইলে হিন্দু, য়িহুদী, প্রাচীন জর্ম্মাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জাতি সকলকে অসভ্য বলিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, অসভ্যতা বা বর্ব্বরতার লক্ষণ ও প্রমাণ বলিয়া যে কোন অবস্থা উদাহৃত হউক না কেন, তাহার প্রতিকূলে যুক্তি ও তর্ক নিশ্চয়ই উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে সিদ্ধান্ত সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। পণ্ডিতবর গিবন অক্ষর-ব্যবহার বা লিখন সভ্যতার প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বর্ণমালার ব্যবহার না থাকিলে মানবের স্মৃতিশক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে, অথবা তদধীন ভাবনিবহকে নষ্ট করিয়া ফেলে, এইরূপে আদর্শ সকল ও উপাদান সমূহ হস্তচ্যুত হওয়াতে মনের উচ্চবৃত্তি সকল ক্রমে

শক্তিহীন হইয়া যায়, বিবেকবুদ্ধি দুর্ব্বল ও নিষ্ক্রিয় এবং কল্পনাশক্তি নিস্তেজ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।'

"গিবনের সময়ে এই সকল যুক্তি অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে, কিন্তু আজি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অপার চেষ্টায় জগতের কতকগুলি প্রাচীন জাতির ইতিহাসে যে নূতন আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে গিবনের উক্ত যুক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিবে না। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ লিখিতে জানিতেন না ;[২৮] মহাকবি হোমর অন্ধ হইলেও সাহিত্যের আলোচনায় বর্ণবিন্যাসে অনভিজ্ঞ ছিলেন, জর্ম্মণীর প্রাচীন অধিবাসিগণেরও সাহিত্যের জন্য অক্ষর-ব্যবহার-প্রথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তথাপি আমরা গিবনের সহিত একমত হইয়া কখনও এ কথা বলিতে পারি না যে, ঐ সকল প্রাচীন জাতির মানসিক উচ্চতর বৃত্তিসকল শক্তিহীন হইয়াছিল এবং বিবেক-বুদ্ধি নিষ্প্রভ ও কল্পনা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং অক্ষর-ব্যবহারই যে, সভ্যতার প্রধান নিদর্শন নহে, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল।[২৯]"

জগতের অনেক প্রাচীন জাতি সাধ্যপক্ষে অক্ষর ব্যবহার

২৮। ভট্ট মোক্ষমূলরের এই মত অভ্রান্ত নহে, কারণ ব্রাহ্মণগণ যে, খৃষ্ট-জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও লিখিতে জানিতেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। গ্রন্থের যথাস্থানে সেই সকল প্রমাণ প্রকটিত হইবে।

২৯। Maxmuler's *Savage*, Nineteenth Century, January 1885. p. 115.

করিতেন না। অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুশীলনের নিমিত্ত তাঁহারা স্মৃতির পরিচালনা পরম সাধনা বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিজ্ঞানাদিরও উপরিভাগে স্মৃতিশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মহর্ষি সনৎকুমার স্মরণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন "স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি।"[৩০] অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করে, যাবতীয় পদার্থ তাহার স্মরণগোচর হয়। সেই ব্যক্তি কামচারী হইতে পারে। এবিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ভট্ট মোক্ষমূলর আরও বলেন,"কালবশে লোকের রুচি ও রীতিনীতি প্রভৃতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন বাহ্য চাক্‌চিক্য ও আড়ম্বরাদি অধিকাংশ মানবের বিবেচনায় সভ্যতার প্রধান প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আজি যদি অমর কবি হোমর লণ্ডনের পথে পথে ইলিয়দের সেই অনুপম কবিতাগুলি গাহিয়া বেড়াইতেন, কেহ কি তাহাতে কর্ণপাত করিত? সক্রেতিস্ জীবিত থাকিলে আজি কি তিনি বর্লিন নগরের বিদ্যমান অধ্যাপকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন? যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অতুলনীয় বেদান্তধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রসকল রচিত করিয়া জগতে অপার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আজি যদি তাঁহাকে সেই জটাবল্কলপরিধানে অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সেই বদরিকাশ্রমে দেখা যাইত; অথবা যে পাণিনি অত্যদ্ভুত সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আজি যদি তিনি সেই কৌপীন-বাসে সেই অশ্বত্থতরু-

৩০। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ১৩। ২

মূলে দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে কোন নবীন ইংরাজ সেনানী তাঁহাদিগের উভয়কেই বন্যজন্তু বলিয়া উপেক্ষা করিত।৩১

"কিন্তু যে সোপান দ্বারা বিদ্যাবুদ্ধির চরম উৎকর্ষে আরোহণ করা যায়, উক্ত ইংরাজ সেনাপতি প্রাচীন মনীষিগণের অপেক্ষা সেই সোপানের কত নিম্নতর পংক্তিতে আসীন রহিয়াছেন? অধুনা যাহা সভ্যতা নামে সর্ব্বত্র বিদিত, ইহ জগতে মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত তাহার অতি সামান্য অংশই আবশ্যক হইয়া থাকে। সমাজের ভিত্তিস্থাপন, ব্যবস্থা ও নীতির উদার সূত্রসমূহের সমাধান বা প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে একতা ও শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিবার বাসনা থাকে, যদি বাহ্য ও অভ্যন্তরে ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হও, তবে লণ্ডনের বণ্ডষ্ট্রীট অপেক্ষা অরণ্য, গিরিগহন অথবা মরুভূমিতেও বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।৩২"

পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের যে মত ঊর্দ্ধে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা আদর্শ সভ্যতা নহে, কারণ উচ্চ অঙ্গের লক্ষণাবলি ইহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বচন পুনরুদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি যে, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদির অনুমোদিত যে সামাজিক অবস্থা ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সৌম্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ শীলের আধার, সাধুগণের সদাচার যাহার জীবনস্বরূপ, এবং যাহার

৩১। Maxmuler's *Savage*, Nineteenth Century, January 1885. p. 116.

৩২। Ibid.

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্ববিষয়ে সকল মনুষ্যের ও ইতর প্রাণিবর্গের চরম সুখবিধান করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা মোক্ষের পথে লইয়া যায়, তাহাই সভ্যতা। শ্রীবৃদ্ধি ইহার প্রধান স্তম্ভ; অবস্থা বা প্রকৃতির সমান আচার ব্যবহার ইহার ভিত্তি এবং মনুষ্যত্ব ইহার শ্রেষ্ঠ উপাদান। ইহাই আদর্শ সভ্যতা। এরূপ সভ্যতা একমাত্র ভারত ভিন্ন জগতের আর কোন দেশে কোন কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, মিডিয়া, চাল্ডিয়া প্রভৃতি দেশে এক সময় যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও, আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না;—কেন পারে না, তাহা যথাস্থানে প্রমাণিত হইবে। তবে এস্থলে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অধুনা পাশ্চাত্য জগতে যে সভ্যতার আদর দেখা যায়, প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তথাপি সেই প্রাচীন সভ্যতা আমরা আদর্শ সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কেন পারি না, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

সভ্যতার যতগুলি লক্ষণ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সভ্যতায় এই লক্ষণের সর্ব্বাঙ্গীণ সমাবেশ নাই, অর্থাৎ যাহা স্বাহা ও স্বধা-বর্জ্জিত, সে সভ্যতা অপর সকল গুণে এবং উদার ও উৎকৃষ্ট লক্ষণে বিভূষিত হইলেও জগতে শাশ্বত স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না; সেরূপ সভ্যতা সকল সময়ে সকল দেশে প্রচারিত ও পরিগৃহীত হইলেও তৎসমুদায় দেশের কথনই মঙ্গল সাধিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যমান পাশ্চাত্য সভ্যতার

বিষয় উল্লেখিত হইতে পারে। এই সভ্যতা যে যে দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই দেশেই ইহার অহিতকর প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এস্থলে কয়েকটী উদাহরণ প্রকটিত হইল। একটী বড় মেম্বরী সর্দ্দার স্বীয় দেশের পূর্ব্বতন অবস্থাসম্বন্ধে কোন সাহেবকে বলিয়াছিল :—

"পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা অন্যরূপ ছিল; প্রত্যেক জাতির নিজের দেশ ছিল। পাহাড়ের উপর উচ্চ উচ্চ কুটীরে আমরা বাস করিতাম। যুদ্ধই পুরুষদিগের একমাত্র কার্য্য ছিল; বালক ও স্ত্রীলোকেরা জমির চাষবাসে নিযুক্ত থাকিত। তখন আমাদের শরীরে বল ছিল; আমরা সকলেই স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতাম। কিন্তু যেমন পাকেহা আসিল, অমনি আমাদের সকলই—এমন কি দেশের স্বাভাবিক প্রাণিগণও অদৃশ্য হইতে লাগিল। পূর্ব্বে একটা বনে প্রবেশ করিয়া যখন আমরা গাছতলায় দাঁড়াইতাম, গাছে এত পাখী বসিয়া গান করিত যে, তাহাদের কলরবে আমরা পরস্পরের কথা শুনিতে পাইতাম না। সে কালে আমাদের বিস্তর পায়রা ও ঘুঘু ছিল; কিন্তু এখন অনেক পাখী ফুরাইয়া গিয়াছে। * * সে কালে জমি ভাল রকম চাষ করা হইত। তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মিত। আমরা সামান্য কাপড় পরিতাম,—পরিধানে কেবল পালকের চেটা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার পর পাদরীরা আসিল,—আসিয়া আমাদের মাঠ হইতে ছেলেদের ভুলাইয়া আনিল, তাহাদিগকে স্তোত্র গাহিতে শিখাইল; তাহাতে তাহাদের মতিগতি ফিরিয়া গেল, আমাদের জমি গুলি পতিত রহিল। ছেলেরা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া খালি পেটে গস্পেলের গাথা উচ্চারণ করিত।

তাহার পর পাকেহা ও মেয়রীতে যুদ্ধ বাধিল—তাহাতে আমাদের ঘর-ভেদ হইয়া গেল; আমাদের এক জাতির সহিত অপর জাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধের পর পাকেহারা আমাদের দেশে আসিয়া বাস করিল। তাহারা আমাদের জমিজারাত দখল করিয়া লইল; আমাদিগকে মদ ও তামাক খাইতে শিখাইল। আমাদিগকে কাপড় পরাইল; তাহাতে আমাদের নানাপ্রকার রোগ দেখা দিল। কোন্ জাতি তাহাদের সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিবে? কিউয়ী, তিউয়ী ও অন্যান্য জিনিষের মত মেয়রীও ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে গাছের পাতার মত তাহারা অদৃশ্য হইবে। তখন তাহাদের পর্ব্বত ও নদনদী ভিন্ন আর কেহই তাহাদের কাহিনী বলিবার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে না।"[৩৩]

ইহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তির বরদানে জগতের কত নন্দনকানন যে, শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই মতের সমর্থনে অগণ্য দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইতে পারে। তাসমনিয়া, মধ্য আফ্রিকা, আমেরিকা, আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জ সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকরী শক্তি স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে[৩৪]। এস্থলে তাহার বিস্তৃত

৩৩। *The King Country*; or *Explorations in New Zealand*, by T. H. Kerry. quoted in the *Nineteenth Century*, January, 1885. p, 112.

The Human Species pp, 461 to 472.

৩৪। Hutchinson's *Prehistoric Man and Beast*, pages 34 to 37.

বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বৈদিক আর্য্য হিন্দু-সভ্যতা এরূপ নহে। তাহার এমনই একটি স্থিতিস্থাপকতা বা পাবণী শক্তি আছে যে, তাহার সংস্পর্শে পাষাণেও কোমলতার সঞ্চার হয় এবং সকল শুষ্ক বৃক্ষ নবজীবন লাভ করিয়া নবীন পল্লব-মুকুলে সজ্জিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত উভয় জাতিই উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার নিকট পরাস্ত হইয়াছিল; কিন্তু নিরস্ত হয় নাই। যাহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দ্বীপসমুদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আপনাদের ভূতোপাসনার সহিত বিজেতা আর্য্যের উচ্চ বৈদিক ধর্ম্মের একটা ক্ষীণ ছায়া ভীতিজড়িত ভক্তির সহিত স্ব স্ব নূতন আবাসে লইয়া গিয়াছিল। অদ্যতন মেয়রী, ফিজিয়ান ও পোলিনেশিয়ানের দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়[৩৫]। এদিকে যাহারা ব্রাহ্মণের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভারতে বাস করিয়া রহিল, ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাহাদেরই ধর্ম্ম আর্য্যপদ্ধতির উজ্জ্বল বিম্বপাতে শোধিত ও সংস্কৃত করিয়া তাহাদিগের শক্তি-সামর্থ্যের অনুসারে গঠিত করিয়া দিলেন এবং সেই বিজিত অনার্য্যদিগকে আর্য্য চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে স্থান

Darwin's *Origin of Human Species*.

Lubbock's *Origins of Civilization*. Quatrefages' *The Human Species*, pp, 455 to 498.

৩৫। *Ibid.* Maxmuler's *Natural Religion*, pp, 89, 132, 336.

Caldwell's *Dravidian Languages*, pp, 518 to 526.

Huxley's *Man's Place in Nature*, pp, 232, 233.

দান করিলেন। ইহাই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পরম মাঙ্গলিক বৈচিত্র্য। গ্রন্থের যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে।

সভ্যতার লক্ষণ ও প্রমাণ একরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। বিশ্বসংসারের কোন্ শাশ্বত নিয়মানুসারে সভ্যতার উদ্ভব ও পতন হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইলে আদৌ দুইটী বিষয় আমাদের নয়নসমক্ষে সমুত্থিত হয়; যথা (১) ক্রমোন্মেষবাদ, ও (২) সকৃদুন্মেষবাদ[৩৬]।

দুইটী উপপত্তি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মনুষ্যসম্বন্ধে অদ্যপর্য্যন্ত যতগুলি মতের সৃষ্টি হইয়াছে; তৎসমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—সেই দুইটী মত বা উপপত্তির মধ্যে একটী দেবতত্ত্ব এবং অপরটী বিজ্ঞানতত্ত্বের অনুগত। যাঁহারা দেবতত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত এই যে, জগৎ ভগবানের বিভূতিদ্বারা সৃষ্ট

---

৩৬ Laing's *Problems of the Future*, pp, 107, 110, 112, 230.

Bray's *Manual of Anthropology*, pp, 229, 230.

Starcke's *Primitive Family*, p, 5.

Darwin's *Descent of Man*, Haeckel's *History of the Creation of Organised Beings*.

Quatrefages' *The Human Species*, pp, 104 to 128.

Prehistoric Man and Beast, pp, 4 to 9 and 393 to 395.

Secret Doctrine, vol. i, pp, 187, 219. vol. ii, pp, 131, 191, 544.

হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই পালিত হইতেছে। ইহাঁরা অতিপ্রাকৃত ও অতিমানুষ শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তিরূপিণী মূলপ্রকৃতির প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মনুষ্যসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দুইটী মত দেখা যায়। যাঁহারা দেবতত্ত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, বাইবেল-কথিত আদিম হইতে নৈতিক পরাকাষ্ঠার অত্যুচ্চ অবস্থায় অল্পদিন হইল মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের অবাধ্য হওয়াতে মানব সেই অত্যুন্নত অবস্থা হইতে পতিত হইয়াছে এবং তাহার বংশধরগণ অমরত্বে বঞ্চিত হইয়া পাপগ্রস্ত ও মরধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের নিজ পুত্র ঈশারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গপূর্ব্বক কতকগুলি মনুষ্যের উদ্ধার করিয়াছেন। এদিকে বৈজ্ঞানিক উপপত্তির সমর্থকগণ বলেন, মনুষ্যগণ একদিনে সৃষ্ট হয় নাই, এককালেও উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জীবের ক্রমোন্মেষ সহকারে মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে বন্য বা অসভ্য অবস্থা; ক্রমে মানব সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে; এই অবস্থা হইতেও ক্রমে তাহার অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সে সভ্যতার চরম সীমায় আরোহণ করিবে।

সেই চরম সভ্যতার লক্ষণ কি, কতদিনে তাহা সাধিত হইবে, আজি সুদীর্ঘ কালের বিশাল ব্যবধানে থাকিয়া অনুমানসাহায্যে তাহার আংশিক অবধারণও অসম্ভব। কিন্তু এস্থলে সেই আনুমানিক

ব্যাপারের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার বিকাশসম্বন্ধে যে দুইটী মত প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীই অভ্রান্ত বলা যায় না। উভয় মতেরই মূলে অল্প-বিস্তর যুক্তি দেখা যায় এবং জগতে উভয়েরই অল্পাধিক সমর্থক আছেন। তাঁহাদের সকলের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত হইবে; সেইজন্য এস্থলে কেবল এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, উক্ত উভয় মতেরই সংশোধন আবশ্যক। জগৎ একদিনে উদ্ভূত হয় নাই এবং মানবও একদিনে সভ্যতার হেমমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই;—একথা সত্য বটে; কিন্তু বিশ্বের সকল সভ্যতাই যে, ভূস্তরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াছে এবং সকল মানবই যে, পাষাণযুগ (Stone Age), ব্রোঞ্জযুগ (Bronze Age) ও লৌহযুগের (Iron Age)[৩৭] অভ্যন্তর দিয়া সভ্যতার পথে পর্য্যায়ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, একথা সকল স্থলেই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কি না সন্দেহ।

মানবের ন্যায় সভ্যতারও জাতি বা প্রকার-ভেদ দেখা যায়। পেলিওলিথিক (Paleolithic), নিওলিথিক (Neolithic)

৩৭। Tylor's *Early History of Mankind* pp, 208, 209.
Arctic Home in the Vedas, pp, 4, 10, 11.
Smith's *Man, the Primeval Savage*, p, 166.
Prehistoric Man pp, 16, 154, 244.
Joly's *Man before Metals*, pp, 20 to 22



ব্রাঞ্জযুগের অশ্বারোহী। ১৪০ পৃষ্ঠা

ও কাল্‌চার ষ্টেজ্ (Culture stage) নামে ইংরেজীতে সভ্যতার যে তিনটী যুগ বা পর্য্যায় দেখা যায়, সেই পর্য্যায়ত্রয় ক্রমিক উৎকর্ষের নিদর্শক ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের প্রায় সকল সমাজেই উক্ত তিনটী অবস্থার অস্তিত্ব যে, কোন না কোন সময়ে ছিল, তাহার বহুল উল্লেখ প্রাচীন পুস্তকাদিতে লক্ষিত হইয়া থাকে। একমাত্র ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতায় আমরা ইহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। বেদ আমাদের সেই সভ্যতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সেই বেদে আমরা যে সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে পাষাণযুগের কোন চিত্র আমাদিগের নয়নগোচর হয় না।

ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের প্রভৃত উল্লেখ দেখা যায়। ক্বচিৎ কোন স্থলে শৃঙ্গ, অস্থি, বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কোন প্রকার ধনুঃ, কিংবা পাষাণনির্ম্মিত কোন যন্ত্র বা পাত্রের কথা দৃষ্টিগোচর হইলেই যে, তাহাকে পাষাণযুগ বলিতে হইবে, এ যুক্তি কোন-ক্রমেই সমীচীন নহে। ভূতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত দাক্ষিণাত্য ও নর্ম্মদা উপত্যকার কোন কোন স্থল হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদির উদ্ধার[৩৮] করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র অনার্য্যগণ ব্যবহার করিত; আর্য্যের সহিত তৎ সমুদায়ের কোন সম্বন্ধই ছিল না। দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতার প্রচার হইবার বহুপূর্ব্বে উক্ত দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কোল, ভিল প্রভৃতি অনার্য্যগণের এবং দ্রাবিড়দিগের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল;

৩৮। *Indian Empire*, pp, 89, 100.

The Early History of Mankind, p, 215.

সেইজন্য মনুসংহিতায় ঐ সকল দেশ অনার্য্যরাজ্য নামে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কপি ও জাম্বুবৎ নামক দুই প্রকার অসভ্য মনুষ্যজাতির বাস দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে ছিল। প্রথমোক্ত মানবগণ পর্ব্বত বা বৃক্ষের উপরিভাগে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এবং জাম্বুবৎগণ নানাস্থানে পাতালগৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিত৩৯। সেই সকল জাতির বিবরণ ইতঃপর প্রকটিত হইবে। দ্রাবিড়গণ তাহাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য ছিল। ইহাদিগের আচার-ব্যবহারাদি গ্রন্থের যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত অনার্য্যগণ পাষাণনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। দ্রাবিড়গণও আদিম অবস্থায় লৌহের ব্যবহার জানিত না। এতদ্ব্যতীত কপি ও জাম্বুবৎগণ শাখাপল্লব বা দারুময় মুষল-মুদ্গরাদি লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত বা প্রস্তরীভূত অস্ত্রশস্ত্রাদি পাইয়াছেন, তৎসমুদায়

৩৯। হাচিন্স, জলী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আদিম অবস্থায় মানবগণ গিরিগুহায় বাস করিত; অনেকে ভূমির অভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে থাকিত। ভারতের মধ্য প্রদেশে, মিশরে ও মেক্‌সিকো দেশে এখনও বিস্তর অতি প্রাচীন পাতাল-গৃহসকল দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে—বিশেষতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থানে কতকগুলি গিরিগুহার অভ্যন্তরে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণের অস্থি-মালার সহিত আদিম মনুষ্যগণের অগণ্য জীর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, রামভক্ত জাম্বুবান্‌ মধ্য ভারতের কোন একটী স্থানে পাতাল-গৃহে বাস করিত। সেই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া

ঐ সকল অসভ্যজাতিই ব্যবহার করিত। কিন্তু আর্য্যগণ যে কখনও ঐরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ তাঁহারা যে, ধাতুসমূহের ব্যবহার জানিতেন না, বেদে আমরা তাহার কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। আর্য্য সভ্যতা প্রথম হইতেই উন্নত সোপানে সমারূঢ়। বরং যুগপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষয় ও অবনতি ঘটিয়াছে।

বেদে আমরা যে সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভারতবর্ষেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা জগতের কোন্ স্থলে উদ্ভূত হইয়াছিল, বিভ্যমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেদে আমরা এই কয়টী বিষয় দেখিতে পাই ঃ—

(১) মনু ভারতীয় আর্য্যগণের আদি পুরুষ।

স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যতগুলি গুহাগৃহের বিবরণ লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কার্কডেল্ গুহা, ড্রিম গুহা, উকী হোল, ও কেণ্ট ক্যাভার্ণ প্রসিদ্ধ।

History of Mankind, *Story of Man* প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষনিবাসী কয়েকটি মানবজাতির বৃত্তান্ত দেখা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, দক্ষিণাপথে অতি প্রাচীনকালে এইরূপ একটী জাতি বাস করিত। তবে তাহারাই কি শ্রীরামের সাহায্যকারী কপিসৈন্য ?

History of Mankind pp. *i.* 106. *ii* 47.

The Story of Man, pp, 58 to 73, 340, 341.

Man before Metals, p. 60.

Prehistoric Man and Beast, pp, 47 to 61.

Man the Primeval Savage, pp, 45 to 59.

(২) তিনি আদি যজ্ঞকর্ত্তা ;

(৩) তিনিই আর্য্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক ;

(৪) সেই আর্য্যসভ্যতা জগতে শ্রেষ্ঠ,—তাহাই আদর্শ সভ্যতা।

আমরা ক্রমে উক্ত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিব। হিন্দু-শাস্ত্রের মতে এক একটী কল্পাবসানে সমগ্র জগতের মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। সেই মহাপ্রলয় ব্রহ্মার রাত্রি নামে বর্ণিত। মানবগণের বহুসহস্র কোটী বৎসর লইয়া ব্রহ্মার এক দিন। উক্ত ব্রাহ্ম দিবসে জগৎ সংসারের আবার নূতন সৃষ্টি হয় ; তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে নানা জীবের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস সাধিত হইতে থাকে। মনুষ্যের বহুসহস্রকোটীবর্ষপরিমিত উক্ত একটী ব্রাহ্ম দিবসের মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্ম দিবসে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশ মনু অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারাই জগতের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। মনুগণের সেই শাসনকাল হিন্দুশাস্ত্রে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক নূতন মন্বন্তরের পূর্ব্বে জগতের নানাপ্রকার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাহাতে ভূমিকম্প, প্লাবন, বা উৎকট তাপে জগতের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং তাহার পরে অনেক নূতন অংশের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রত্যেক মন্বন্তরে এক একজন নূতন মনু, নূতন ইন্দ্র, নূতন সপ্তর্ষি আবির্ভূত হইয়া নূতন নূতন মনুষ্যের সৃষ্টি করেন।

এইরূপে জগতে কত ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে অগণ্য মানববংশ একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন বংশের এখনও সামান্য সামান্য অবশেষ আছে ; কিন্তু তাহাদিগের অবস্থা প্রভৃত পরিমাণে

রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। গত ছয়টী মন্বন্তরের ক্ষয়ব্যয় সহ্য করিয়াও যে সকল মানববংশ এখনও জীবিত আছে, তাহারা জগতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৈসর্গিক নানা প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন বশতঃ অনেকের সন্ধান হয়ত আজিও বিদ্যমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অধিগত হয় নাই। প্রাচীন মানবজাতিসমূহের যাহারা আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের এবং তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের পরস্পরের অনুলোম ও বিলোম সংস্রবে নানা সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে মূলবংশ ও শাখাবংশসকলের অগণ্য সঙ্করবংশসমুদায়েরও বিস্তর শাখাপ্রশাখাদি উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটী একেবারে লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে; কোন কোনটী বর্ত্তমান উন্নত জাতিসমূহের সহিত মিলিত ও সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া নূতন নূতন আকারে ও বর্ণে এবং অভিনব ধর্ম্মাদির আবরণে নবীভূত উৎসাহে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কে তাহাদিগের সংখ্যা করিবে?

কোথায় আতলান্তিস্ বা লিমূরিয়ার সুবিশাল মহাদেশ এবং তাহার অতি বিশালদেহ মানবগণ? দুরিতদুষ্কৃতির দুস্তর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন্ অতীত মন্বন্তরে তাহারা জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। আজি তাহাদের অতিমানুষ অবয়ব ও বলবিক্রমের বিষয় গল্পগাথায় পর্য্যবসিত হইয়া লোকের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। যে জাতি অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, শ্রাবস্তী ও দ্বারকা প্রস্তুত করিয়াছিল, ব্যাবিলনের বিরাট্ মন্দির, মিশর ও মেক্সিকোর অভ্রভেদী পিরামিড ও পাতাল-গৃহ, চীনের মহাপ্রাচীর যে সকল অদ্ভুত মানবের অদ্ভুত শক্তি-সাধনার

নিদর্শন, সেই সকল জাতি কোথায় ?[৪০] তাহারা কোন্ মন্বন্তরে কোন্ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? মাডাগাস্কার ও অষ্ট্রেলিয়ায়, দাহোমীদেশে ও পাপুয়ায়, সিংহলে ও অঙ্করাজ্যে আজিও যে সকল দুর্ভাগ্য মানব বাস করিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন অতীত যুগে জগতে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা কোন্‌বংশে উৎপন্ন, তাহা কে বলিবে? পুরাতত্ত্ব এ বিষয়ে নীরব ; মানবতত্ত্ব এ সম্বন্ধে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই বিস্ময়ে নিরস্ত ; ভূতত্ত্ব ও ভূগোলতত্ত্ব মায়োসিন ও প্লায়োসিন স্তর এবং উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে। কে তাহাদিগের উদ্ধার করিবে?

৪০। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থসমূহে অতিকায় মনুষ্য ও অতিক্ষুদ্র বামনদিগের যে সকল বিবরণ লক্ষিত হয়, অনেকে তৎসমুদায়কে গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু পাশ্চাত্য মানব-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বহুল অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পুরাকল্পে বা অতি প্রাচীনকালে জগতের নানাস্থানে ঐরূপ মানবগণ বাস করিত। কেহ কেহ বলেন, লিমুরিয়া বা এটল্যাণ্টিস্ দ্বীপে পুরাকালে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদের সকলেরই বিশাল দেহ ছিল। জলপ্লাবনে সেই দেশের প্রায় সমস্ত অংশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতবর বিউএল ও র‍্যাট্‌জেল ঐরূপ বিস্তর অতিকায় মানবের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

The Story of Man, p, 340.

The History of Mankind, pp, i, 101, 109, 110. ii, 47,

The Secret Doctrine, pp. ii, 277, 341, 741, 777.

Early History of Mankind, pp, 321 to 325.

আর কত উদাহরণ দেখাইব? ঋগ্বেদে যে সুষ্ন, যে শম্বর, যে পিপ্রু, যে নমুচি, দৃভীক, অনর্শনি, শ্রীবিন্দ ও ইলীবিশ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও যাতুধানদিগের বিবরণ দেখা যায়, যে পণি নামক অনার্য্যগণ আর্য্য ঋষিগণের গাভী হরণ করিয়া লইয়া যাইত, এবং যে সরমা মধ্যে মধ্যে তাহাদের দূতরূপে আর্য্যদিগের নিকট আগমন করিত, তাহাদিগের অস্তিত্ব কি কেবল কল্পনাপ্রসূত, না ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য? প্রজাপতি কশ্যপকে কেহ কেহ কচ্ছপ ও মহারাজ ঋক্ষকে ভল্লূক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কি সত্য? তবে কি শূনক ও কৌশিক, মাণ্ডুকেয় ও মৎস্য, অজ ও শৃঙ্গিগণ বাস্তবিকই কুকুর ও পেচক, ভেক ও মৎস্য, ছাগ ও মেষাদি প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল? পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে হয়মুখ, হয়গ্রীব, একচক্ষু, নৃসিংহ, নৃব্যাঘ্র কবন্ধ ও একপদ মানবগণের বিবরণ দেখা যায়, তাহারা কোন্ কোন্ নরবংশে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? অধিক আর কি বলিব? যে দ্রবিড় ও খশ, শক ও পারদ, কেল্‌ট ও গথ প্রভৃতি মানবগণ এককালে জগতে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, কোন্ মন্বন্তরে কোন্ কোন্ মনুর চেষ্টায় তাহারা জগতে আসিয়াছিল, তাহা নিরূপিত হইতে পারে না। তবে অপর জাতির কথা কি বলিব[৪১]?

৪১। *Vedic Mythology*, pp, 40, 60, .160, 161. 162, 163.
The Secret Doctrine, pp. i, 92, 348, ii 230.
Early History of Mankind pp. 321, to 325.

এক মন্বন্তরের মানবীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও বর্ণাদির সহিত অন্য মন্বন্তরের মানবীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও বর্ণাদি বিষয়ে বিশেষ বা সামান্য পার্থক্য সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। ইহাতে ছয়টী মনুর শাসন চলিয়া গিয়াছে। এখন সপ্তম মন্বন্তর। এই সপ্তম মনুর নাম শ্রাদ্ধদেব। ইনি বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র। ইনিই আর্য্যজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদিপুরুষ। ইঁহার মন্বন্তরের ২৭ যুগ অতীত হইয়াছে, অষ্টাবিংশ যুগে কলি চলিতেছে। কলির অবসানে আবার সত্য, ত্রেতাদি যুগ আবার্ত্তিত হইবে এবং সেই সঙ্গে সেই সেই যুগের নির্দ্দিষ্ট অবস্থা ও লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত থাকিবে। আবার সপ্তমের পর অষ্টম মন্বন্তরের আবির্ভাব

রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ; মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

ঋগ্বেদ—

নি সর্বসেন ইষুধী রসক্ত সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।
চোষ্কূমাণ ইংদ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ।

১।৩৩।৩

অপিচ ১৮০।৭, ৫।৬১।৮

কেহ কেহ বলেন, এই পণিশব্দ হইতেই ফিনিশীয় শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ॥

পুনঃ—

স্ত্রীণামশ্বমুখীনাস্তু নিকেতস্তত্রতত্রতু॥

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪০।২৬ এবং ৪৩।৩০।

বক্রনাসং বিরূপাক্ষং দীর্ঘাস্যং নির্ণতোদরম্। ৩।৭।৫।

হইবে। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অথবা সহস্র চতুর্যুগ যথাক্রমে অতীত হইবে, তবে কল্পাবসান এবং সেই সঙ্গে মহাপ্রলয় ঘটিবে।

আর্য্য হিন্দুগণের আদি পুরুষ।

পূর্ব্বে বলা হইল, সপ্তম মনু বৈবস্বত শ্রাদ্ধদেব আর্য্যগণের আদি পুরুষ। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে একটী ভীষণ প্লাবন হইয়া জগতের অনেক স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে সেই প্লাবনের বিবরণ প্রথম দেখা যায়। উক্ত ব্রাহ্মণ একখানি বৈদিক গ্রন্থ। উহাতে মনু ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকটিত আছে, এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল ঃ—

প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি-প্রক্ষালনের নিমিত্ত মনুর নিকট জল আনীত হইলে মনু স্বীয় হস্তস্থিত জলমধ্যে একটী ক্ষুদ্রাকার মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্য তাঁহাকে বলিল, "আপাততঃ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তাহার পর শীঘ্র জলপ্লাবন হইবে। তাহাতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।" মৎস্য মনুকে আরও অনেক কথা বলিল এবং পরিশেষে তাঁহাকে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিল। মৎস্যের কথানুসারে মনু একখানি নৌকা প্রস্তুত করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট কালে প্লাবনারম্ভ হইলে মনু তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই সমুদ্র মধ্যে সেই নৌকা ভাসাইয়া দিলেন। তখনই সেই মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একটী শৃঙ্গ ছিল। মনু সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলে, মৎস্য নৌকা লইয়া উত্তর গিরির অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। সেই

প্লাবনে মনু একাকী রক্ষা পাইলেন। আর সকলেই বিনষ্ট হইল। প্লাবনের জলরাশি শুষ্ক হইলে মনু সেই উত্তর গিরি হইতে অবতরণ করিয়া প্রজা-উৎপাদনের অভিলাষে অর্চ্চনা, তপস্যা ও পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঘৃত, দধি, মস্ত, আমিক্ষা জলে নক্ষেপ করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে সেই সকল পদার্থ হইতে একটী কন্যা উদ্ভূত হইল। তাহার নাম ইড়া। সেই কন্যার সাহায্যে তপস্যা দ্বারা মনু প্রজা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্রজা মানব নামে বিদিত৪২।

এই মনুই যে বৈবস্বত মনু, শতপথব্রাহ্মণের অন্যান্য স্থানে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনিই ভারতের ও আর্য্যগণের প্রথম রাজা; প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশ ইঁহা হইতেই উদ্ভূত। ইঁহার কন্যা ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা। ঋগ্‌বেদে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে অনেকের বিবরণ দেখা যায়; কিন্তু উপরি-উক্ত জলপ্লাবনের কোন

৪২। *Muir's Sunskrit Texts,* Vol. iii pp, 405—413.

মনু ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণাদি দ্রষ্টব্য।

Secret Doctrine pp, i 649, ii 139, 313.

Prehistoric Man *& Beast,* pp. 45, 46.

Problems of the Future p. 14.

Early History *of* Mankind, pp. 90, 324—31, 336, 347.

Arctic Home in the Vedas, pp. 379, 385, 387 388, 389.

কথাই নাই। ইহার কারণ বেদ অনাদি ও নিত্য এবং বৈদিক সভ্যতা ও বেদোক্ত আচার-ব্যবহার প্লাবনের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ মনু সেই সভ্যতা ও সেই সমস্ত আচার-ব্যবহারের সংস্কারক ও নব প্রবর্ত্তক। কিন্তু সেই সভ্যতা ও সেই সকল আচার-ব্যবহার জগতের কোন্ কোন্ স্থানে প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ বেদে, বা কোন বৈদিক গ্রন্থে, অথবা পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না। যে কিছু আছে, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। এই বিষয়ের আলোচনায় আর্য্য-জাতির আদিম বাসভূমির কথা আপনা হইতেই উত্থিত হয়। সেই কথাটী এখন একটী কঠোর জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অনেক মনীষী সেই সমস্যার সমাধানে প্রগাঢ় যত্নসহকারে নানাপ্রকার গবেষণা করিয়াছেন। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার ফলরূপে বিবিধ মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে তৎসমুদায় মতবাদের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল[৪৩]।

৪৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে জলপ্লাবন সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দেখা যায়, তৎসমুদায়ের সঙ্ক্ষিপ্ত অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

শতপথ ব্রাহ্মণ।—"মনবে হ বৈ প্রাতরবনেগ্যমুদকমাজহ্রুর্যথেদং পাণিভ্যা-মবনেজনায়াহরন্তি। এবং তস্যাবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাচ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কস্মান্মা পারয়িষ্যসীতি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি। কথং তে ভৃতিরিতি। সহোবাচ যাবদ্বৈ ক্ষুল্লকা ভবামো বহ্বী বৈ নস্তাবদ্ নাষ্ট্রা ভবত্যুত মৎস্য এব মৎস্যং গিলতি। * * * * স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স

জলপ্লাবনের বিবরণ জগতের অনেক দেশের অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণ ব্যতীত মহাভারত, মৎস্য-

---

মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ॥ তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব। সহোবাচ। অপীপরং বৈ ত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব।

"চীরিণী-তীরমাগম্য মৎস্যো বচনমব্রবীৎ"॥

সেইরূপ বৃহন্নারদীয়পুরাণে—

"একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্।
তস্যাঞ্জল্যুদকে মৎস্যঃ স্বল্প একোঽভ্যপদ্যত॥"

উপরি-উক্ত চীরিণী ও কৃতমালা দুইটী নদীই দাক্ষিণাত্যে বহমানা।

সেইরূপ অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণেও এইরূপ বিবরণ দেখা যায়। বাহুল্য-ভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না। কেবল পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত দুই তিনটী করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

মৎস্যপুরাণে।

পুরা রাজা মনুর্নাম চীর্ণবান্ বিপুলস্তপঃ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবিনন্দনঃ॥
মলয়স্যৈকদেশে তু সর্ব্বাত্মগুণসংযুতঃ।

* * * *

কদাচিদাশ্রমে তস্য কুর্ব্বতঃ পিতৃতর্পণম্।
পপাত পাণ্যোরুপরি সফরী জলসংযুতা॥

মৎস্যপুরাণে প্লাবনের পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণই দেখা যায় না। ইহাতে কেবল এই কথার উল্লেখ আছে যে, মনু মলয়পর্ব্বতে যোগরত ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক লক্ষিত হয়ঃ—

পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে ইহা বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত চাল্‌ডিয়ানদিগের পুস্তকে, পারসিক অবস্তায়,

---

"একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্য্যেকাভ্যপদ্যত ॥
সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত।
উৎসসর্জ্জ নদীতোয়ে সফরীন্দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥

ইহাতে তিনটী বিষয় পাওয়া যাইতেছে, ১ম—সেই মনুর নাম শ্রাদ্ধদেব, ২য়—তিনি দ্রবিড়দিগের রাজা, ৩য়—তিনি কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃতমালা নদী মলয়পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মনু দ্রবিড়েশ্বর বলিয়া বর্ণিত হওয়াতে তাঁহাকে সহসা দ্রাবিড় বা দ্রবিড়জাতীয় বলা না যাউক, তিনি যে, দ্রবিড়জাতির রাজা ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মনুকে দ্রবিড়বংশীয় বা দ্রবিড়দিগের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, জলপ্লাবনের পূর্ব্বে যে, দ্রবিড়গণ দক্ষিণাপথে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। এই কথার উপর একটী প্রকাণ্ড জাতিতত্ত্ব নিহিত আছে। ইতঃপর দ্রবিড়দিগের ইতিহাসে তাহার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি প্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে "আর্য্যজাতির উদ্ভব" সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

অগ্নিপুরাণ হইতেও এস্থলে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

মনুর্বৈবস্বতস্তেপে তপো বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে।
একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্ ॥
তস্যাঞ্জল্যুদকে মৎস্য স্বল্প একোঽভ্যপদ্যত ॥

এস্থলে বৈবস্বত মনু ও কৃতমালা নদীর নাম স্পষ্ট উল্লেখিত রহিয়াছে।

পারসিকগণের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তায় বেন্দিদাদ দ্বিতীয় ফার্গর্দে একটী প্লাবনের বিবরণ বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, পারসিকদিগের আদিপুরুষগণ ঐর্য্যাণো বৈজো (আর্য্য বসতি) নামক স্থানে বাস করিত। বিব-

বাইবেলে, গ্রীস, চীন ও আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাসে ও জলপ্লাবনের বিবরণ লক্ষিত হয়। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক

জ্বতের পুত্র যিম তাঁহাদিগের রাজা। অহুর মজ্‌ত পারসিকদিগের ঈশ্বর। তিনি যিমের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ প্লাবনের কথা বলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাজা যিম অগ্নি এবং তৎসহ সকল জীবের বীজ লইয়া নানাদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে রজ্বনদের প্রবাহ সকলের দেশে অর্থাৎ হপ্তহেন্দ দেশে আসিয়া বাস করিলেন।

ডার্মার্ষ্টেরের উপরি-উদ্ধৃত বিবরণে আমরা অহুর মজ্‌ত, বিবজ্বত ও তৎপুত্র যিম, ঐর্য্যণো বৈজো, হপ্তহেন্দ বা রজ্বনদ এই ছয়টী কথা দেখিতে পাই। এই কথা ছয়টী যে, নিম্নলিখিত ছয়টী সংস্কৃত কথার রূপান্তর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

অহুর মজ্‌ত—"সংস্কৃত "স"য়ের পরিবর্ত্তে পারসিকেরা সর্ব্বদা "হ" ব্যবহার করে; সেই জন্য ইহা অসুর মস্‌ত বা মহাসুর। পারসিক মজ্‌ত হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা মস্‌ত কথা উদ্ভূত হইয়াছে। বলা বাহুল্য হিন্দুর দেবতা সুর এবং পারসিকের দেবতা অসুর। পিতৃলোক তাহাদের মতে দেবগণ।

বিবজ্বত = বিবস্বৎ = বিবস্বান্‌ অর্থাৎ সূর্য্য।

যিম = যম। হিন্দুশাস্ত্রমতে যম বিবস্বানের পুত্র ও পিতৃলোকের রাজা। মনু ও যম উভয়েই বিবস্বানের পুত্র। বোধ হয় পিতৃলোকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্তই বেন্দিদাদে মনুর পরিবর্ত্তে যিম (যম) স্থান পাইয়াছেন।

ঐর্য্যণো বৈজো = আর্য্য বসতি। হপ্তহেন্দ = সপ্তসিন্ধু। রজ্বা = বেদোক্ত রসা নদী; সিন্ধুর শাখাবিশেষ।

শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, Muir's *Sanskrit Texts* Vols i, ii. Tilak's *Arctic Home in the Vedas.*

Max Muler's "*India, what can it teach us ?*"

জলপ্লাবনকে রূপক রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই ঘটনা অসম্ভব ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন৪৪। তবে অনুপাত ধরিয়া গণনা করিলে এই মতের প্রতিকূল অপেক্ষা অনুকূলপক্ষে অধিক লোক দেখা যায়। অপর কোন জাতি জলপ্লাবনের যে কোনরূপ অর্থ করুক্ না কেন, হিন্দু কথনও ইহাতে অনাস্থা স্থাপন করিতে পারে না; কারণ এই ভয়াবহ ঘটনার উপর আর্য্য-হিন্দুর প্রধান মূলতত্ত্বগুলি নিহিত রহিয়াছে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, জলপ্লাবনের পূর্ব্বে মনু কোথায় ছিলেন? শতপথব্রাহ্মণের আখ্যায়িকায় কোনও স্থানই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তবে তাহাতে "উত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব" এই যে শ্লোকাংশটুকু দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে নানা অর্থ প্রকাশ

৪৪। *Prehistoric Man and Beast* pp. 45. 46.

"It would require a large body of scientific evidence of this character to make possible a thorough investigation of the Diluvial traditions of the world, and any attempt to draw a distinct line between the claims of History and Mythology must in the meantime be premature."

Early History of Mankind p. 330.

Secret Doctrine Vol i, 649, ii, 313.

Encyclopaedia Britanica Vol VII pp 55—57.

Isis Unveiled Vol i 30, ii 425.

Laing's *Problems of the Future* p. 14.

Historian's History of the World Vol, i, 574, 576, 610, 619.

পাইয়াছে। সেই সকল অর্থের সমন্বয় সাধন করিলে ভারতবর্ষই মনুর এবং সেই সঙ্গে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থানরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মহাভারতে চিরিণীতীর, মৎস্যপুরাণে মলয়পর্ব্বত এবং অগ্নিপুরাণ ও ভাগবতে কৃতমালা নদী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত নদীই দাক্ষিণাত্যে। তবে কি মনু দক্ষিণাপথেরই কোন স্থানে বাস করিতেন? তাহার পর ভারতমহাসাগরের জলরাশি উদ্বেল হইয়া ভারতবর্ষ ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্যান্য দেশ প্লাবিত করিলে মনুর নৌকা হিমগিরির কোন একটী শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং তথায় প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি সেই পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রে সদলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? কোন হিন্দুই এই মত অমান্য করিতে পারে না। তবে বিষয়টী অতিশয় গুরুতর বলিয়া এস্থলে ইহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

অধুনা জগতের অনেক জাতি আর্য্য নামে পরিচিত। হিন্দু-ব্যতীত পারসিক, গ্রীক, রোমান, শর্ম্মণ্য, শাকসেন ও কেল্ট এবং ইংরাজ, ফরাসী, রুষ প্রভৃতি আপনাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন[৪৫]। যদি ইঁহাদের সকলকেই আর্য্যবংশসম্ভূত

৪৫। প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, রোমান, জর্ম্মাণ, শ্লাভোনীয়ান ও কেল্ট-গণও ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত একত্র একটী অভিন্ন বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।

Muir's *Sanskrit Texts* Vol ii pp 277—304.

India, what can it teach us? pp. 23—27.

History of the Ancient Sanskrit Literature. pp 12—15.

Prichard's *Physical History of Mankind*, Vol IV. p. 35.

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অভিযান ও উপনিবেশ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে আর্য্যজাতি এখন জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দুইটী কার্য্য আধুনিক পাশ্চাত্য আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইতেছে। ইঁহাদের সভ্যতাই এখন জগতের সর্ব্বত্র বলবতী। এই সভ্যতার সম্মুখে এজ্‌টেক্, ইজিপ্সিয়ান্, ইঙ্কা, মেয়রী, দাহোমী, ফিজিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন অনার্য্য-জাতিনিবহ শনৈঃ শনৈঃ অদৃশ্য হইয়াছে ও হইতেছে। আর্য্যনামের মহামহিমার সম্মুখে আজি বসুন্ধরা ভক্তি ও ভয়ে নতজানু। যে জাতির এত গৌরব-গরিমা, সে জাতির আদি উদ্ভবস্থল সম্বন্ধে সুধীমাত্রেরই অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সেই বলবতী অনুসন্ধিৎসার প্রভাবে প্রথমে মধ্য এশিয়া, পরে লাপ্‌ল্যাণ্ড, স্কন্দনবীয়া, গ্রীণল্যাণ্ড, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি দেশের উপর লোকের দৃষ্টি আসক্ত হইল; শেষে আতলান্তিস্, উত্তরকুরু ও উত্তর মেরু আর্য্য-প্রতিভার আদি-জননী বলিয়া পর্য্যায়ক্রমে হেমমুকুট ধারণ করিলেন। আজি উত্তরকুরু ও উত্তর মেরুর মধ্যে জগতের মতধ্বনি ঘটিকাযন্ত্রের দোলকবৎ আন্দোলিত হইতেছে[৪৬]। এ সময়ে

Celtic Nations pp. 1—35.

Arctic Home in the Vedas pp. 2—16.

৪৬। বেদে—প্লক্ষ ওকঃ আর্য্যগণের আদি বসতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অবস্তায়—ঐর্য্যণো বৈজো।

শ্লেগেল, ল্যাসেন, বেন্‌ফি, মুলার, স্পিগেল, রেণান, পিক্টে, মুইর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়া আর্য্যগণের আদি বসতি বলিয়া প্রমাণ করিতে

অন্যমত-প্রচারে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে পারে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উত্তরকুরু বা উত্তরমেরু এই দুইটীর মধ্যে কোন দেশই এ সম্বন্ধে অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত

চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কর্জ্জন নামা জনৈক পুরাতত্ত্ববিৎ ভারতবর্ষেই আর্য্যগণের আদি বাস বহুল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। শ্লেগেলপ্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্জ্জনের উক্ত মত খণ্ডন করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অধ্যাপক (Rhys) উহাঁদের সকলের মত খণ্ডন করিয়া আর্কটিক প্রদেশের কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং ওয়ারেণ ও বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহারই মত অবলম্বন পূর্ব্বক বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (Rhys Hibbert Lectures, pp. 631—37 and Arctic Home in the Vedas pp. 18, 232, 296, 390, 408, 409, 417, 418.)

ফলকথা মধ্য এশিয়া যে, আর্য্যগণের আদি নিবাস নহে, ভূতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতবর হক্স্লে বলেন—

"The Hindoo-Koosh-Pamir theory, once enunciated, gradually hardened into a sort of dogma ; and there have not been wanting theorists, who laid down the routes of the successive bands of emigrants with as much confidence as if they had access to the records of the office of a primitive Aryan Quartermaster-General. * * * * Indeed, the glory of Hindoo-Koosh-Pamir seems altogether to have departed."

Huxley's *Essays* Vol. VII, pp 275—277.

হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, বিগুমান কল্পে ছয়টী মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে; এখন সপ্তম মনুর অধিকার। বিগত ছয়টী মন্বন্তরের প্রারম্ভে উত্তরকুরু বা উত্তরমেরু প্রদেশে যে, লোক সৃষ্ট হয় নাই, তাহা কে বলিবে? ডাক্তার ওয়ারেণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ গভীর গবেষণাসাহায্যে উত্তর মেরুপ্রদেশে আর্য্যজাতির যে বিশাল আয়তন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ধীমান্ বালগঙ্গাধর তিলক যাহাকে নানাবিধ অমূল্য মণিরত্নে মণ্ডিত ও অতুল শোভাময় করিয়া তুলিয়াছেন, উষার অপার্থিব শোভাসম্পদে বিমোহিত হইয়া এবং ব্রাহ্ম দিবস প্রভৃতি মতবাদে আস্থাস্থাপন করিয়া বেদের পরম পরিপোষক সেই উত্তরমেরুপ্রভব মত কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। বিশেষতঃ কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উত্তরকুরু, উত্তর মদ্র প্রভৃতি উত্তর দেশ সকলের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। এই সকল কারণে ওয়ারেণ ও তিলকের মত অগ্রাহ্য হইতে পারে না[৪৭]।

বেদ, বৈদিক গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংহিতা সমুদায়ে আমরা যে দেশের স্বর্গীয় ছবি অলৌকিক স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত

৪৭। "পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্বৈ পথ্যা স্বাস্তস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।

তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরবঃ উত্তরমদ্রাঃ ইতি বৈরাজ্যায় এব তেঽভিষিচ্যন্তে।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

দেখিতে পাই, যাহার ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারাদি জগতের আর সকল মানবের পক্ষে আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[৪৮], যে দেশের সভ্যতাই আদর্শ সভ্যতা, আতলান্তিস্ বা লিমূরিয়া, উত্তরমেরু বা সাইবিরিয়া, লাপল্যাণ্ড বা গ্রীণল্যাণ্ড অথবা বামিহুনিয়া বা আর্ম্মেণিয়া—যেখানেই তাহার বিস্তার হউক না কেন, ভারতকেই তাহার আদিপ্রসূ এবং ভারতভূমিই সেই দেশ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ এই ভারতেই সরস্বতী নদী এবং এইখানেই ব্রহ্মর্ষি দেশ। অত্রি, অঙ্গিরা, কণ্ব, গোতম, কুৎস, কাক্ষীবান্, বশিষ্ঠ, বামদেব, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, দীর্ঘতমা, মেধাতিথি ও মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ ঋষি অধিকাংশ বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা; তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সপ্তম মন্বন্তরের ঋষি এবং সকলেই ভারতবর্ষে উদ্ভূত[৪৯]। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র প্রভৃতি কতকগুলি উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী দেশসমূহের উল্লেখ

এতদ্ব্যতীত রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, মহাভারত আদি, সভা ও অনুশাসনপর্ব্ব এবং বিষ্ণুপুরাণাদি দ্রষ্টব্য।

৪৮। ইতিপূর্ব্বে ৩৬।৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৯। বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র! শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে॥ ৩১॥
আদিত্য বসুরুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে!
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয়! ত্রিদশেশ্বরঃ॥ ৩২॥
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্॥ ৩৩॥
বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ১ম অধ্যায়।

ও প্রশংসা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে, আর্য্য হিন্দুগণ তথা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ যে, সময়ে সময়ে সেই সকল দেশে গমনাগমন করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তরকুরুদেশে বিবাহসম্বন্ধে বিশেষ কোন মর্য্যাদা পূর্ব্বকালে স্থাপিত হয় নাই, সেই কারণে মহাভারতে তত্রত্য রমণীগণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বর্ণিত আছে। সেই সকল দেশে যে সকল আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তৎসমস্তই আর্য্যবিরুদ্ধ; তবে তথায় আর্য্যজাতির উদ্ভব কিরূপে হইল?

আমি আবার বলিতেছি, ভগবান্ বৈবস্বত মনু আর্য্যজাতির আদি পুরুষ। ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও পুরাণ বলিতেছেন, প্লাবনের পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে তিনি বাস করিতেন, তাহার পর প্লাবনান্তে হিমালয়-প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হিমগিরি-প্রদেশেই মনু আর্য্যজাতির সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই অনন্ত হিমানী হইতে বিদায় লইয়া সেই প্রাচীন আর্য্যগণ বর্ত্তমান কাবুল ও কান্দাহার হইয়া ক্রমে ক্রমে ভারতের সপ্তসিন্ধু প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে ক্রমে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত ও মধ্যদেশ এই রাজ্যচতুষ্টয় স্থাপন এবং পরিশেষে দাক্ষিণাত্য অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতই যে প্রামাণ্য বা অভ্রান্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ আমরা দেখিতে পাই, দ্রাবিড়ী সভ্যতা এক সময়ে ভারতে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল[৫০]।

৫০। Caldwell's Dravidian Grammar, pp. 77—81. Indian Empire, p. 322.

প্রাচীন গ্রন্থে সেই সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। অনেকের ধারণা দ্রাবিড়ী সভ্যতার উচ্ছেদ করিয়া আর্য্যগণ আপনাদের সভ্যতা ভারতে প্রচারিত করিয়াছিলেন; সুতরাং দ্রাবিড়ী সভ্যতা পূর্ব্ব-বর্ত্তিনী। যদি দ্রাবিড়ী সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে দ্রাবিড়গণ অবশ্যই আর্য্যাদিগের পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং দ্রাবিড়দিগেরও পূর্ব্বে কোলারিয়ান প্রভৃতি শকদিগের ভারতবর্ষে আগমন-বৃত্তান্ত দেখা যায়। সুতরাং আদৌ দুইটী উপপত্তি প্রকাশ পাইতেছে; প্রথম—দ্রাবিড়গণ কোলারিয়ানদিগকে তাড়িত করিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং দ্বিতীয়—সেই দ্রাবিড়গণ আবার আর্য্যাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিমাচলের দক্ষিণস্থিত সমগ্র ভূভাগ জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; তাহা হইলে অবশ্যই তত্রত্য অধিবাসিগণও সেই মহাপ্লাবনে প্রাণ হারাইয়াছিল। তাহার পর প্লাবনান্তে ধরিত্রী স্বীয় পঙ্কিল মালিন্য ত্যাগ করিয়া অভিনব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পুনর্ব্বার শোভিত হইলে তবে তাহা মানবের বাসোপযোগী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, মহাভারত ও পুরাণে দেখা যাইতেছে যে, প্লাবনের জলরাশি শুষ্ক হইয়া আসিলে মনু হিমালয়ের একটী শৃঙ্গে নৌকাবন্ধন করিয়া তপস্যা ও পাকযজ্ঞ দ্বারা নূতন প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আরও—কিলাত ও আকুলি নামক দুইটী অসুর-যাজকের পাপপ্রবৃত্তি ও পরাভবের বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কাঠক ব্রাহ্মণে দেখা যায়[৫১]। ইহাতে

৫১। "কিলাতাকুলী ইতি হাসুরব্রহ্মাবাসতুঃ। তৌহ উচতুঃ শ্রদ্ধাদেবো

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনু যেস্থানে পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেইস্থানে কতকগুলি অসুর পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিল। যদি সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইল, তাহা হইলে সেই অসুরকুল কোথা হইতে আসিল?

এটী বড়ই বিষম সমস্যা! যদি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিবরণ অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ভারতবর্ষে প্লাবন হয় নাই, অন্য কোন দেশে হইয়া থাকিবে এবং তথা হইতে মনু স্বীয় নূতন প্রজাবর্গের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে দেশ কোথায়, এস্থলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না ইতঃপর নূতন প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইবে। তবে এস্থলে একটী কথা বলিতে হইবে যে, ঋগ্বেদে আমরা যে আর্য্যসভ্যতার এত বহুল বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হইয়াছিল। যদি জলপ্লাবন সত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভগবান্ বৈবস্বত মনু সেই সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সেই আর্য্যসভ্যতা প্লাবনের পরেই ভারতে যুগপৎ উদ্ভিন্ন হইয়াছিল; ক্রমোন্মেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় নাই। এ কথাটী

বৈ মনুঃ। আবং নু বেদাবেতি। তৌহ আগত্য উচতুর্মনো যাজয়াব ত্বেতি।"
শতপথ ব্রাহ্মণ। ১। ৪। ১৪।

"মনোঃ শ্রদ্ধাদেবস্য যজমানস্য অসুরঘ্নী বাগ্‌ যজ্ঞায়ুধেষু প্রবিষ্টা আসীৎ।"
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩। ২। ৫

কাঠক ব্রাহ্মণে কিলাত ও আকুলির পরিবর্ত্তে ত্রিষ্ঠা ও বরূত্রির নাম দেখা যায়।

"অথ তর্হি ত্রিষ্ঠাবরূত্রী আস্তামসুরব্রাহ্মণৌ॥ ২। ৩০। ১।

সহসা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে; কারণ বিদ্যমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, জগতের সকল অবস্থাই ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হইয়া থাকে; একেবারে কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে না। এই মতের পোষকতার নিমিত্ত তাঁহারা পাষাণ-যুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ—এই যুগত্রয়ের প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রয়োজন-বোধে এস্থলে আমরা উক্ত তিনটী যুগের সঙ্ক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। বেদে আর্য্যসভ্যতার যে মনোজ্ঞ বিবরণ দৃষ্টি-গোচর হয়, জগতের আর কোন প্রাচীন মনুষ্যজাতির মধ্যে সেরূপ সভ্যতা কখনও উদ্ভিন্ন হইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিবরণ কুত্রাপি দেখা যায় না; আরও এরূপ গ্রন্থও নিতান্ত বিরল বলিতে হইবে। মিশর, ব্যাবিলন, চাল্‌ডিয়া, ফিনিশিয়া, মিডিয়া, চীন, পেরু ও মেক্‌সিকো—এই সকল দেশে অতি পুরাকালে একপ্রকার উচ্চ সভ্যতার উদয় হইয়াছিল[৫২]; অধুনা কোন কোন গ্রন্থে সেই সকল সভ্যতার বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু অনন্ত কাল তৎসমুদায় দেশের রঙ্গালয়ে যে বিশাল যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বগৌরবের অতীত বিবরণ বা কিংবদন্তীসমুদায় বৃহৎ যুগাত্যয় সহকারে যেরূপ বিকৃত, বিপর্য্যস্ত,—এমন কি অনেক স্থলে বিলুপ্ত

৫২। Maspero's *Dawn of Civilization*, *History of Art in Chaldea and Assyria*, *History of Ancient Egyptian Art*, *History of Art in Phoenicia and Cyprus*, *Early History of Mankind*, *History of Mankind*. *Historians' History of the World.*

হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রায় সকল স্থলেই ঐতিহাসিক গবেষণা একপ্রকার নিরর্থক হইয়াছিল; শুভক্ষণে বিজ্ঞান আসিয়া পাশ্চাত্য জগতের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে বিস্তর অসাধ্য সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। বসুন্ধরা বাস্তবিকই রত্নগর্ভা; কালের কঠোর করপ্রহারে ধরাপৃষ্ঠ ও মনুষ্যসমাজ হইতে যে সকল নিদর্শন দুরীকৃত হইয়াছে, বসুমতী স্বীয় সুবিশাল গর্ভে তৎসমুদায়কে সযত্নে সঙ্গোপনে রাখিয়া দিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতের কতিপয় ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সহসা সেই অন্তর্নিহিত রত্নরাজির উপর নিপতিত হয়[৫৩]। পিরামিড, পাতালগৃহ, গুহাগুম্ফ, সমাধিসন্ধি, এড়ুকাদি খনন করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবীর কুক্ষি মধ্যে একটী বিশাল জগৎ দেখিতে পাইলেন; সেই জগৎ জড়, নীরব, নিঃস্পন্দ,—চেতনাহীন; কিন্তু তাহার সেই প্রাণ-হীন নির্ব্বাক্ জীবসমুদায়ের প্রত্যেক কণা হইতে যেন শত শত জিহ্বা অনন্ত উদ্যমে কোন অতীতযুগের কোনও বিলুপ্ত মানবজাতির কত কীর্ত্তি ও অবদানের কাহিনী অবিরত কীর্ত্তন করিতেছে।

কোথাও সুবিশাল নরকঙ্কাল,—হস্ত, পদ, করোটী, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ-বংশ, শকৃথি, ত্রিক, বস্তি, পর্শুকা—সকলই অতিমানুষ, অতি দীর্ঘ, অতি স্থূল, অতি মহান্।—পার্শ্বে, নিকটে বা দূরে সেই স্তরেরই এক অংশে মহাবরাহ, বা অতিকায় হস্তীর অস্থিসমূহ শ্লথ অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কোথাও বা ভল্ল, শূল, মূষল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল,

---

৫৩। *Prehistoric Man and Beast*, pp 8—11.

Prehistoric Times, Man, the primeval Savage, Early History of Mankind.

অসি, ছুরিকা, অথবা শরাগ্র সকল গুচ্ছাকারে পতিত ;—সকলই পাষাণময় ; লৌহ, তাম্র, বা অন্য কোন ধাতুর লেশমাত্রও নাই। কোথাও বা তাহার ঊর্দ্ধস্তরে, অথবা তাহারই সমতলে অস্থি, শৃঙ্গ, বা দারুময় সেইরূপ নানা অস্ত্র-শস্ত্র, তদনুরূপ শিলাময় শেলশূলাদির সহিত পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে, নিকটে,—পার্শ্বে—বা একই স্থানে একত্র অনুরূপ অতিকায় মানব-কঙ্কাল, অথবা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মনুষ্যের অস্থিমালা যেন তৎসমুদায়ের উপর স্ব স্ব স্বামিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ কোন কোনও সমাধির অভ্যন্তরে বামন-দেহের খর্ব্ব অস্থি সকল দৃষ্টিগোচর হয়। মৃণ্ময়, পাষাণময়, বা দারুময়, কিংবা কোন কোন স্থানে কাচময় বিবিধ পান, পাক ও ভোজ্যপাত্র সকল, তন্মধ্যে কোনটী রঞ্জিত, কোনটী অরঞ্জিত, আবার কোনওটী বা সুরঞ্জিত, নানা জীবচিত্রে বিবিধবর্ণে চিত্রিত। যেন কে সযত্নে সন্তর্পণে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

জগতের যে সকল স্থল সভ্যতালোকে এক সময় আলোকিত হইয়াছিল ; প্রায় তৎসকল স্থলেই এইরূপ নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। তাহাতে বিগত বিংশতি বৎসরের মধ্যে জগতের ইতিহাস ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে ; শিক্ষিত মানবের চিন্তা-স্রোতঃ সম্পূর্ণ নূতন নিখাতে প্রবাহিত হইয়াছে। যত দিন যাইতেছে, ইতিহাস তত নূতন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া শতকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছিল, আজি তাহার বিপরীত প্রমাণপ্রকাশে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। এইরূপে নূতন চিন্তা, নূতন ধারণা, অভিনব গবেষণা যেন কোন অপার্থিব যাদুবিদ্যা দ্বারা পূর্ব্বতন যুগ সকলের চিত্রব্যূহ-

সমূহকে নিত্য নব নব বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। কত দিনে—কোথায় এই প্রবল গবেষণা-গঙ্গা কোন্ সাগরসঙ্গমে মিলিত হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঋগ্বেদে পাষাণযুগের প্রায়ই কোন উল্লেখ দেখা যায় না; সুতরাং বুঝিতে হইবে ঋগ্বেদে যে আর্য্য-সভ্যতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একেবারে প্রথম হইতেই ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল[৫৪]। এ কথা সত্য কি না, ইতঃপর যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে। জগতের অন্যান্য স্থানে সভ্যতা কিরূপ পদ্ধতিক্রমে বিকাশ পাইয়াছিল, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। পাষাণাদি যুগত্রয় যে সকল দেশে প্রকাশ পাইয়াছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জগতের নানাস্থানে ভূগর্ভ অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; প্রয়োজন-বোধে এস্থলে তাঁহাদের সংগৃহীত বিবরণের সার সঙ্কলিত হইল।

ভারতে যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই পৌরাণিক কালবিভাগ প্রচলিত আছে, পাশ্চাত্য প্রাচীন কবিগণ কালকে সেইরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ ও লৌহ এই চতুর্ব্বিধ যুগপর্য্যায়ে বিভক্ত

৫৪। "Indeed numerous facts which have been observed in America tend to prove that it is not necessary for the complete social development of a people that it should pass successively through the three ages of stone, bronze and iron."

Man before Metals, p. 25.

করিয়াছেন৫৫। পণ্ডিতবর জলী বলেন, শনৈশ্চরের শাসনকালে অর্থাৎ স্বর্ণযুগে মানবের সুদীর্ঘ পরমায়ু ছিল। সুখ, শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদে তাহাদের সেই সুদীর্ঘ জীবন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। কিন্তু দ্বন্দ্বের ভীষণ কোপদৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হওয়াতে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; তখন লৌহ আসিয়া স্বর্ণের স্থান অধিকার করিয়া লইল। অচিরে সকল বিষয়েই দ্রুত ক্ষয় ও অপকর্ষ সাধিত হইতে আরম্ভ হইল। মানবের আয়ু সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, শরীরের বিশাল আয়তন হ্রাস পাইল, অবিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির ভঙ্গ হইল। আজি মানব তাহার সেই আদিম সম্পূর্ণতার ক্ষীণ ছায়ামাত্র বহন করিয়া রহিয়াছে। পুরাণে হিন্দুর যুগচতুষ্টয়ের যে প্রদীপ্ত চিত্র লক্ষিত হয়, তাহার সহিত পাশ্চাত্য পৌরাণিকগণের বর্ণিত এই যুগ-চিত্রের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পণ্ডিতবর জলী বলেন, ইহার পর পাশ্চাত্য জগতে আর একটী পৌরাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রথমে দানবগণ, পরে বামনগণ এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল। দানবগণ গিরিগহনে বিরাট্ পাষাণময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। তাহারা শিলাময় গদা-দণ্ডাদি লইয়া যুদ্ধ করিত; লৌহাদি ধাতু তাহাদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। বামনগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল; কিন্তু উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী ছিল বলিয়া দৌর্ব্বল্যে তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না।

৫৫। *Man before Metals*, P. 19.

বুদ্ধিবলে তাহারা ব্রোঞ্জযুগের অবতারণা করিয়াছিল। ভূগর্ভ খনন করিয়া তাহারা উক্ত ধাতু প্রভূত পরিমাণে উদ্ধৃত করিত; অগ্নি-সাহায্যে সেই ধাতু হইতে বিবিধ রমণীয় অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি গঠিত করিয়া মনুষ্যদিগকে প্রদান করিত। পরিশেষে দানব ও বামনগণ মানবদিগকে পৃথিবী ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল; মনুষ্যগণ লৌহযুগের অবতারণা করিয়া পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিল।

এই পাশ্চাত্য বিবরণের সহিত আমাদের পুরাণবর্ণিত বামনাবতার ও দৈত্যেন্দ্র বলির উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, এই পৌরাণিক বিবরণের মধ্যে অন্যতন ভূতত্ত্ববিদের আবিষ্কৃত পাষাণ, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের প্রগাঢ় ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উক্ত ত্রিবিধ যুগের অস্তিত্ব জগতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ডেন্‌মার্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজরলাণ্ড ও ইতালী এই পাঁচ রাজ্যে অধিক দেখা যায়। এশিয়া মণ্ডলের অনেকস্থানে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় উক্ত যুগত্রয়ের অবিচ্ছিন্ন পর্য্যায় কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিস্তর গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকার অনেক প্রদেশে ব্রোঞ্জ যুগের পূর্ব্বে একটী তাম্রযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অহিয়ো ও মিসিসিপী নদ যুগের মধ্যস্থলে অতিপুরাকালে কতকগুলি মানব বাস করিত। পৃথিবী হইতে তাহারা অনেকদিন অদৃশ্য হইয়াছে; কিন্তু তাহা-দিগের রচিত নানাবিধ মৃৎপ্রাচীর, বড় বড় জাঙ্গাল ও রথ্যাদি দর্শন করিলে আজিও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। সুপিরিয়র হ্রদের তাম্র হইতে শিলাময় মুদ্গর দ্বারা অগ্নির বিনা সাহায্যে তাহারা নানাবিধ

অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি গঠিত করিত৫৬। য়ুরোপের মহাদেশে আর্য্যবসতিসকল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহার অনেক স্থল সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল; ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভূখণ্ডসমুদায়ে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা কোনরূপ ধাতুব্যবহার জানিত না। পরিশেষে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে আর্য্য ও পতিত আর্য্যসন্তানগণ তত্তদ্দেশে গমন পূর্ব্বক সেই সকল অসভ্য মানবদিগকে তাড়িত ও বিধ্বস্ত করিয়া লৌহাদি-ধাতু নির্ম্মিত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রচার করিয়াছিলেন।

স্থপতি, ভাস্কর ও কুম্ভকার স্ব স্ব শিল্পমধ্যে এক একখানি বিশাল ইতিহাস রচিত করিয়া রাখে। বসুন্ধরা সেই সকল শিল্পদ্রব্য স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকেন।

৫৬। এম, ডি, প্রাড় বলেন, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, হাঙ্গেরী, স্যাভয়, সুইজর্লণ্ড, ও স্পেনে ব্রোঞ্জযুগের পূর্ব্বে তাম্রযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পণ্ডিতবর রুগমণ্টের মতে, রুষিয়ায় অবিমিশ্র তাম্রযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরিশেষে মিশরের সমাধি সকলে তাম্র ও ব্রোঞ্জ উভয় ধাতুরই নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রান্স অথবা আমেরিকায় তাম্রযুগ আদৌ বিদ্যমান ছিল কি না, আজি তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। জলী বলেন, ব্রোঞ্জ অপেক্ষা তাম্রে দ্রব্যাদি গঠিত করা সহজ; সেইজন্য অনেক দেশের লোক অগ্রে তাম্রই ব্যবহার করিত।

Man before Metals, p. 20.

Pre-historic Man and Beast, p. 245.

Early History of Mankind, p. 207.

Man the Primeval Savage, pp. 316. 317.



প্রাথমিক মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ।

১০০ পৃষ্ঠা

শেষে উপযুক্ত অনুসন্ধিৎসু বসুমতীর ধ্যানভঙ্গ করিয়া নিজ প্রখর প্রতিভা সাহায্যে ভগবানের বেদোদ্ধারবৎ প্রকৃত ইতিহাসের সমুদ্ধার করিয়া দেন। মানবের জাতি ও বর্ণের ন্যায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও কুলালশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, যুগ ও প্রকৃতি পরিদৃশ্যমান হয়। কোন্ যুগে কোন্ জাতি সেই শিল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাহা মৌলিক, কি মিশ্রিত, অথবা সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত, শক্তিশালী প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেক সময় তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। একটী শিল্পে হয়ত ভারত, মিশর, এসিরিয়া ও ফিনিশিয়া এই চারিটী দেশেরই বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতে পারে; অনুসন্ধিৎসু তাহা স্পষ্ট প্রণিধান করিয়া লইবেন এবং সেই ভিন্নতা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত আবশ্যক; কেননা সুদূরবর্ত্তী অনেক ভিন্ন ভিন্ন দেশের যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রগাঢ় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৃটেন বা ডেনমার্কের পাষাণযুগের সহিত পোলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পাষাণযুগের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় জাতির যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র এরূপ সদৃশ যে, উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের দুইটী যন্ত্র একত্র পরীক্ষা করিলে পারদর্শী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহই উভয়ের জাতি-নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন না। বস্তুতঃ বৃটেন বা ডেন্মার্কের শিলীমুখসমূহের সাদৃশ্য এত গভীরতর যে, অতি বিচক্ষণ পুরাতত্ত্ববিদও প্রায়ই প্রতারিত হইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে বারংবার পরিদর্শন ও আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

এস্থলে একথা বলা যাইতে পারে যে, ভূতত্ত্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রচুর পূর্ব্ববর্ত্তী। পৃথিবী একদিনে এইরূপ সমৃদ্ধ

শৈলকাননকুন্তল-শোভা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমে আধারশক্তি, পরে কূর্ম্ম ও পরিশেষে শেষনাগ নামে যে ত্রিবিধ স্তরের বিবরণ প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল স্তরের ক্রমিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থিত তেজঃ, জল ও বায়ু মৃত্তিকাকে বিকৃত করিয়া বিবিধ ধাতু উৎপাদন করিতেছে; তদ্দ্বারাই পৃথিবী পরিচালিত হইয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্তা এবং কখনও বা নিম্নে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিল। এইরূপ উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে অবশেষে পৃথিবী বিদ্যমান আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা কতকালের কথা। তাহার পর তাহাতে মনুষ্যনিবাসের পর হইতে যখন তদুপরি মানব-সমাজের সৃষ্টি হইল; সেই সকল মনুষ্য দেব বা দৈত্য হউক, সভ্য বা বর্ব্বর হউক, জীবনধারণের নিমিত্ত যখন তাহারা নানা উপায়ে আহার্য্যের সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তাহাদের সেই সকল প্রবৃত্তি হইতে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায়ের অল্লাধিক নিদর্শন পৃথিবীর কমঠ ও নাগস্তরে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল নিদর্শন দেখিয়াই ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পাষাণ, ব্রোঞ্জ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি পার্থিব যুগের কল্পনা করিয়াছেন। প্রয়োজন-বোধে এস্থলে সেই যুগচতুষ্টয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল৫৭।

৫৭। ভূমেরন্তর্গতৈর্দেবি তেজোঽম্বুশ্বসনৈর্ম্মৃদঃ।
বিকুর্ব্বদ্ভিঃ প্রজায়ন্তে বহবোধাতবঃ শিবে।
তৈরবচাল্যতে ভূমিরূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যতে ক্বচিৎ।
উৎপদ্যন্তে মহাসারা ভূধরাঃ ক্বাপি সুব্রতে।
ব্রহ্মযামল।

১। পাষাণ-যুগ (STONE PERIOD).

মানব যে সময়ে তাম্রলৌহাদি ধাতু ব্যবহার করিতে জানিত না; সামান্ত সামান্ত প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত যখন তাহারা প্রস্তর, অস্থি, শৃঙ্গ প্রভৃতি পদার্থ ব্যবহার করিত, সাধারণতঃ তাহা পাষাণ-যুগ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। বর্ণনের সুবিধাে পাষাণ-যুগ প্রাচীন (Paleolithic) বা অর্ব্বাচীন (Neolithic) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

শ্রুতি আছে যে, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—ইত্যাদি" অর্থাৎ ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত-পুঞ্জের মধ্যে এই পৃথিবীরই সর্ব্বশেষে সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ আকাশ, পরে বায়ু, তদনন্তর অগ্নি, তাহা হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে। জল হইতে সূক্ষ্ম পার্থিব পরমাণুসমূহের উদ্ভব হয় এবং তৎসমস্তই পরে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতি অবলম্বন করিয়া সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তবক্তা ঋষিগণ এই মত সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঋষিগণের এই মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মুসোজলী বলেন—

The immense majority of geologists hold that the earth was originally a mass of incandescent and fluid matter. As it gradually cooled an outer crust was formed, and the vapours dispersed in the atmosphere were condensed upon the surphace of the globe, and formed the seas. At the bottom of these original seas the primary rocks and those of the transition period were deposited. These were followed by those of

(ক) পেলিয়োলিথিক অর্থাৎ প্রাচীন পাষাণ-যুগ।—ইহা Drift period—অর্থাৎ পয়ীবাহ যুগ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুগে অধিকাংশ মানব ও ইতর প্রাণী গিরিগুহায় বাস করিত। সেইজন্য তাহারা গুহাশায়ী (Troglodytes) নামে বর্ণিত হইতে পারে। অতিকায় হস্তী, লোমশ গণ্ডার, বিরাট্ ভল্লূক প্রভৃতি পশুগণ এই যুগে মনুষ্যের সমসাময়িক। ইহারা সকলেই গুহামধ্যে বাস করিত এবং সেই বাসভবন লইয়া তাহাদিগের সহিত মনুষ্যকে

---

the tertiary period, which Lyell has divided into eocene, meocene, and pleiocene."

অর্থাৎ পৃথিবী প্রথম অবস্থায় কেবল জলদ্বায়ু ও তরল পদার্থের একটী পুঞ্জরূপে বিদ্যমান ছিল। ক্রমে যেমন তাহা শীতল হইয়া আসিল, তাহার উপরিভাগে একটী কঠিন স্তর পড়িতে লাগিল, এবং বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পৃথিবীর উপর ঘনীভূত হইয়া সমুদ্রের মূর্ত্তিধারণ করিল। এই সকল আদিম সমুদ্রের তলদেশে প্রাথমিক ও তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বত সমুদায় অবস্থিত রহিল। ইহাই ভূমণ্ডলের প্রাথমিক যুগ। ক্রমে তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। তৃতীয় যুগ যথাক্রমে ইয়োসিন অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন, মিয়োসিন অর্থাৎ মধ্য এবং প্লিয়োসিন অর্থাৎ উর্দ্ধ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত উক্ত যুগত্রয়ের সহিত ভারতীয় ঋষিগণের বর্ণিত আধারশক্তি, কমঠ ও অনন্ত নাগ এই ত্রিবিধ স্তরের অবস্থার অনেক সামঞ্জস্য হইতে পারে।

Man before Metals, p. 9.

Encly : Brit : Vol X. pp. 214—264.

Problems of the Future pp. 56, 57, 93, 94.



পুরাতন পাষাণযুগের গুহা মধ্যে

ভল্লুকের সহিত মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১০৪ পৃষ্ঠা

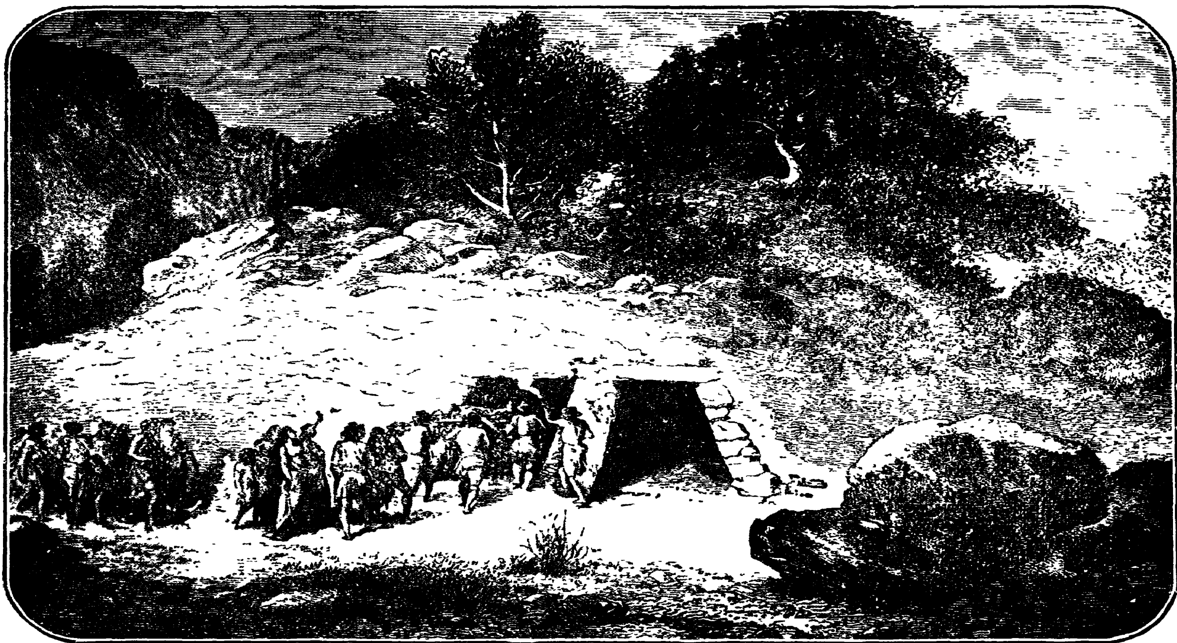
অনেক সময় প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে হইত। মানব তখন লৌহ, তাম্র প্রভৃতি কোনও ধাতু ব্যবহার করিতে জানিত না; প্রস্তর, শৃঙ্গ, বা অস্থি দ্বারাই বাণ, শূল, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিত। ফ্লিণ্ট (Flint) অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ শিলা৫৮ দ্বারাই অধিকাংশ শিলীমুখ তৎকালে প্রস্তুত হইত। কখনও বা মনুষ্য বা পশ্বাদির অস্থি, কিংবা হরিণাদির শৃঙ্গও উক্ত অস্ত্র-শস্ত্র সমুদায়ের উপকরণ-রূপে কার্য্য করিত। ঐ সকল অস্ত্র সাহায্যেই মানবগণ দুর্দ্ধর্ষ শ্বাপদকুলের সংহারসাধনে সমর্থ হইত; নতুবা তাহাদের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা ও শৃঙ্গ সম্মুখে মানব কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। য়ুরোপের অনেক স্থানে—বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম প্রভৃতি দেশের নানা গুহামধ্যে স্ফুলিঙ্গশিলা-নির্ম্মিত শরাদি পাওয়া গিয়াছে।

(খ) নিওলিথিক (Neolithic) অর্থাৎ অর্ব্বাচীন বা নবপাষাণ যুগ। অনেকে ইহাকে Surface stone অর্থাৎ উপরিতল শিলা নামেও বর্ণিত করিয়া থাকেন। এই যুগের পাষাণ-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র

৫৮। বাঙ্গালা চলিত কথায় ইহাকে চক্‌মকি পাথর বলা যায়। ইহা "সিলিকা" নামক প্রস্তরাংশে গঠিত। তবে উপকরণের মধ্যে চূর্ণ (চুন), লৌহ ও আলিউমিন দেখা যায়। প্রথম যখন আকর হইতে ইহা উত্তোলিত হয়, তখন স্ফুলিঙ্গশিলা এত কোমল থাকে যে, ইহাকে ইচ্ছামত আয়তনে গঠিত করিতে পারা যায়। তাহার পর উন্মুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ রাখিলেই "ফ্লিণ্ট" কঠিন হইয়া পড়ে। আদিমকাল অবধি ইহা হইতে অগ্নি উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। আজিকালি দীপশলাকা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলেও পল্লীগ্রামের অনেক স্থলে চক্‌মকি ব্যবহৃত হয়।

সকল অনেক পরিমাণে সুষ্ঠু ও সুশাণিত। এই যুগ যে অতি প্রাচীন, আয়র্লণ্ড ও সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি দেশের হ্রদপল্লী (Lake dwellings) এবং ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অস্থিস্তূপ সকল দর্শন করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; কারণ উক্ত হ্রদবসতি ও অস্থিস্তূপসমূহের মধ্যে নবপাষাণ যুগের অগণ্য শিলীমুখ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাণিত পাষাণাস্ত্র ব্যতীত অগণ্য মৃৎপাত্র ও স্থূল ধাতুর অলঙ্কারাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই প্রাচীন যুগে য়ুরোপের অধিবাসিগণ সভ্যতার সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছিল। সুবর্ণের মোহন চাক্‌চিক্য তখন তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ফুলিঙ্গ শিলা, অস্থি ও দারুখণ্ডের সহিত স্থূল স্থূল হেমগুটিকা গ্রথিত করিয়া তাহারা অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিত। কোপেনহেগেনের প্রসিদ্ধ কৃষ্টনবর্গ-প্রাসাদে তদ্দেশীয় বুধগণ কর্তৃক উক্ত প্রকার লক্ষ লক্ষ অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ রয়াল আইরিশ একাডেমী, স্কটলণ্ডের সোসাইটি অভ্ এণ্টিকোয়েরিস্ ও বৃটিশ মিউজিয়মে তদনুরূপ কত প্রকার অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, পাষাণপাত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যে, রক্ষিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তৎসমুদায় অস্ত্রশস্ত্রাদি, পাত্র ও অলঙ্কারের গঠন ও আয়তনে কোনরূপ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোনটীর নির্ম্মাণে শিল্পবিদ্যার অতি প্রারম্ভসূত্র সমুদায়ের ক্ষীণ প্রবর্ত্তনা পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই নিরতিশয় কদর্য্য ও সৌষ্ঠবহীন। সেই সমস্ত দ্রব্যাদি তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে



পাষাণযুগের সমাধি।

১০৭ পৃষ্ঠা

যে, পশ্চিম য়ুরোপের প্রাচীন অধিবাসিগণ ধাতু-ব্যবহারের সুবিধা ও মর্য্যাদা সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেছিল[৫৯]।

পূর্ব্বোক্ত পাষাণাস্ত্র, মৃৎপাত্র, মিশ্র অলঙ্কার এবং শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু ও অস্ত্রশস্ত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে যদি তদানীন্তন স্তূপ, গৃহ, মন্দিরাদির গঠন-বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে আদিম স্থাপত্যের ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। বৃটেনীর বিশাল সমতলক্ষেত্রে এবং পিরাণী পর্ব্বতমালার উপত্যকা-দেশে ভ্রমণ করিলে প্রায় প্রতিপদক্ষেপেই বিশাল পাষাণস্তূপসকল পর্য্যটকের নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে। সেই সকল স্তূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ-খণ্ডে গঠিত। খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ অসংস্কৃত বা অনাহত। তাহাতে বাটালির সামান্য ঘা মাত্র পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। শৈলশ্রেণীর গর্ভ হইতে তৎসমুদায় শিলাখণ্ড প্রাকৃত অবস্থায় সংগৃহীত হইয়া বিশেষ কৌশল সহ গৃহাকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। তাহাদের বিরাট্ কলেবর-দর্শনেই সহসা বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে; তখনই মনোমধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, একমাত্র শারীর বলের সাহায্যেই কি প্রাচীন মানবগণ সেই সকল বিশাল শিলা সেইরূপ আদিম গৃহাকারে সজ্জিত করিয়াছিল? অথবা তৎসমুদায়ের সজ্জীকরণে কোনপ্রকার কলকৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল? পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুল অনুসন্ধান

৫৯। *Pre-historic Man and Beast* pp. 238—241.
Early History of Mankind, pp. 199—201.

দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে. একমাত্র ভূজবলই সেই সকল দুরূহ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইল, সেই সকল বিচিত্র পাষাণস্তূপ একপ্রকার গৃহাকারে স্থাপিত। দুই, তিন, কিংবা চারিখানি বিশাল দীর্ঘ শিলাখণ্ড একটি গৃহের প্রাচীরাকারে বিন্যস্ত এবং তাহাদের শিরোদেশে ছাদ সদৃশ কতকগুলি অনুরূপ বিরাট্ ও সুদীর্ঘ পাষাণখণ্ড সজ্জিত। সহসা দেখিলে বোধ হয় বুঝি অতিকায় মানবগণের বাসের নিমিত্ত ঐ সকল সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

ইংরাজী ভাষায় ঐ সকল বিচিত্র পাষাণ-স্তূপ "ডলমেন্" (Dolmen) নামে অভিহিত হইয়াছে। মহাভারতে এড়ুক নামে এক প্রকার প্রস্তর৬০ আয়তনের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায়, বোধ

৬০। অমরকোষে এড়ুক সম্বন্ধে এই বিবরণ দেখা যায়—

ভিত্তিঃ (স্ত্রী) কুড্যমেড়ুকং যদন্তর্ন্যস্তকীকসম্।

কীকসার্থে—"কীকসং কুল্যমস্থি চ।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যে ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি নিহিত থাকে, তাহাই এড়ুক অর্থাৎ সমাধি বা কবর।

মহাভারত, বনপর্ব্বের অন্তর্গত কলিযুগ-বিবরণে এই শ্লোকার্দ্ধ মধ্যে এড়ুকের উল্লেখ দেখা যায়—

"এড়ুকান্ পূজয়িষ্যন্তি, বর্জ্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ।"

এই অমূল্য মহাবাক্যের যাথার্থ্য আজিও অনেকস্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে সমাধি-পূজার প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে যে সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে, সে সময়ে খৃষ্টান বা মুসলমানদিগের ক্ষীণ ছায়াও লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং বোধ হয়

হয় উক্ত "ডল্‌মেন্‌" তাহাই হইবে। বর্ণনের সৌকর্য্যার্থ আমরা এস্থলে তাহা এড়ুক বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। প্রাচীন জগতের বহু প্রদেশে এবং নূতন জগতের কোন কোন স্থানে বিবিধ এড়ুক দৃষ্টিগোচর হয়। জেনারল্‌ পিট্রিভার্ষ বলেন, ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রদেশস্থিত খশিয়া গিরিশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য এশিয়া, পারস্য ও এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত এবং ক্রাইমিয়া, আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থিত ভূমধ্য সাগরের তীরে তীরে গমন করিলে, তাহার পর ইট্রুরিয়া, ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হইয়া বৃটেন—ক্রমে ডেনমার্ক ও সুইডেন পর্য্যন্ত যাইলে বিস্তর ডল্‌মেন দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যমানকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত রুষিয়া, উত্তর এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও স্থানেই তাহাদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় নাই। আমেরিকা মহাদেশে একমাত্র মেক্‌সিকো ও পেরু ভিন্ন অন্যত্র এড়ুক দেখা যায় নাই।

গ্রেট্‌বৃটনে অত্যল্প ডল্‌মেন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পাষাণময় পাতালগৃহগুলিকে এই আখ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি দৃষ্ট হইতে পারে। কাপ্তেন মেডোটেলর ভারতের দাক্ষিণাত্যে অন্যূন ২,১২৯ এড়ুকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সকল এড়ুকের কেবল একদিক উন্মুক্ত, অবশিষ্ট তিন দিকে বৃহৎ শিলাসমূহ দ্বারা অবরুদ্ধ। য়ুরোপ মহাদেশে

বর্ণিত ডল্‌মেনসমূহেরই বিষয় মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা পাষাণ যুগের কথা। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের প্রায় অন্য সকল স্থলেই পাষাণ যুগ প্রবর্ত্তিত ছিল। ভারত তৎকালে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারূঢ়।

শাকসনীর পূর্ব্বভাগে একটীও ডল্‌মেন নয়নগোচর হয় নাই। এতদ্ব্যতীত প্যালেষ্টাইন, আরব, পারস্য, অষ্ট্রেলিয়া, মাদাগস্কর ও পেরুতেও উক্ত প্রকার ডল্‌মেন সকল দৃটিগোচর হইয়া থাকে। আফ্রিকার মরক্কো, আলজিরিয়া ও টুনিসে অনেক পর্য্যটক এড়ুক দেখিয়া আসিয়াছেন৬১।

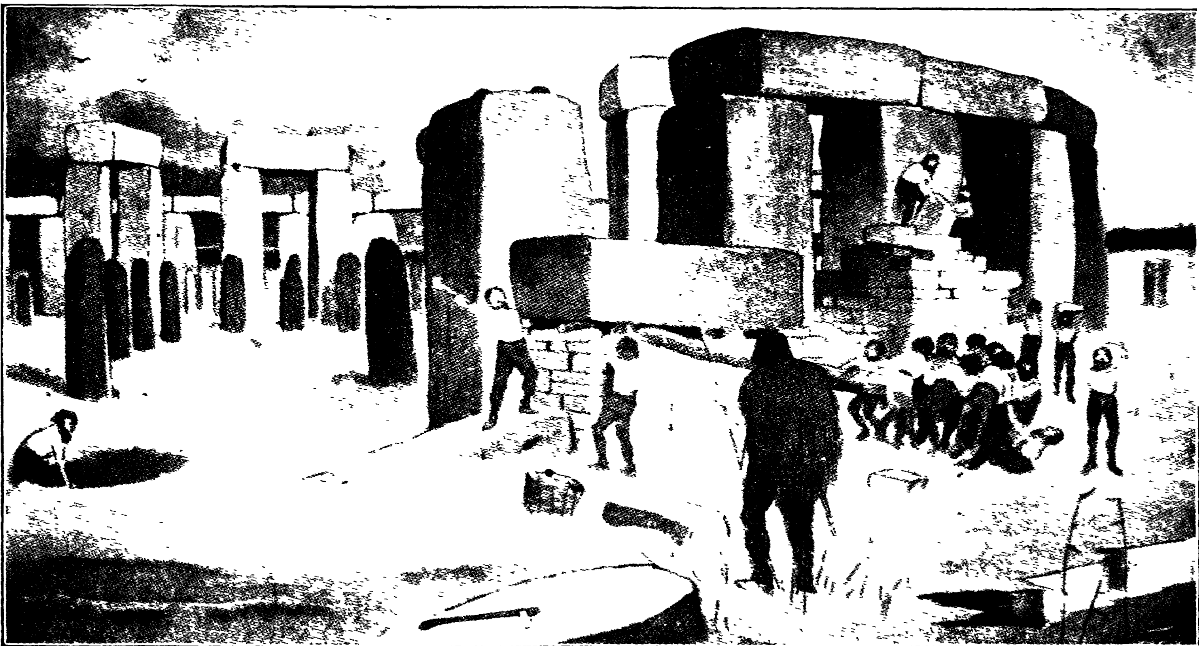
প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কেল্‌ট্‌ জাতি উক্ত ডল্‌মেন অর্থাৎ এড়ুকসমুদায়ের নির্ম্মাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। কিন্তু সে ধারণা এখন ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিদ্যমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে হোয়ার্থ, হাচিনসন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কেল্‌ট জাতির পূর্ব্বে আর একটি বলবান জাতি জগতে বাস করিত। তাহারা ড্রুইড় (Druids) বা দ্রবিড় কি না, তাহা আজিও অভ্রান্তরূপে

৬১। From various records it is clear that long after the first introduction of Christianity into Europe the pagan population, and those who were only partially Christianised clung with great pertinacity to the worship and veneration of rude stone monuments. The decrees of the councils show that in France they were objects of veneration down to the time of Charlemagne.

A decree of a council at Nantes exhorts 'Bishops and their servants to dig up, remove, and hide in places where they can not be found, those stones which in remote and woody places are still worshipped, and where vows are still made.'

Prehistoric Man and Beast pp. 247. 248.

সভ্যতার ইতিহাস।



য়ুরোপের প্রাচীন এড়্‌ক।

১১০ পৃষ্ঠা

নির্ণীত হয় নাই। ফলকথা, তাহারা যে জাতির অন্তর্গত হউক, প্রসিদ্ধ কেল্‌টগণের বহু পূর্ব্বে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল৬২। খননের পর ডল্‌মেনসমুদায়ের অভ্যন্তর হইতে যে সকল দ্রব্য নিষ্কাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এড়ুক-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে শবদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল; কারণ তৎসমুদায় বিচিত্র শিলাগৃহের অভ্যন্তরে দগ্ধ মানবাস্থি ও ভস্মাধারসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মৃণ্ময় বিবিধ পান ও ভোজন পাত্র, সুদৃশ্য শিলানির্ম্মিত শেলশূলাদি, শিলীমুখ, কুঠার, পরশু প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত অলঙ্কারাদির মধ্যে হার, কেয়ুর ও কণ্ঠমালা উল্লেখযোগ্য। সেই সকল অলঙ্কার চাকচিক্যশালী উৎকৃষ্ট স্ফুলিঙ্গ ও কষ্টি শিলায় প্রস্তুত। তৎসমুদায়ের মধ্যে ধাতুরও অভাব নাই, কারণ তাহাতে ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বলয় ও চন্দ্রিকা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ তাম্রও তৎসমুদায়ের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একমাত্র এল্‌জিরিয়ার ডল্‌মেনসমূহে লৌহ নয়নগোচর হইয়া থাকে।

শিল্পাদি।—শিল্পসম্বন্ধে এ জাতি সামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা লিখিতে জানিত না, এমন কি চিত্র-লেখ্যও (Picture-writing) তাহাদের জ্ঞাত ছিল না। তাহাদের সমাধিস্তম্ভে কোন কোন প্রকার চিত্র বা বর্ণ খোদিত দেখা যায়। কুঠার ও এক প্রকার অর্দ্ধচন্দ্রাকার অক্ষর তন্মধ্যে প্রধান।

৬২। ইতঃপর দ্রবিড় জাতির ইতিহাসে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, সেই সকল এড়ুককার সভ্যতার সোপানে আরূঢ় না হইলেও নিতান্ত অসভ্য ছিল না। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের জাতি নির্ণয় করা আবশ্যক। অধিকাংশ লেখকের এই মত যে, তাহারা আইবিরিয়ান বংশের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তাহারা কেল্টজাতির পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাদের অবসানের পরেও জীবিত ছিল। স্পেন দেশের বাস্ক্ প্রদেশ, আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ও ওয়েল্সের কোন কোন অংশে এবং স্কটল্যাণ্ডের হাইলাণ্ড সমূহে কতকগুলি মানব দেখা যায়। অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে, তাহারা কেল্টদিগের পূর্ব্বে জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সচরাচর তাহারা আইবিরিয়ান নামেই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ তাহাদিগকে সিলিউরিয়ান, য়ুস্কেরিয়ান, বাস্ক্ ও বর্ব্বর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এড়ুকের নির্ম্মাতৃগণ কি এক জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল? এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কোন প্রত্নতত্ত্ববিদই কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ইহারা কোন্ স্থান হইতে প্রথমে বহির্গত হইয়া কোন্ পথে কোন্ কোন্ দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও অদ্যাপি অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিতবর বন্ষ্টেটেন বলেন ডল্মেনের নির্ম্মাতা যাহারাই হউক না কেন, প্রথমে তাহারা ভারতের মালবর উপকূল হইতে বহির্গত হইয়া ককেসস্ গিরিশ্রেণীর সঙ্কট পথ দিয়া য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তথা হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে তীরে উপনিবেশ

স্থাপন পূর্ব্বক ক্রাইমিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। শেষোক্ত স্থানে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণী গ্রীশ, সিরিয়া, ইটালী ও কর্সিকায়, এবং অপর শ্রেণী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া হার্শিনিয়ন অরণ্যের এক প্রান্তে উপনীত হইয়াছিল। তদনন্তর এই সকল যাযাবর জাতি বৃটেণী ও নরম্যাণ্ডীতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃটিশদ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয় এবং ক্রমে গল রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে অগ্রসর হইয়া পীরাণিস্ গিরিশ্রেণী উত্তরণপূর্ব্বক স্পেন ও পর্ত্তুগালে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তথায় কিছুকাল অবস্থানান্তে সমুদ্র পার হইয়া তাহারা আফ্রিকার দক্ষিণোপকূলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর প্রাচীন সাইরেণীয়া প্রদেশস্থিত মিশর-সীমান্তে তাহারা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল৬৩। পণ্ডিতবর বনষ্টেটেনের এই মত আজিও সর্ব্বথা পরিগৃহীত না হইলেও আমরা আপাততঃ ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি।

৬৩। *Anthropological Journal*, vol. i. p. 122. *Pre-historic Man and Beast*, pp. 250—255.

নিম্নলিখিত লেখকগণও এতৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন ;—

Mr. John Eliot, in *Asiatic Researches*, vol. III. Rev A. B. Lish, in the *Calcutta Christian Observer* for 1838. Dr. Hooker, in his *Himalayan Journals*, and Dr. Thomas Oldham, of the Indian Geological Servey, on *The Geology of the Khasi Hills* &c.

ডাক্তার হুকারের গ্রন্থে ঐ সকল পাষাণখণ্ডের বিস্তর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বন্‌ষ্টেটেন বলেন, এড়ুককারগণ ভারতবর্ষের মালবর উপকূল হইতে ক্রমে ক্রমে য়ূরোপ মহাদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল[৬৪]। এই বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে, দাক্ষিণাত্যের কোন এক প্রদেশে তাহাদের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। মেজর গডউইন অষ্টিন্‌ ভারতবর্ষের অনেক স্থল ভ্রমণপূর্ব্বক এড়ুক সমুদায়ের একটী বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। খশগণ ভারতের একটী প্রাচীন জাতি। মহাত্মা মনু ইহাদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে খশীয় (Khasia Hill) গিরিশ্রেণীর মধ্যে তাহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে[৬৫]। মেজর সাহেব

৬৪। *Pre-historic Man and Beast*. pp, 244—45,

ডল্‌মেনকারদিগকে কেহ কেহ কেণ্টজাতির শাখাবিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন ; কিন্তু পণ্ডিতবর হাচিন্সন বলেন, পূর্ব্বোক্ত "ডল্‌মেন" বা এড়ুক সমুদয়ের অভ্যন্তরে যে সকল নরকঙ্কাল নিহিত আছে, তৎসমস্তই অনেক পরিমাণে বক্রীভূত। কেণ্টগণ শবদাহের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু এড়ুককারগণ শব দগ্ধ না করিয়া তাহার হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক বক্র অবস্থায় সমাধি মধ্যে নিহিত করিত।

Prichard's *Researches into the Physical History of Mankind*, vol. IV. pp. 219—233.

Prichard's Keltic Nations, p. 384.

৬৫। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩

বলেন, উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই নানা আয়তনের শিলাময় কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সুদীর্ঘ শিলাখণ্ড খশজাতির পল্লীমধ্যে, অথবা পথি প্রান্তে, কিংবা গিরিশ্রেণীর অধিত্যকা-দেশে স্থাপিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। তৎসমুদয়কে দেখিলে সহসা প্রাচীন বৃটন ও উত্তর ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের পুরাতন ড্রুইড় কীর্ত্তি বলিয়া ধারণা হয়। তখনই সেই প্রাচীনতম জাতির সহিত খশগণের আচার ব্যবহারের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায়, উভয়ের সাদৃশ্যে কখনই বিস্ময় সংবরণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহাদের মূল কারণ কি ?

অনেক প্রসিদ্ধ পর্য্যটক এই সকল বিচিত্র জাতির মধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। উন্নত পাষাণখণ্ডসমূহ অবলোকন করিয়া তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই তৎসমুদয়কে সমাধি-চিহ্ন বলিয়া মনে

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ
পারদা পহ্লবাশ্চানাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪

মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কল্যাণকামনাতেও খশগণ পাষাণস্তম্ভ স্থাপিত করিত। প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ জর্ম্মাণ-পণ্ডিত রথশেল বলেন, কোনও ইংরাজের মঙ্গল-কামনায় খশগণ নিজ দেশে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একখানি প্রস্তরখণ্ড-স্থাপন করিয়াছিল।

Ratzel's *History of Mankind*, vol. III. pp. 363—64.

Man before Metals, pp. 133—151, 153—156.

Ibid, pp. 156—161.

Pre-historic Man and Beast, pp. 243—246.

করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ বীরদিগের মৃতদেহ তাহার মধ্যে নিহিত আছে। অপর অনেকের মত এই যে, সেই সকল পাষাণখণ্ড পরলোকগত খশগণের স্মারকস্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মেজর গডউইন্ অষ্টিন বলেন অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য জাতির নিকট তাহাদের প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ। তিনি বলেন খশীয়ভাষায় ঐ সকল উচ্চ পাষাণখণ্ড ময়োবিন্ন * নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উন্নত পাষাণখণ্ডসমূহের সম্মুখভাগে এক এক খানি বিশাল শিলাখণ্ড স্থাপিত; মৃত ব্যক্তিদিগের ভস্মরাশি কখনই তন্মধ্যে প্রোথিত থাকে না। দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অন্ত্যেষ্টি সংকারের সহিত এই সকল স্মৃতি-চিহ্নের কোনই সম্বন্ধ নাই। তবে যে সকল পরলোকগত আত্মা কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় গোষ্ঠী, বংশ অথবা আত্মীয়গণের কল্যাণসাধন করিয়াছে, তাহাদেরই স্মরণোদ্দেশ্যে এই গুলি গঠিত হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জীতেও এইরূপ নানা শিলাখণ্ড নয়নগোচর হইয়া থাকে। তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে সেই একইরূপ মতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন স্থলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ঐরূপ শিলাখণ্ড স্থাপিত হয়। মেজর গডউইন অষ্টিন বলেন, খশজাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহার আরোগ্য ভিক্ষা করিয়া দেবতাদিগের নিকট নানা প্রকার পূজা ও বলির দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রথমে কুক্কুট, শূকর প্রভৃতি বলিরূপে অর্পিত হয়।

---

* ময়োবিন্ন,—ময় অর্থে প্রস্তর, বিন্ন অর্থে বেদিতব্য অর্থাৎ যে প্রস্তর হইতে কিছু জানা যায়, অর্থাৎ প্রস্তরময় স্মৃতিচিহ্ন।

তদনন্তর বিচিত্র মন্ত্র পঠিত ও উপচারাদির আয়োজন হইয়া থাকে। তাহাতে রোগ উপশমিত না হইলে পীড়িত ব্যক্তি পরলোকগত কোন আত্মীয়ের প্রেতোদ্দেশে এই বলিয়া প্রার্থনা করে যে, তাহার রোগ শান্তি হইলে সেই প্রেতের শ্রদ্ধাবিধানের নিমিত্ত কতকগুলি পাষাণ-খণ্ড স্থাপিত করিবে। চিরন্তন সংস্কারের শক্তিবশে, অথবা সেই পরলোকগত আত্মার কৃপাগুণেই হউক, অনেক সময় রুগ্নব্যক্তি রোগমুক্ত হইতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইল যে, অন্ত্যেষ্টি সংকারের সহিত এই সকল শিলা-খণ্ডের কোনই সম্পর্ক নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ইতিপূর্ব্বে আমরা যাহা এড়ুক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিয়াছি, এগুলি সে এড়ুক নহে। এড়ুকসমুদয় খশজাতির মধ্যে কি রূপে রচিত হয়, এস্থলে সঙ্ক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। মৃতদেহ দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট ভস্ম ও অস্থিসমূহ একটী মৃৎপাত্রে সংগৃহীত হয়, অনন্তর চিতার কোন সন্নিহিত স্থানে সেই ভস্মাধার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত এবং তদুপরি একটী শিলাখণ্ড স্থাপিত হইয়া থাকে। জ্ঞাতিবর্গ এক বৎসর পরে সেই ভস্মাধার তথা হইতে তুলিয়া লইয়া পারিবারিক ডল্‌মেন বা এড়ুকের অভ্যন্তরে রাখিয়া দেয়। জ্ঞাতিগণের অস্থি ও ভস্মাবশেষ এই কারণে একত্র আহিত হইয়া থাকে যে, পরলোকগত সমুদয় আত্মা একস্থানে বিশ্রাম করিতে পারিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরুষ ও স্ত্রী কখনও একটী এড়ুক মধ্যে স্থান পায় না; তাহার কারণ উভয়েই ভিন্ন গোত্রে উদ্ভূত হইয়াছে।

এস্থলে একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, খশ পতিত ক্ষত্রিয়

বা অনার্য্যই হউক, পরলোকগত আত্মীয়ের সুখশান্তি ও সন্তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের আবির্ভাব হয়, সুসভ্য হিন্দুর অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধতর্পণপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ হইতে তাহা কোন অংশেই ভিন্ন নহে। পরমাত্মীয়ের আত্মা প্রেতলোকে শান্তি ও সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অধীরভাবে ইতস্তত বিচরণ করিলে খশের প্রাণে তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না। সে জন্য তাহার এত আবেগ ও এতাদৃশ যত্ন। সেই জন্য সেই ক্লিষ্ট আত্মাকে চির শান্তিনিকেতনে ফিরাইয়া আনিবার অভি-প্রায়ে সে তাহার দগ্ধ অস্থিসকল স্বীয় আবাসস্থলের নিকটেই প্রোথিত করিয়া রাখে। দাহস্থল হইতে সেই সকল অস্থি সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্বগৃহে আনয়ন করিবার সময় যাহাতে মৃতব্যক্তির আত্মা অন্যত্র চলিয়া না যায়, এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়া থাকে। গ্রীক জাতির ন্যায় খশেরা মৃত ব্যক্তিকে দুর্ব্বল প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের ধারণা এই যে, প্রেত কিছুতেই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পার হইবার নিমিত্ত তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এইজন্য খশ নদীর উপরিভাগ দিয়া মৃত-ব্যক্তির অস্থিমালা বহন করিবার সময় নদীবক্ষে একগাছি সূত্র পাতিয়া দেয়; তাহা সূত্রসেতু নামে অভিহিত। প্রেত সেই সূতার উপর দিয়া গড়াইয়া আইসে।

ধর্ম্ম।—মেজর গডউইন অষ্টিন খশজাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে, মৃত আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি সংকারে খশগণ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা দেখিলে সহসা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। পরলোকে খশের প্রবল বিশ্বাস, সুতরাং তাহাদের



নূতন (ঘৃষ্ট) পাষাণযুগে অন্ত্যেষ্টি সৎকার। ১১৮ পৃষ্ঠা

বিশেষ কোন ধর্ম্ম নাই, একথা বলিতে যাওয়া ভ্রান্তির বিজৃম্ভনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্য বটে তাহাদের কোন দেবালয় বা দেববিগ্রহ নাই; সত্য বটে তাহারা প্রতিমা-পূজার মহিমা অবগত নহে; কিন্তু প্রেতপূজা লইয়াই তাহাদের সমগ্র ধর্ম্ম; এই প্রেত্যধর্ম্মে তাহাদের এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস যে তাহারা মনে করে যেন প্রেতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, যেন সেই প্রেত তাহাদের আমন্ত্রণে প্রীত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছে। কেবল তাহাই নহে; সেই সঙ্গে কতকগুলি ভূত ও প্রেতিনীর প্রীতি উৎপাদন না করিলে গৃহস্থের দারুণ অমঙ্গল সংঘটিত হয়; সেইজন্য খশকে সর্ব্বদাই সতর্ক ও ব্যস্ত থাকিতে হয়। অরণ্যানীর নিবিড় অন্ধকারে, প্রস্রবণ বা তটিনীর সলিল মধ্যে, অথবা গিরিশ্রেণীর উচ্চ অধিত্যকা প্রদেশে—সর্ব্বত্রই সেই সকল প্রেতের আবাস।

আচার-ব্যবহার।—পাষাণযুগ সম্পর্কে আজি পর্য্যন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে সকল অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা দক্ষিণফ্রান্সের অসভ্য অধিবাসিবৃন্দের বিচিত্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নানা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শ্বপচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মৎস্য তাহাদের প্রধান খাদ্য; গবাদি কোন প্রকার গ্রাম্য পশুই—এমন কি কুকুর পর্য্যন্ত তাহারা পালন করিত না। কিন্তু তাহারা নানাপ্রকার স্থূল অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে জানিত। ছিদ্রবিশিষ্ট সূচিদ্বারা সীবন করিতে পারিত এবং অতিকায় হস্তী, বরাহ, হরিণ, লোমশ গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুর অস্থিসমূহে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের সেই চেষ্টা সকল স্থলেই ফলবতী হইতে দেখা গিয়াছে।

তথাচ পাষাণ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের যন্ত্রাদি ব্যবহার তাহাদের বিদিত ছিল না। তাহাদের শিলানির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রসকল পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই পেষণীর সংস্পর্শে কখনই আইসে নাই। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে তৎসমুদয় প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে যেমন কাল অতীত হইতে লাগিল, অভাব ও আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনায় সে আদিম মানবসমাজের বুদ্ধিবৃত্তি অল্পে অল্পে মার্জ্জিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারা ঘর্ষণ ও পেষণের উপকারিতা বুঝিতে পারিল। ক্রমে পিষ্ট ও ঘৃষ্ট হইয়া বিবিধপ্রকার পাষাণাস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কুক্ মেক্সিকো ও নিউজিল্যাণ্ডে এইরূপ বিস্তর পিষ্ট পাষাণ-অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন৬৬।

৬৬। স্কন্দনভীয় দেশের উত্তরাংশে পাষাণাদি-যুগ কোন্ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, বর্বে নামক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

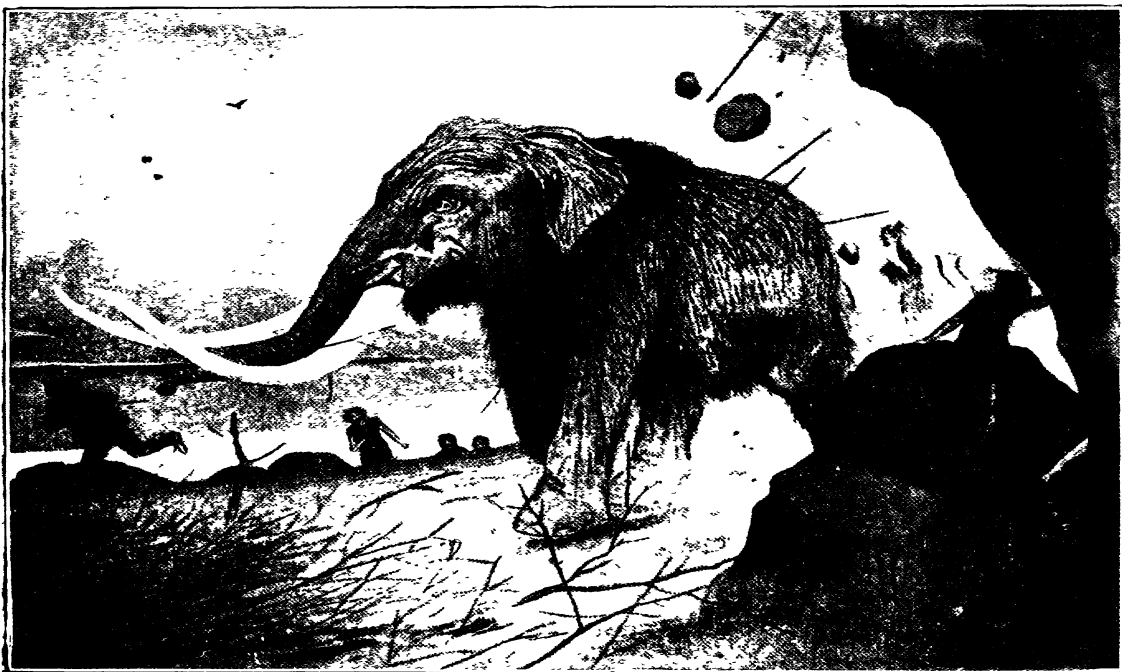
(১) পেলিওলিথিক বা আদিম পাষাণযুগ অন্ততঃ ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্ব।

(২) নিওলিথিক বা নব পাষাণযুগ, অনুমান খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত।

(৩) প্রাথমিক ব্রোঞ্জযুগ, অনুমান খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত।

সেই সময়ে য়ুরোপের উত্তরাংশে পাষাণযুগ কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল এবং দক্ষিণাংশে একটী লৌহযুগ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছিল।

(৪) পরবর্ত্তী ব্রোঞ্জযুগ, অনুমান খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ হইতে খৃষ্টজন্মের



পুরাতন পাষাণ যুগ। দক্ষিণ ফ্রান্সে অতিকায় হস্তিশিকার। ১২০ পৃষ্ঠা

কাল-নির্ণয়।—ইতঃপূর্ব্বে পাষাণযুগ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, জগতের অনেক স্থলে অতি প্রাচীনকালে পানভোজন-পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি-নির্ম্মাণের নিমিত্ত প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। প্রথমে তাহা স্থূল ভাবে প্রস্তুত হইত। ক্রমে পেষণ ও ঘর্ষণ দ্বারা তাহাদের আকার ও আয়তনের সৌন্দর্য্য অল্পাধিক পরিমাণে সাধিত হইতে লাগিল। ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ সকল স্থূল পাষাণাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, আজি তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হইতে পারে না। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন পাষাণযুগের প্রাথমিক অবস্থায় তৎসমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর একদল প্রত্নতত্ত্ববিদের মত এই যে, ডেনমার্ক ও স্কন্দনভিয়া প্রভৃতি দেশে একপ্রকার উন্নত জাতি বাস করিত। তাহারা বুদ্ধিবলে পেষণ ও ঘর্ষণের সাহায্যে যে সকল

সময় পর্য্যন্ত। সেই সময়ে মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে লৌহযুগ পরিণত অবস্থায় প্রচলিত ছিল।

(৫) প্রাথমিক লৌহযুগ, প্রথম খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। সেই সময়ে স্কন্দনভীয়ার অনেক অংশে ব্রোঞ্জ প্রচলিত ছিল।

(৬) মধ্য লৌহযুগ, অনুমান খৃঃ অঃ ৪৫০ হইতে ৭০০ পর্য্যন্ত। সেই সময়ে রোম ও জর্ম্মাণীর মিলিত প্রভাব তথায় বলবৎ ছিল।

(৭) শেষ লৌহযুগ, অনুমান খৃঃ অঃ ৭০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত। সেই সময়েও ফিনলাণ্ড ও লাপলাণ্ড দেশের সর্ব্বোত্তর অংশে পাষাণযুগ প্রচলিত ছিল।

Pre-historic Man and Beast, pp. 244—45.

Man before Metals, p. 25.

পাষাণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তৎসমুদয় নূতন পাষাণযুগে রচিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে৬৭।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জগতের প্রায় সকল স্থলেই কোন না কোন কালে পাষাণযুগ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই যুগের সমকালতা পরিলক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে ও চীনদেশে যে সময়ে লৌহের ভূরি পরিমাণে প্রচলন ছিল, তুরস্ক, পেলেষ্টাইন, ফ্রান্স, স্কন্দনভিয়া ও রুষ প্রভৃতি দেশে হয়ত সে সময়ে লোকে অপিষ্ট ও অশাণিত পাষাণ লইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। কোথাও বা ব্রোঞ্জ পাষাণের পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল, আবার কোন স্থলে তাম্র আসিয়া ব্রোঞ্জের স্থল অধিকার করিয়াছিল। এইরূপে পাষাণ ও ধাতুনিবহের প্রয়োগ ও প্রচলনে একটা নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা দেখা যায় না। সেইজন্য জগতের সকল স্থানের পক্ষে পাষাণযুগের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপিত হইতে পারে না। ফলকথা পাষাণ, ব্রোঞ্জ ও লৌহাদিযুগ মানবের সাময়িক অবস্থার মানচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্রোঞ্জযুগ। (BRONZE PERIOD.)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই যুগকে মানবীয় সভ্যতাসোপানের দ্বিতীয় পংক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন মনুষ্যগণ যে, ধাতু-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল, এই যুগেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর জলি বলেন, নব পাষাণযুগের পর

৬৭। *Man before Metals*, pp. 162—174,
Pre-historic Man and Beast, pp. 280—286.

য়ুরোপে ব্রোঞ্জযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। লৌহ ও তাম্র থাকিতে য়ুরোপের সেই প্রাচীন অধিবাসিগণ কেন ব্রোঞ্জ ব্যবহার করিত, তাহার কারণ আজিও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয় লৌহ ও তাম্র অপেক্ষা ব্রোঞ্জ সহজে গালিত ও মিশ্রিত হইতে পারে; সেই জন্য প্রস্তরের পরই ব্রোঞ্জের প্রতি অর্দ্ধসভ্য মানবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।*

এশিয়া ও য়ুরোপের অনেকস্থলে এবং আমেরিকার উভয় মহাদ্বীপেই ভূগর্ভ হইতে ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও পাত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃটিশ মিউজিয়মে ব্রোঞ্জনির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিতেন যে, ঐ সকল দ্রব্য মিশর, ফিনিশিয়া, রোম বা ডেনমার্কে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে প্রগাঢ় অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহাদের ঐ মত ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ডেনমার্কে যে সকল ব্রোঞ্জনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের কারুকার্য্য ও রচনাকৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।৬৮ তখন আদৌ এই

---

* নয় ভাগ তাম্র ও এক ভাগ টিন মিশ্রিত করিলে ব্রোঞ্জধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা লৌহ অপেক্ষা কঠিন, কিন্তু ইস্পাত অপেক্ষা কোমল।

৬৮। *Tylor's Early History of Mankind*, pp. 208—9.

Tylor's Mexico and the Mexicans, p. 236.

Squier and Davis, *Ancient Monuments of the Mississippi Valley*.

History of Mankind, vol. II. pp. 160—170.

প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রাচীন বৃটন ও দীনেমারগণ উক্ত শিল্পবিদ্যা কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল? মিশর, ফিনিশিয়া, কার্থেজ ও রোম এই দেশচতুষ্টয়ের প্রাচীন অধিবাসিগণ বাণিজ্য বা দেশ-জয়ের নিমিত্ত পোতারোহণে প্রাচীন বৃটন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করিত। শ্বেতদ্বীপের টিনখনি বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই টিন-সংগ্রহ ব্যাপারে, অথবা জয়সঙ্কল্পে উক্তদেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে শিল্পশাস্ত্রের কোন কোন অংশ শিক্ষা দিয়া থাকিবে। তাহাতেই তাহাদের রচনাকৌশলের প্রাথমিক কল্পনা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীশকেও এই বিনিময়-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়; কারণ পুরাতন গ্রীকপাত্রসমূহে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র—বিশেষতঃ যে পর্ণাকার তরবারের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়, বৃটিশদ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর য়ুরোপ হইতে উদ্ধৃত বিবিধ ব্রোঞ্জপাত্রে তাহার অনুরূপ কল্পনা লক্ষিত হইয়া থাকে।

মেক্সিকো ও পেরু প্রাচীন মার্কিণ সভ্যতার দুইটী প্রধান কেন্দ্রস্থল। মেক্সিকো অপেক্ষা পেরুর অধিবাসিগণ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। অন্দেশ গিরিশ্রেণীর বিশাল আকর হইতে তাহারা নানা ধাতুদ্রব্য উদ্ধৃত করিয়া নানা কার্য্যে নিয়োজিত করিত। এই উদ্ধার-কার্য্য ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত যন্ত্রসমূহ দ্বারা সাধিত হইত। সেই সকল যন্ত্র-সাহায্যে তাহাদের দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইত। প্রাসাদ, দেবালয় ও পীরামিড সকল তদ্দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ চিত্রে অলঙ্কৃত হইত। হুয়াকা অর্থাৎ পেরু দেশীয় প্রাচীনতম ইঙ্কাগণের সমাধি-মন্দির ও রত্নাগার হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত যে সকল বলয়, কণ্ঠহার,

মুকুট, কেয়ুর প্রভৃতি অলঙ্কার, নানাবিধ পান ও ভোজনপাত্র এবং অগণ্য তুলাদণ্ড, দর্পণ ও কিঙ্কিণীসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের রচনাকৌশল দর্শন করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। পণ্ডিতবর টাইলার বলেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ব্রোঞ্জের কারুশিল্প কি প্রকারে আমেরিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

অপিচ আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ মহাদ্বীপে এই সকল ধাতু অনন্যসাপেক্ষ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল কি না তাহা অবধারণ করিবার উপায় নাই। মেক্সিকো ও পেরু উভয় দেশ পরস্পরের পরিচিত ছিল কি না, তৎসম্বন্ধেও কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কলম্বস্ যে সময়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সেই সময়ে উত্তর মহাদেশের নিম্নাংশে এবং পেরু ও দক্ষিণ মহাদেশের কোন কোন প্রদেশে পাষাণযুগ প্রচলিত ছিল। তৎসঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু হইতে নানা প্রকার অলঙ্কার, বিচিত্র কারুকার্য্য সহকারে নির্ম্মিত হইত। বার্লিন মিউজিয়মে তাহার দুই একটী আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। বিজয়ী স্পানীয়ার্ডগণ যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের রচিত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারসমূহ দশন করিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিল। বাস্তবিক সেই সকল অলঙ্কারের বিচিত্র নির্ম্মাণ-কৌশল অবলোকন করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মার্কিণবাসীরা পূর্ব্বোক্ত সকল ধাতুদ্বারা অলঙ্কার-নির্ম্মাণে তদানীন্তন পাশ্চাত্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও দৃপ্ত স্পানীয়ার্ডগণ তাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক আত্মাভিমানের অহমিকায় স্ফীত হইয়াছিল। শিলাময় যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহারা পূর্ব্বোক্ত

সকল ধাতু হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তত করিত বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, কলম্বসের অভিযানকালে আমেরিকায় পাষাণযুগ প্রচলিত ছিল? পেরুবাসিগণ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদির জন্য ব্রোঞ্জ ও তাম্র উভয় ধাতুই ব্যবহার করিত। মেক্সিকো প্রদেশের ব্রোঞ্জনির্ম্মিত কুঠার সমুদয় য়ুরোপের অনেক কৌতুকাগারে সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত দেশে প্রাচীন পীরামিড্ সমূহের যে সকল ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে ঐরূপ কুঠারের ভূরি ভূরি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মেক্সিকোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীসমূহের মনোহর রচনা-নৈপুণ্যের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, সেই প্রাচীন মার্কিণবাসীদিগকে ঐ সকল শিল্পবিদ্যা কে শিক্ষা দিয়াছিল? প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ টাইলার বলেন, এই শিক্ষা তাহারা এশিয়া হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা হেরোডোটস্ বলেন, মধ্যএশিয়ার মস্সাজাতিগণ এক সময়ে ব্রোঞ্জধাতু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিত। তিনি যে সময়ে উক্ত দেশ পর্য্যটনের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উক্ত জাতিদিগকে ব্রোঞ্জধাতু হইতে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বাণ, শূল, পরশু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণদ্বারা তাহারা নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হেরোডোটস্ তাহাদিগকে লৌহ, কিংবা রৌপ্য ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। চারি শতাব্দী পরে পণ্ডিতবর ষ্ট্রাবো হেরোডোটসের উক্তমত সংশোধিত করিয়া বলেন, জাতগণ প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করিত।

মধ্যযুগের পর্য্যটকগণ তাতারদেশ ভ্রমণ করিতে যাইয়া তথায় লৌহযুগ প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে ব্রোঞ্জের পরে লৌহ উক্ত দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু কি উপায়ে এবং কাহারা তথায় লৌহের প্রচলন করিয়াছিল, তদ্বিবরণ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর হাম্বোল্ট মেক্সিকো ও মধ্য এশিয়ার পুরাণ কথা ও পঞ্জিকাদির সাদৃশ্য তুলিত করিয়া বলেন যে, উভয় জাতি এক প্রগাঢ় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। তবে কি মেক্সিকো হইতে মধ্য এশিয়ায়, অথবা মধ্য এশিয়া হইতে মেক্সিকোয় ব্রোঞ্জ ও তাম্রযুগ আনীত হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সঙ্ক্ষেপে আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার এশিয়ামণ্ডলে সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছিল; তথা হইতে ক্রমে তাহা আমেরিকা ও আফ্রিকায়—পরিশেষে য়ূরোপে প্রবেশ করে। মেক্সিকো ও মিশরের পীরামীড্-নিম্মাতৃগণ এক জাতি কি না, পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। যাঁহারা আমেরিকাকে মানবীয় সভ্যতার আদিপ্রসূ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি আদৌ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না, ইতঃপর আমরা এবিষয়ের আলোচনা করিব।

লৌহযুগ। (IRON PERIOD)

মানবীয় সভ্যতার যে যুগে মনুষ্যগণ অগ্নিসংযোগে লৌহ গালিত করিয়া যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা লৌহযুগ নামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে শেল, শূল, বাণ, অসি, ছুরিকা প্রভৃতি সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইত। লৌহের

প্রচলন অবধি ইহা ঐ সকল দ্রব্যের উপাদানরূপে নিয়োজিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রোঞ্জ একবারে পরিত্যক্ত হইল না। কিরীট, বলয়, হার কেয়ূরাদি অলঙ্কার, অশ্বাদির সাজসজ্জা, তরবার, ও শূলাদির বুধ্ন সকল ব্রোঞ্জ ধাতুতেই নির্ম্মিত হইতেছিল। অপিচ শিলীমুখ, শিঙ্ক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রসমুদয়ের নির্ম্মাণে পাষাণ সময়ে সময়ে প্রয়োজিত হইত, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সমুদয় ব্রোঞ্জযুগ ব্যাপিয়া এবং লৌহযুগের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শিলা প্রচলিত ছিল। গ্রীশের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র মারাথনে যে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ-শিলা-নির্ম্মিত অগণ্য শর ও শূলাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তদ্দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, দরায়ূর বর্ব্বর সৈন্যগণ পাষাণ-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করিত। মহাত্মা হেরোডোটস্ বলেন উক্ত যুদ্ধের দশবৎসর পরে মহাবীর জারাক্সেস ইথিয়োপিয়া হইতে যে সেনাবল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগ দ্বারা প্রচুর পরিমাণ শিলীমুখ ব্যবহৃত হইত।

ব্রোঞ্জ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর সুলভ, সেই জন্য ইহার প্রচলন আরব্ধ হইবামাত্র ভূরি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে লৌহের প্রবর্ত্তনসহ মানবীয় সভ্যতায় একটী নূতন যুগ প্রবৃত্ত হইল। ব্রোঞ্জ দেখিতে সুন্দর হইলেও অতীব দুর্ল্লভ ও দুর্ম্মূল্য, সেই জন্য ব্রোঞ্জযুগে প্রস্তর তত প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইত। লৌহ সুলভ ও পর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার দ্রবীকরণে উৎকটতাপ এবং তদ্দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণে প্রভূত পরিশ্রম আবশ্যক। অপিচ অপর সকল ধাতু অপেক্ষা তাহা অধিকতর ধ্বংসপ্রবণ। বায়ু ও আর্দ্রতা হইতে রক্ষিত না হইলে ইহা অতি সত্বর মরিচা ধরিয়া নষ্ট

হইয়া যায়। এইজন্য প্রাচীনকালের আয়স যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ভূগর্ভ হইতে অত্যল্প পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং হইলেও তৎসমুদয়ের আত্যন্তিক বিরূপ বা বিকৃতিনিবন্ধন প্রাচীন নির্ম্মাণ কৌশলের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ধরিতে গেলে লৌহযুগ হইতেই জগতের ইতিহাসের সূচনা বলিতে হইবে। ইহার প্রচলনে মানবীয় সভ্যতা যে একটী অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চয় করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার প্রদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

লৌহযুগের দ্বিতীয় স্তরে আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকি। মহাবীর জুলিয়স্ সিজরের বিজয়িনী সেনা বৃটনদ্বীপ অধিকার করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের সভ্যতায় এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে যে, লৌহ বৃটনদ্বীপে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রোমের অধিকার অবধি রোমীয় কলাবিদ্যা ও সভ্যতা বৃটিশ দ্বীপে এক নূতন আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল[৬৯]। বলিতে কি, সেই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য য়ূরোপ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। আজি ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সমবেত শক্তি-সাহায্যে কালের সুদূর ব্যবধানে থাকিয়া আমরা সেই প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার স্পষ্ট পরিচয় লইতে পারিতেছি। আজি যদি ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব পণ্ডিতগণের অধিগত না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বস্মৃতি কখনই পুনর্ব্বার জাগরিত হইত না এবং মহাকালের শ্মশানক্ষেত্র কখনই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য ও শোভাসম্পৎ লাভ করিতে পারিত না।

৬৯। Encyclopœdia Britannica, Vol II p, p, 340—341.

ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বদ্বারা মানবসমাজের যে কত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে না; তবে এস্থলে কেবল একটী বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে। মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন ও মেক্সিকো প্রভৃতি প্রাচীন প্রদেশ সমূহে যেমন ভূগর্ভ হইতে নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে; চল্লিশ-বৎসর পূর্ব্বে পৌরাণিক ট্রয়ের স্থিতি-স্থানে ডাক্তার শ্লিমান৭০ নামক জনৈক জর্ম্মন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অমর কবি হোমরের অমৃতময় মহাকাব্য ইলিয়ডের মহিমা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ট্রোজান সমরের রঙ্গস্থল প্রভূত ব্যয়, যত্ন ও আয়াস সহকারে খনন করিতে আরম্ভ করেন। তদীয় অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে পঞ্চাশ-ফিটের নিম্নপ্রদেশে একটী নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হয়। সেই স্থলে একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়া তিনি আরও খনন করিতে আরম্ভ করেন। মন্দিরটী আলেকজন্দারের সমসাময়িক ইলিয়ান এথেনা বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমে ছাপান্ন ফিট নিম্নতলে অবতরণ করিয়া পণ্ডিতবর শ্লীমান অগণ্য মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অসংখ্য নিদর্শন নয়নগোচর করিলেন। সেই সঙ্গে ভগ্ন পাত্রাদি, ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র এবং দগ্ধ কাষ্ঠ ও ভস্মরাশি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা এই ধারণা হইতে পারে যে উক্ত মানব-বসতি এক সময়ে সর্ব্বভুকের সংহারকবলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে ধরিত্রীর গর্ভ হইতে যেমন নূতন নূতন আলোক আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, ডাক্তার শ্লীমানের উৎসাহ তত দ্বিগুণ

৭০। Encyclopœdia Britannica Vol II pp, 340—41.

পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। প্রায় একশত বার ফিট পর্য্যন্ত খনন করিয়া তিনি যে স্তরে অবতীর্ণ হইলেন, তন্মধ্যে নূতন পাষাণ-যুগের বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। কুঠার, মুদ্গর, শূলমুখ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, নানা প্রকার ছুরি ও করাত এবং অগণ্য সুঠাম পাত্রাদি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য সেই সকলই প্রস্তরনির্ম্মিত; তৎসঙ্গে কেবল দুইটী ধাতব শলাকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—তাহার একটী তাম্র ও অপরটী ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত[৭১]।

পণ্ডিতবর শ্রীমানের পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব অবদান আজি কোন প্রত্নতত্ত্ববিদেরই অবিদিত নহে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে অতি প্রাচীনকালে মানবীয় সভ্যতার যে সকল কেন্দ্রস্থল উদ্ভিন্ন হইয়াছিল, কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে তৎসমুদয় লোকলোচন হইতে কোন্ কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু মাতা বসুন্ধরা মহাকালের মহাশক্তি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সেই সকল পুরাতন রাজ্যের নিদর্শনসমূহ অতি যত্নে পরম সন্তর্পণে স্বীয় বিশাল কুক্ষিমধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। এজন্যই তাঁহার বসুন্ধরা নামের সার্থকতা। মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, ট্রয়, মারাথন, রোম ও কার্থেজ প্রভৃতি প্রাচীন দেশ ভূপৃষ্ঠ হইতে স্ব স্ব প্রাথমিক সভ্যতার প্রদীপ্ত পরিচয় সংগোপনে সংরক্ষিত করিলেও প্রত্নতত্ত্ববিদের কঠোর চেষ্টায় উক্ত দেশনিচয়ের পূর্ব্ব কীর্ত্তিরাজি ক্রমে ক্রমে মানবের নয়নসমক্ষে উদ্ধৃত হইতেছে। কিন্তু ভারত ভূমি—মানবীয় সভ্যতার আদি প্রসূ ভারতভূমি কি কেবল

৭১। Enclyclopœdia Britannica Vol II, pp, 340—341.

পুরাণ ও কবিগাথার সমৃদ্ধ শব্দসম্পদেই সজীব থাকিবে? কোনও শ্রীমান, বা বোনষ্টেটন, জলি বা হাচিনস্, টেলার বা রলিন্‌সন্ অযোধ্যা, বারাণসী, প্রয়াগ ও কুরুক্ষেত্রের ভূমিগর্ভে অবতরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের অপ্রতিম সভ্যতার নিদর্শন-নিচয় ভ্রান্ত মতবাদীর সলজ্জ নয়নসমক্ষে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিবেন না?

কিন্তু একেবারে হতাশ হইবারও কারণ নাই। মিশর, ব্যাবিলন ও মেক্‌সিকো প্রভৃতি দেশের অনুসন্ধায়কগণের মহান্ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া লার্মঁস্থর, কার্লাইল, রে, ব্রুস্ ফুট, হেকেট, ওয়াইনী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতের নানাস্থানে ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে অনুসন্ধান করিয়া পাষাণ ও লৌহ যুগ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিলে বিস্তর বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশ পাইয়া থাকে৭২। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিৎ যে সমস্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সার সঙ্কলন করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ভারতে ব্রোঞ্জযুগ আদৌ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে দুই এক স্থানে যে, ব্রোঞ্জের দুই চারিটী অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সেই সকল স্থানে নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু দেশান্তর হইতে তথায় আনীত হইয়াছিল।

ভারতে পাষাণ-যুগ।

আদিম আর্য্য সভ্যতার প্রধানতম নিদর্শন বেদে পাষাণ-যুগের সুস্পষ্ট বিবরণ পরিলক্ষিত না হইলেও ভারতের নানাস্থানে সেই

৭২। Fergusson's Tree and Serpent Worship, pp 53, 77, 90, Archeological Survey of Western India, Burgess's Report.

কাল-পর্য্যায়ের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। লার্মঁস্যুর নামক জনৈক রাজপুরুষ জব্বলপুরে বারোটী পাষাণ কুঠার দেখিতে পাইয়া এশিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক সাময়িক পত্রে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন৭৩। ইহাই ভারতে শিলাযুগ-আবিষ্কারের প্রথম সূত্রপাত। ইহার পরই আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে নামক কার্য্য-বিভাগ হইতে কতকগুলি মনস্বী ব্যক্তি উক্ত যুগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহাদের সকলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উদ্যমে যে সুফল-লাভ হইয়াছে, এস্থলে তাহার সার সঙ্কলিত হইল।

পুরাতন ও নূতন।—ইয়ূরোপে পেলিয়োলিথিক ও নিয়োলিথিক পাষাণ-যুগের মধ্যে যেমন বিশাল ব্যবধান লক্ষিত হয়, ভারতেও ঠিক সেইরূপ। বলা বাহুল্য যে কেবল ভারতীয় অনার্য্য-গণেরই মধ্যে পাষাণ-যুগ প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ তাম্রলৌহাদি ধাতু বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার করিতে জানিতেন৭৪। উক্ত অনার্য্য-

৭৩। The Indian Empire, p, 90.

৭৪। ঋগ্বেদে অয়ঃ শব্দের উল্লেখ ১।১৬৩।৯; ৪।২।১৭; ৫।৬২।৭; ৬।৭৫ ১৫ ও ৮।২৫।১৯ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল;—

হিরণ্যশৃঙ্গোঽয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবরইংদ্র আসীৎ।
দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্যো অংর্বতং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ॥'

সায়ণ ইহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন;—

"অয়মশ্বো হিরণ্যশৃংগো হিতরমণীয়শৃংগো বা। উন্নতশিরস্কো হৃদয়রমণ-শৃংগ স্থানীয় শিরোরুহো বা। অস্য পাদা অয়ঃ, অয়োময়াঃ, অয়ঃপিণ্ডসদৃশা ইত্যর্থ;—"

গণের মধ্যে যাহারা পুরাতন পাষাণ-যুগে বিদ্যমান ছিল, নূতন পাষাণ-যুগ তাহাদিগের বহুকাল পরে তাহাদিগেরই সন্তানসন্ততি-গণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কতগুলি শতাব্দী এই দুইটী বিভিন্ন পাষাণ-যুগের মধ্যে যে, অতীত হইয়াছিল, আজিও তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। ভারতের প্রধানতম অনার্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, বা আগন্তুকই হউক. প্রথম প্রথম অস্থি, দারু ও পাষাণ নির্ম্মিত স্থূল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। তখন বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে আর্য্য-বসতি সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আর্য্যবীরগণ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লেমূরিয়া নামক একটী বিরাট মহাদেশ ভারত মহাসাগরের সুবিশাল বক্ষ আবৃত করিয়া বিরাজমান ছিল[৭৫]।

"রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—অশ্বের কেশর সুবর্ণময়, উহার পদদ্বয় লৌহময় ও মনের ন্যায় বেগশালী—"

৭৫। লেমূরিয়া অর্থাৎ বানরদ্বীপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ইতঃপর করা যাইবে। আতলাণ্টিস্ নামক মহাদ্বীপের অতিকায় মানবদিগেরও সম্বন্ধে সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইবে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুল অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, আজি যে সুবিশাল জলরাশি ভারত মহাসাগর নামে বিদিত, মানবসৃষ্টির আদি যুগে সেই মহাসাগর আচ্ছাদন করিয়া একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ বিরাজমান ছিল। জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্কেলেটার তাহাকে লেমুরিয়া নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তখন আফ্রিকার বর্ত্তমান আকার ও আয়তন ছিল না। তাহার পূর্ব্বাংশ সেই লেমুরিয়া মহাদ্বীপের সহিত সংলগ্ন ছিল। মধ্যস্থলে বিশাল সাগর (এখন সেই সাগর বিশুষ্ক হইয়া শাহারা মরুভূমির আকার ধারণ

অনেকের ধারণা, কোন নৈসর্গিক বিপ্লবে সেই মহাদ্বীপ মহাসাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইলে যে সকল লোক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আজিও বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে যাহাহউক সেই অনার্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী, অথবা আগন্তুকই হউক, তাহারা যুদ্ধে কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, মৃতদেহগুলি ভূমির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া উন্নত পাষাণখণ্ড সকল তাহার চারিদিকে সাজাইয়া রাখিত। মৃৎপাত্রের ব্যবহার তখনও তাহারা জানিতে পারে নাই। সেই সময়ে ভারতের স্থানে স্থানে অতিকায় বরাহ, হস্তী ও গণ্ডার এবং সাগর, নদী ও অনূপদেশে জলহস্তী সকল অবাধে বিচরণ করিত নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তী ভুত্র নামক স্থানে ভূগর্ভে অতি প্রাচীন কঙ্কররাশির অভ্যন্তরে হেকেট নামক কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ অতিকায় জলহস্তীর ও অন্যান্য বিশাল প্রাণীর কঙ্কালমালার সহিত কতকগুলি পাষাণাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন৭৬। তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে, মানব-সৃষ্টির কোন আদিম যুগে বিন্ধ্যাচলের

করিয়াছে।) পশ্চিমাংশ আতলান্তিক নামক মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। কালে কোন প্রকার ভীষণ প্রাকৃতিক বিপ্লবে লেমুরিয়া মহাসাগর-গর্ভে ডুবিয়া যায়। এখন মদগস্কর. সিংহল, যবদ্বীপ, ও সুন্দ দ্বীপাদি তাহার অবশেষ মাত্র জাগিয়া আছে।

Secret Doctrine Vol II pp, 7, 31, 45, 141, 783.

Wallace's History of Creation.

৭৬। *The Indian Empire*, pp 90—97.

দক্ষিণে মনুষ্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতিকায় জন্তুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। সেই সকল প্রাণী পৃথিবী হইতে কোন্ যুগে অদৃশ্য হইয়াছে এবং যে সকল মানব তাহাদিগের সহিত প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইত, তাহারা কোন্ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। হয়ত সেই সকল আদিম মনুষ্যের বংশ বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ বিদ্যমান-কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া আর্য্য সভ্যতার উত্থান ও পতনের সহিত ভারতবর্ষে অসংখ্য ঘটনাবৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং আদি জীর্ণ পাষাণাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া লৌহের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

হেকেটের পর ওয়াইনী এবং তৎপরে ব্রুস্ ফুট নামক পণ্ডিতদ্বয় যথাক্রমে গোদাবরী প্রদেশে ও কিষ্কিন্ধ্যার নিকট বিস্তর পেলিওলিথিক নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রাচীন মানব প্রাথমিক যুগের পাষাণাস্ত্র সকল ব্যবহার করিত: কিন্তু তাহাদের কঙ্কাল ও করোটী কিছুই আবিষ্কৃত না হওয়াতে তাহারা কোন জাতীয় মানব ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপিচ তাহাদের নির্ম্মিত কোনও প্রকার মৃৎপাত্র বা এড়ুক আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা উক্ত উভয় কার্য্যেই হস্তার্পণ করে নাই, অথবা তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই[৭৭]। কিন্তু তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে, একবারেই ভ্রমশূন্য, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ য়ুরোপ ও আমেরিকার পৌরাণিক ভূস্তরসমূহের

৭৭। *The Indian Empire*, pp, 90—97.

অভ্যন্তরে যেরূপ গভীর অনুসন্ধান চলিতেছে এবং মিশর, এসিরিয়া ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের পিরামিড, অট্টালক সমুদায়ের পাতাল লগ্ন পরমাণু পর্য্যন্ত যেরূপ তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষিত হইতেছে, দুঃখের বিষয় সভ্যতার আদি প্রসূ ও বিশ্বের বরণীয়া ভারতভূমি সম্বন্ধে সেরূপ চেষ্টার শতাংশ পরিমাণও নিয়োজিত হয় নাই।

বামন-শিলা। মহাভারতে ও পুরাণে যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বালখিল্যগণের বিবরণ দেখা যায়; ধরাপৃষ্ঠে সেরূপ মানবক কোন কালে বিরাজ করিত কি না, আজিও তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত না হউক হস্তপরিমাণ মানব যে এক সময়ে জগতের নানা স্থানে অবতীর্ণ হইয়া বিস্ময়কর কীর্ত্তিকলাপের সৃষ্টি পূর্ব্বক লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অগণ্য স্থলে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুমান অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কার্লাইল নামা জনৈক বিচক্ষণ ইংরাজ রাজপুরুষ বিন্ধ্যগিরির একটী সঙ্কট পথে এবং বাঘেলখণ্ড, রেবা ও মির্জ্জাপুর জেলার কোন কোন স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলীমুখ, ভল্লাগ্র, কুঠারফলক, অর্দ্ধচন্দ্র, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সেই সকল পাষাণাস্ত্র আয়তনে আধ ইঞ্চ হইতে এক ও দেড় ইঞ্চ পর্য্যন্ত। সেইজন্য ইহারা বামন-শিলা (Pigmy flints) নামে বর্ণিত হইয়া থাকে[৭৮]। কার্লাইল সাহেব গিরিগুহা বা পর্ব্বতগৃহের তলদেশস্থ কঙ্কর বা বালুকা-রাশির নিম্নভাগে ঐ সকল শিলার আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে রাশি রাশি ভস্ম ও অঙ্গারও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সকল গুহা ও পর্ব্বত-গৃহের ভিত্তিগাত্রে গিরিমৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ

৭৮। The Indian Empire pp, 90—97.

চিত্র অঙ্কিত ছিল। সেই সকল চিত্র বামন-শিলাসমূহের সমসাময়িক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও সেইদিন হইতে কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে!

সেই সকল গিরিগুহার নিকটে কার্লাইল সাহেব কতকগুলি এড়ুক মধ্যে পূর্ণ নরকঙ্কালও বিবিধ মৃৎপাত্রেরও সহিত অগণ্য ক্ষুদ্রাকার শিলাশর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদির উদ্ধার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মৃৎপাত্রগুলি হস্তরচিত, কিংবা কুলালচক্রে নির্ম্মিত, কার্লাইল সাহেব তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। সে যাহা হউক, ঐ সকল বামন-শিলা যে, নিওলিথিক অর্থাৎ নবপাষাণ যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত পেলিওলিথিক যুগের কত সহস্র বৎসর পরে এই নিওলিথিক যুগ ভারতবর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ফলকথা বামন-শিলাকারগণ আকারে বাস্তবিক বামন ছিল কিনা, আজিও তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হয় নাই। ইংলণ্ড ও বেলজিয়মের অনেক স্থলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বামন-শিলা সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম শিলীমুখের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের ১৬ তম অংশ হইবে[৭৯]। এই সকল ক্ষুদ্রতম শিলাস্ত্রের নির্ম্মাতৃগণ যদি বামন না হইবে, তবে ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলাখণ্ডে তাহাদের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইত?

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বোক্ত বামনগণ পুরাতন পাষাণযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং নবপাষাণ-যুগের মানবগণ তাহাদিগকে ক্রীতদাস রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগ দ্বারা ঐ

৭৯। The Indian Empire, pp, 90—97.

সকল বামন-শিলা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু আজিও ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় নাই ;—হইলে পূর্ব্বমত প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতে পেলিওলিথিক ও নিয়োলিথিক যুগের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল বলিয়া যে, একটী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে ; তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। ফলকথা, দক্ষিণ ভারতে নিওলিথিক মানবগণের যে একটী সুবিশাল উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত সকল বিবরণ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ব্রুসফুট নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ দক্ষিণাপথের নানাস্থানে নিওলিথিক মানবের কতকগুলি বসতি ও কর্ম্মশালার আবিষ্কার করিয়াছেন। কর্ম্মশালা সকলের অভ্যন্তরে অগণ্য শিলাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মৃৎপাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল। সেই সকল মৃৎপাত্র দেখিলে তৎসমুদায়ই চক্রসাধিত বলিয়া বুঝা যায়। প্রগাঢ় অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল স্থলে আরও কত নূতন নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অঙ্গার-স্তূপ।—মান্দ্রাজের অন্তঃপাতী বেলারী জেলার স্থানেস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্গার-স্তূপ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ সকল স্তূপ তথায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে[৮০]। নানা লোকে তৎসম্বন্ধে নানা উপপত্তির উদ্ভাবন

৮০। Sewel's forgotten Empire, p 93.
The History of Vijoyanagar by B. Suryanarain Row, p, 9.
Rice's Mysore Vol I, pp, 29.

করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব আজিও নির্ণীত হয় নাই। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিজয়নগরের নিকটবর্ত্তী নিম্বাপুর নামক স্থানে ঐরূপ একটী বিশাল অঙ্গার-স্তূপ পরিদৃশ্যমান হয়[৮১]; সোয়েল নামক জনৈক সাহেব অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের অন্ত্যেষ্টি সৎকারে এককালে পাঁচ ছয় শত পত্নী সহমৃতা হইতেন। এইরূপ ভয়াবহ সতীদাহ কাণ্ড উক্ত স্থানে অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল। তাহা হইতেই উক্ত রাশি রাশি অঙ্গারের উৎপত্তি। নিম্বাপুরের অঙ্গারস্তূপ সম্বন্ধে সোয়েল সাহেবের উক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু তদ্ব্যতীত অপর যে সকল অঙ্গার-স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের অভ্যন্তর হইতে অগণ্য নিওলিথিক অস্ত্রশস্ত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে[৮২]। পণ্ডিতবর ব্রুসফুট সেই জন্য অনুমান করেন যে, ঐ সকল স্তূপ নবপাষাণ যুগ হইতে ক্রমে ক্রমে বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। তিনি বলেন, হয় ত কালে কালে লক্ষ লক্ষ প্রাণী সেই সকল স্থানে উৎসৃষ্ট ও দগ্ধ হইয়াছিল। ব্রুসফুট সাহেবের এই মত অভ্রান্ত কিনা, অঙ্গাররাশি সকলের গভীর অনুসন্ধান ভিন্ন তাহা নিশ্চয় নিরূপিত হইতে পারে না।

ব্রোঞ্জযুগ।—ইতঃপূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, ভারতে ব্রোঞ্জযুগ কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বোধ হয় সেই জন্যই ব্রোঞ্জ শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। ফলকথা, উত্তর

৮১। *The Indian Empire* pp 90—97.

৮২। *Ibid.*

ভারতের যে সকল স্থানে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার কুত্রাপি ব্রোঞ্জধাতুর কোনই নিদর্শন তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। তবে দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে—বিশেষতঃ নীলগিরি পর্ব্বতমালার কোন কোন প্রদেশের প্রাচীন সমাধি সমুদায়ে সুন্দর সুন্দর ব্রোঞ্জপাত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অনেকের ধারণা খৃষ্টশকের প্রাথমিক কালে কুড়ুম্ব বা পল্লব রাজগণের শাসন-কালে বহির্ব্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতের বিবিধ পণ্যজাত মিশর, বাবিলন, রোম প্রভৃতি দেশে নীত হইত এবং ভারতীয় বাণিজ্য-পোত সকল পাশ্চাত্য জগতের নানাস্থানে যাইয়া বাণিজ্য করিত। সম্ভবতঃ সেই সময়েই ব্রোঞ্জধাতু ও ব্রোঞ্জনির্ম্মিত দ্রব্য সকল বাণিজ্যের বিনিময়ে ভারতে নীত হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে ব্রোঞ্জযুগ প্রবর্ত্তিত হয় নাই[৮৩]।

তাম্রযুগ।—ভারতে তাম্র বহুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে তাম্র শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও অনেকে অনুমান করেন অয়ঃশব্দ ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি তাম্রের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে[৮৪]। সুশ্রুত ও চরকে এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে তাম্র শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে

৮৩। *Tamils Eighteen hundred years ago* p. 375.
The History of the Pallava kings p. 73.

৮৪। *The History of Vedic Literature* p. 55.

মধ্যভারতের অন্তর্গত বালাঘাট জেলায় গাঙ্গেরিয়া নামক গ্রামের নিকট একটী গর্ত্তমধ্যে কতকগুলি তাম্র যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৫]। সেই সকল যন্ত্রের গঠন কদর্য্য; দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেগুলি অতি প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ ও ১৫০০ শকের মধ্যে সেই সকল তাম্র-যন্ত্র গঠিত হইয়া থাকিবে[৮৬]। এতদ্ব্যতীত কানপুর, ফতেগড়, মৈনপুরী ও মথুরা প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে তাম্র নির্ম্মিত বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র অনেক সময় আবিষ্কৃত হইয়াছে। লৌহের ন্যায় ভারতবর্ষ তাম্রের খনি-মালায় অনেক স্থলে সজ্জিত দেখা যায়। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কুমায়ূন পর্য্যন্ত তাম্রের একটী বিশাল আকর বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত ছোট নাগপুরের অন্তর্গত সিংহভূমে এবং সুদূর দক্ষিণাপথে নেলোর জেলায় তাম্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের নানাস্থানে ভূগর্ভ হইতে দান, বংশ-বিবরণ, বা অনুশাসন সংক্রান্ত যে সকল ধাতব ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই তাম্রে নির্ম্মিত[৮৭]। সেই সকল তাম্রফলক পরীক্ষা করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব সহজেই নিরূপিত হইতে পারে।

লৌহযুগ।—অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে লৌহ প্রচলিত আছে। বেদের অনেক স্থলে লৌহপুরী ও লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদির

৮৫। *The Indian Empire* p, 97.

৮৬। *Vinicent Smith's History of India* p. 65.

৮৭। *The Indian Empire* pp. 90—97.

উল্লেখ দেখা যায়[৮৮]। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, মিশরে খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে লৌহ প্রচলিত হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাবিলনে তাহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে লৌহের প্রচলন ছিল। কিন্তু এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বাবিলনবাসীরও পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণের মতানুসারে যদি লৌহের প্রচলনই সভ্যতার প্রাথমিক সূচনা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ভারতভূমিই সভ্যতার আদিপ্রসূ[৮৯]।

ক্রমোন্মেষবাদ ও সকৃদুন্মেষবাদের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া আমরা পাষাণ, ব্রোঞ্জ, তাম্র ও লৌহ—এই যুগচতুষ্টয়ের যে সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিলাম, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, জগতের কোন কোন স্থানের মানবগণ প্রথমে প্রস্তর, অস্থি, হরিণাদির শৃঙ্গ ও দারু দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া পশুবধ ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং আততায়ী হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইত। ইহার পর ব্রোঞ্জ, পরে তাম্র এবং পরিশেষে লৌহের ব্যবহার সেই সকল মনুষ্যগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। কত শতাব্দী ধরিয়া এই চারিটী যুগ যে প্রকাশ পাইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, অনুমান-সাহায্যে তাহার নিরূপণ এক প্রকার অসম্ভব বলিতে হইবে। বর্ষে, হাচিন্‌স, জলী প্রভৃতি পাশ্চাত্য

৮৮। ঋগ্বেদ ১।১৬৩।৯ ইত্যাদি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪ টীকা দ্রষ্টব্য।
The Vedic Literature, p. 77.

৮৯। *Ibid.*

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বহুল অনুসন্ধানের পর তৎসম্বন্ধে যে মত স্থির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যূন চারি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া মানবের উক্ত চারিটী অবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল[৯০]। য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানই—বিশেষতঃ তাহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল অবস্থা সভ্যতার বাহ্য আবরণ; মানসিক বা নৈতিক উৎকর্ষ ইহার অন্তঃসার বা সারসর্ব্বস্ব। কোন জাতি বাহ্য আড়ম্বরের চটুল চাক্‌চিক্যে বিশ্বসংসারকে বিমোহিত করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহার অভ্যন্তরে নৈতিক উৎকর্ষ লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমরা বাহ্য বা অসার সভ্যতা বলিব। বাস্তবিক তাহা প্রকৃত সভ্যতা বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া ইতঃপূর্ব্বে আমরা এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য সভ্যতার পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে অন্তঃ ও বাহ্য উভয়বিধ উৎকর্ষই আবশ্যক। মনোজ্ঞ আকার ও রূপলাবণ্যের সহিত প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী না হইলে যেমন কোনও মানবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া আদৃত হইতে পারে না, সেইরূপ বাহ্য সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক সৌন্দর্য্য না থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণ সভ্যতা বলা যায় না। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা আমরা শীঘ্রই এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। হ্রদগৃহ ও পাতালগৃহ প্রাথমিক সভ্যতার অপর দুইটী প্রধান সোপান এবং অগ্নির আবিষ্কার দ্বারা সভ্যতার যে বিশেষ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে

৯০। পূর্ব্বে ১২০।১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইবে। সুতরাং আমরা ক্রমান্বয়ে এই তিনটী প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন করিয়া পরে সভ্যতার অন্তঃ ও বাহ্য প্রকৃতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

হ্রদ-গৃহ (Lake-Dwellings).

ভগবান্ বাল্মীকি কপিরাজ সুগ্রীবের মুখ দিয়া তদানীন্তন জগতের প্রায় অর্দ্ধাংশের সজ্জিক্ষপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন ;—

এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃপরম্ ॥ *

---

* রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ ৬৮।

কর্ণ প্রাচরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ ২ ॥ ২৬

*   *   *   *

আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতাদ্বীপবাসিনঃ।
অন্তর্জ্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি শ্রুতাঃ ॥ ২৮

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ।

তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
শৈলশৃঙ্গেষু লম্বন্তে নানারূপভয়াবহাঃ ॥ ৪১।

ঐ ঐ

নিউগিনীতে বর্ত্তমান পাপুয়াণগণ ঠিক প্রাচীন পিয়োশিয়ানদিগের ন্যায় নদীবক্ষে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বর্ণিত আছে, ডন নদের বক্ষে কসাকগণও বড় বড় ঘর তুলিয়া বাস করিয়া থাকে। ওশেনিয়ার অনেক স্থান—বোর্ণিয়ো, সিলিবিস্, সিরান ও মিন্দানো প্রভৃতি দ্বীপে বিস্তর হ্রদবসতি

সূর্য্যের উদয় দ্বারা বিশ্বের যে যে অংশ আলোকিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তেরই কিছু না কিছু পরিচয় তাঁহার বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। কত সাগর, কত দ্বীপ, কত পত্তন, কত শৈলকানন, হ্রদ ও সরিৎসরোবরের স্থূল স্থূল পরিচয় তিনি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চারিটী সর্গের ভিতরে শ্লক্ষ ও সুমধুর বাক্যে প্রদান করিয়াছেন; কত হয়গ্রীব, অশ্বানন, লোহমুখ, কর্ণপ্রাবরণ, ঔষ্ঠকর্ণক, একপাদ, দুর্জয় মানব, কত কবন্ধ, কত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষোরক্ষ ও অপ্সর প্রভৃতির অদ্ভুত আকারপ্রকার জ্বলদক্ষরে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা মূল রামায়ণ পাঠ না করিলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। কোথায় অন্তর্জলচর আমমৎস্যাশী নরব্যাঘ্রগণ? কোথায় বা শৈল-সন্নিভ ভীমাকার মন্দেহ নামক রাক্ষসবর্গ? এবং বৈখানস বালখিল্য মহর্ষিগণ? কেবল কবিকল্পনাতেই কি তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইবে? না তাহাদের প্রকৃত বিবরণ উদ্ধৃত হইয়া ইতিহাসের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারিবে? মানব অপূর্ণ, সুতরাং তাহার প্রতিভাও অসম্পূর্ণ। অতীতকালেব অনন্ত কুক্ষিমধ্যে যে অনন্ত রহস্যকলাপ নিহিত রহিয়াছে, কে তাহার উদ্ধার করিবে? একদিন যাহা প্রকৃত ব্যাপাররূপে জগতের নিত্য ঘটনাপুঞ্জের অন্তর্গত হইয়াছিল,

---

দেখিতে পাওয়া যায়। ডুমণ্ট ডি উর্ব্বিলা নামক প্রসিদ্ধ পর্য্যটক সিলিবিসের তন্দানো নামক স্থানে শত শত জলবসতির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তন্দানো অর্থে জলমানব। আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার অনেক স্থানে অগণ্য জলবসতি দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মেক্সিকো নগর আদৌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবসতির সমষ্টি ছিল; ক্রমে তাহা একটী মহানগরে পরিণত হইয়াছে। পেরুতেও হ্রদবসতির বিস্তর বিবরণ দেখা যায়।

কবির মোহিনী তুলিকাদ্বারা মনোজ্ঞবর্ণে চিত্রিত হইয়া তাহা বহু সহস্র বৎসর পরে কল্পনার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছে। এখন কাল-মাহাত্ম্যে প্রতিভাশালী মহাত্মগণের গবেষণা দ্বারা তাহাদের স্বরূপ ক্রমে ক্রমে লোকলোচনে আবার উন্মেষিত হইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কবিকল্পনা বলিয়া অনৈসর্গ বা অতিপ্রাকৃতের অদ্ভুত কৌতুকাগারে নিক্ষিপ্ত হইত, আজি তাহা প্রকৃত বলিয়া সগৌরবে পরিগৃহীত হইতেছে। বিজ্ঞান তাহার মাথায় হেমমুকুট পরাইয়া সাদরে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিতেছে। ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহা দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইতেছে। আজি সমগ্র জগৎ ভয়বিস্ময়ে তাহার সম্মুখে নতকন্ধর।

সার ফ্রান্সিস্ বেকন নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্বপ্রণীত "প্রাচীনদিগের পাণ্ডিত্য" (Wisdom of the Ancients) নামক পুস্তকের সূচনায় বলেন, "প্রথমযুগের পুরাতত্ত্বসকল বিস্মৃতি ও নীরবতার অন্ধকারে নিহিত হইয়াছিল, কবিকল্পনা আসিয়া নীরবতার স্থান অধিকার করিল; পরে ঐতিহ্য বিবরণসমূহ গল্পের মোহ অপসারিত করিয়া দিল। আজি আমরা সত্যের আলোকে জ্ঞানলাভ করিতেছি ৯১।" ফ্রান্সিস্ বেকন সপ্তদশ শতাব্দীতে যেকথা

৯১। The antiquities of the first age (except those we find in Holy Writ) were buried in oblivion and silence: silence was succeeded by poetic fables: and fables, again, were followed by the records we now enjoy. So that the mysteries and secrets of antiquity were distinguished and separated from the records and evidences of succeeding times

বলিয়াছিলেন, তিন শতাব্দীর মধ্যে তাহার সারবত্তা স্বর্ণাক্ষরে প্রতীত হইতেছে। আজি আমরা নিত্য নূতন আলোকে পুলকিত হইতেছি। আদি কবি বাল্মীকি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে "অন্তর্জলচর আমমৎস্যভোজী নরব্যাঘ্রগণের" উল্লেখ করিয়াছিলেন, বহুকাল ধরিয়া তাহা কবিকল্পনার মোহন চিত্রে বিন্যস্ত হইয়া অনৈসর্গিক বৃত্তান্তের পরিপুষ্টিসাধন করিতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতের প্রথম ঐতিহাসিক হেরডোটস্ পিয়োসিয়নদিগের হ্রদগৃহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—হ্রদের মধ্যস্থলে উচ্চ উচ্চ দারুস্তূপ প্রোথিত করিয়া তদুপরি বড় বড় তক্তা আঁটিয়া দিত এবং সেই সকল তক্তার উপরিভাগে কুটীর নির্ম্মাণ করিত। একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ সেতু দ্বারা স্থলভাগের সহিত সেই সকল হ্রদগৃহের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত।" সেই সকল হ্রদগৃহে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া পিয়োসিয়নগণ বাস করিত। তাহাদের গোধন ও অশ্বাদিও তন্মধ্যেই রক্ষিত হইত। মৎস্য তাহাদের প্রধান খাদ্য। হিপক্রেটিস্ ও প্লিনিও হ্রদবাসী কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন[১২]।

---

by the veil of fiction, which interposed itself, and came between those things which perished and those which are extinct,——Sir Francis Bacon. Preface to *Wisdom of the Ancients.*

Quoted in Hutchinson's Prehistoric Man and Beast, p 167.

১২। The Story of Man pp. 76, 77, 78, 80, 81.

মলয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, ভেনিজুয়েলা ও মধ্য আফ্রিকাতে এখনও বিস্তর হ্রদগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াও তাহারা সেই পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। সৌকর্য্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই; দেশাচার তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পণ্ডিতবর হাচিন্‌সন্‌ বলেন, ইটালি, অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরীর অনেক হ্রদের উপরি ভাগে আজিও বিস্তর জলগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ফর্দ্দিনান্দ কেলার জাপানের কোন কোন স্থানে হ্রদাবাস দর্শন করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি সুইজর্লাণ্ড ও ইটালির হ্রদগৃহ সমূহের অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রাণ বিনিয়োগ করিয়া যে সকল তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। সর্ব্বসমেত ২০৮টী হ্রদবসতি তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রেটব্রিটন ও ফ্রান্সেরও অনেক স্থানে প্রাচীন হ্রদগৃহ সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হচিন্‌সন বলেন অতি প্রাচীনকালে হ্রদবসতি নির্ম্মিত হইত। পাষাণ যুগে তৎসমুদায়ের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সুইজর্লণ্ডে লৌহের প্রচলন হইবার স্বল্পকাল পরেই তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ব্রিটেনে তাহার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রোনগো সকল ৯৩ প্রচলিত ছিল। মন্‌রো বলেন, য়ূরোপের মধ্যস্থানে—

Man before Metals, pp. 105 to 125.

The History of Mankind, Vol. II. p. 163.

Ibid, pp 167—175.

৯৩ Prehistoric Man and Beast pp 170—172.

গ্রেটব্রিটেনে হ্রদগৃহসকল ক্রোণগো নামে অভিহিত হইত।

পাষাণ, ব্রোঞ্জ ও লৌহ—এই ত্রিবিধ যুগেরই নিদর্শক ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রকার সহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোনটীতে কেবল প্রস্তর, শৃঙ্গ, অস্থি, ও দারুময় অস্ত্রশস্ত্র, তৈজস পত্র ও অলঙ্কারাদি বিদ্যমান; কোথাও ব্রোঞ্জ, পাষাণ ও অস্থি শৃঙ্গাদি উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং কোন কোন স্থানে ব্রোঞ্জ ও লৌহ মিশ্রিত ভাবে পানভোজনপাত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে। পাষাণ হইতে লৌহযুগে প্রয়াণ অবশ্য উন্নত সভ্যতারই পরিচায়ক; কিন্তু তৎসঙ্গে হ্রদগৃহ সমুদায়ের নির্ম্মাণ-কৌশলের কোনরূপ ক্রমোন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। বার্ণের নিকটবর্ত্তী মূসীদর্ফ হ্রদের বসতিসকল পাষাণযুগের অত্যুন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সেই বিশাল সরোবরের গর্ভ হইতে বহুকাল পরে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে শিলানির্ম্মিত কোন কোন ছুরিকা বা অসির বুধ্নরূপে কাষ্ঠ, অস্থি বা শৃঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। মৃৎপাত্রগুলি যথা স্থালী, ভাণ্ড, ও কলসাদি বৃহদায়তন ও কদর্য্য। কুলালচক্রের সংস্পর্শে কখনও সেগুলি আসিয়াছে কিনা তাহা সহজে বুঝা যায় না। পাত্র-গুলি সূর্য্যপক্ক, কিংবা অগ্নিদগ্ধ, বিবরণে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও স্থালীগুলি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, সেই সকল হ্রদবাসী মানব বৈশ্বানরের ব্যবহার জানিয়াছিল; কারণ পাক-পাত্রাবলীর ন্যায় তৎসমুদায়ের গাত্রে অগ্নিতাপের দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ছাগ, মেষ, শূকর, হরিণ, বৃষ প্রভৃতি পশুর অস্থিখণ্ডের সহিত দগ্ধ যব, গোধূম, মশিনা প্রভৃতি শস্য সংমিশ্রিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতে বোধ হইতেছিল যে,

হ্রদবাসিগণ ঐ সকল দ্রব্য আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। এতদ্ব্যতীত শৃগাল, কুকুর, বিবর, ভল্লুক, ঘোটক, শশক, বাইসন প্রভৃতি জন্তুরও কঙ্কালাবশেষ সেই সকল স্থানে সাধারণের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল।

অপরাপর দ্রব্যাদি।—দারুময় দ্রব্যাদির মধ্যে টব, থালা, চামচ, হাতা, মুগুর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছিল। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত আট হাত লম্বা একখানি ডোঙ্গা খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে অস্থি ও হরিণের শৃঙ্গনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার সূচী, শূল, শেল, এবং শিলাময় কুঠারের বুধ্ন (বাঁট) দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি শরমুখ ও কুঠার,—তৎসমস্তই ঘৃষ্ট প্রস্তরে নির্ম্মিত। বস্ত্রবয়ণের কোনরূপ যন্ত্রতন্ত্রাদি আবিষ্কৃত না হইলেও কতকগুলি স্থূল বস্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল।

রোবেনহোসেন নামক হ্রদবসতি হইতে যে সকল দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রোঞ্জের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে সেই স্থানে যে কতকগুলি মুষা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি ব্রোঞ্জ গালাইবার নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। নিউশেটেল নামক হ্রদে প্রসিদ্ধ অবর্ণিয়ার বসতি ব্রোঞ্জযুগের বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম পত্তন বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই হ্রদাবাসে বিস্তর ব্রোঞ্জ পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত নিউশেটেল হ্রদে মোরিণ নামে আর একটী বৃহৎ বসতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; তথায় লৌহের পর্য্যাপ্ত প্রচলন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তত্রত্য অসিগুলি সুগঠিত। সেগুলি তন্তুময় এক প্রকার বিচিত্র লৌহে বিনির্ম্মিত এবং তৎসমুদায়ের কোষ-

গুলিও লৌহময়। ভল্লশীর্ষগুলি কোন কোন স্থলে ১৮॥ ইঞ্চ দীর্ঘ। ঘোড়ার সাজ, ঢালের মুকুট, এবং অলঙ্কারগুলিও লৌহনির্ম্মিত। সেই হ্রদগৃহের উদ্ধৃত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে কতকগুলি রোমীয় ও গলিক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সেই সকল মুদ্রা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বসতিগুলি ঐতিহাসিক যুগের প্রতিষ্ঠা।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, সেই সকল হ্রদ গৃহের অধিবাসিগণের সহিত সন্নিহিত প্রদেশবাসি মানবগণের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না? তাহারা কি কোন স্বতন্ত্র জাতি? অনুসন্ধান দ্বারা হ্রদবাসী ও সন্নিহিত স্থলবাসী উভয় সম্প্রদায়ই এক জাতির অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে[২৫]। মুর্শে ট্রয়ন হ্রদ বসতি সম্বন্ধে একজন প্রাচীন লেখক। তাঁহার পর কেলার, ভির্কাউ, লাবক, মন্‌রো, গিকি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। মুশেঁ ট্রয়ন বলেন, সুইজর্লণ্ডে ব্রোঞ্জ যুগ একটী সম্পূর্ণ নূতন জাতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই নবাগত জাতি নূতন পাষাণযুগের অধিবাসীদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া জলে স্থলে উভয়ত্র আপনাদের আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু এই মত সর্ব্বথা পরিগৃহীত নহে। ডাক্তার কেলার বলেন, পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে প্রশান্তভাবে ঘটিয়াছিল এবং সেই একই জাতি সমগ্র ব্রোঞ্জ যুগ ধরিয়া এবং লৌহ যুগের প্রথম কাল পর্য্যন্ত সুইজর্লণ্ডে বাস করিয়াছিল। পণ্ডিতবর হাচিন্‌সন বলেন, হ্রদবসতি সমূহে যে সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, স্কন্ধনভিয়া, বৃটন ও ফ্রান্সের সমাধি, সুড়ঙ্গ, এড়ুক সমুদায় হইতে

২৫ *Encyclopaedia Britannica*, Vol XIV, pp. 223—224.

উদ্ধৃত পুরাবস্তুসমূহের সহিত তাহাদের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। উহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হ্রদগৃহে যাহারা বাস করিত, স্থলবাসীদিগের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না;—পরন্তু তাহারা একই জাতি। ভির্কাউ কর্ত্তৃক বিভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রোঞ্জযুগে অন্য স্থান হইতে একটী নূতন জাতি আসিয়া বিনা বিবাদে সুইজর্লণ্ডের আদিম হ্রদনিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহাতে উভয় জাতির মিশ্রণে একটী সঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়। ইহারা বহুকাল এক প্রকার নিরাপদে আপনাদের হ্রদগৃহে বাস করিয়াছিল; পরে বীরবর সিজরের বিজয়িনী সেনা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল ২৬।

পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে হ্রদবাসীদিগের প্রকৃত জাতি ও ইতিহাসাদি উদ্ধৃত হয় নাই; বরং মূল তত্ত্ব গভীরতর অন্ধকারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার কেলার বলেন, আদি হইতেই তাহারা কেলটিক ছিল। কিন্তু এমত যুক্তিযুক্ত নহে। য়ুরোপের নানাস্থানে যে সকল প্রাচীন সমাধি, পাতালগৃহ ও সুড়ঙ্গাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কোন একটী নূতন জাতি কর্ত্তৃক সেই সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাসে তাহারা আইবিরীয় নামে অভিহিত। কেল্‌ট জাতির পূর্ব্বে তাহারা পৃথিবীতে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল ২৭।

---

২৬ Hutchinson's *Prehistoric Man and Beast* pp. 185—186.

২৭ Prichard's Celtic Nations by Latham pp. 65—86.

ডাক্তার মন্‌রো বলেন, মধ্য য়ুরোপের আদিম হ্রদবাসিগণ নিয়োলিথিক অর্থাৎ নূতন পাষাণযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা সম্ভবতঃ আশিয়া খণ্ডেরই আদিম অধিবাসী। এই দেশ হইতে তাহারা কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া দানব নদ ও তাহার শাখাপ্রশাখা সকল অতিক্রমপূর্ব্বক পশ্চিম য়ুরোপের অভিমুখে যাত্রা করিতে করিতে সুইজর্লণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয় বৃহৎ হ্রদসমুদয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছিল [৯৮]।

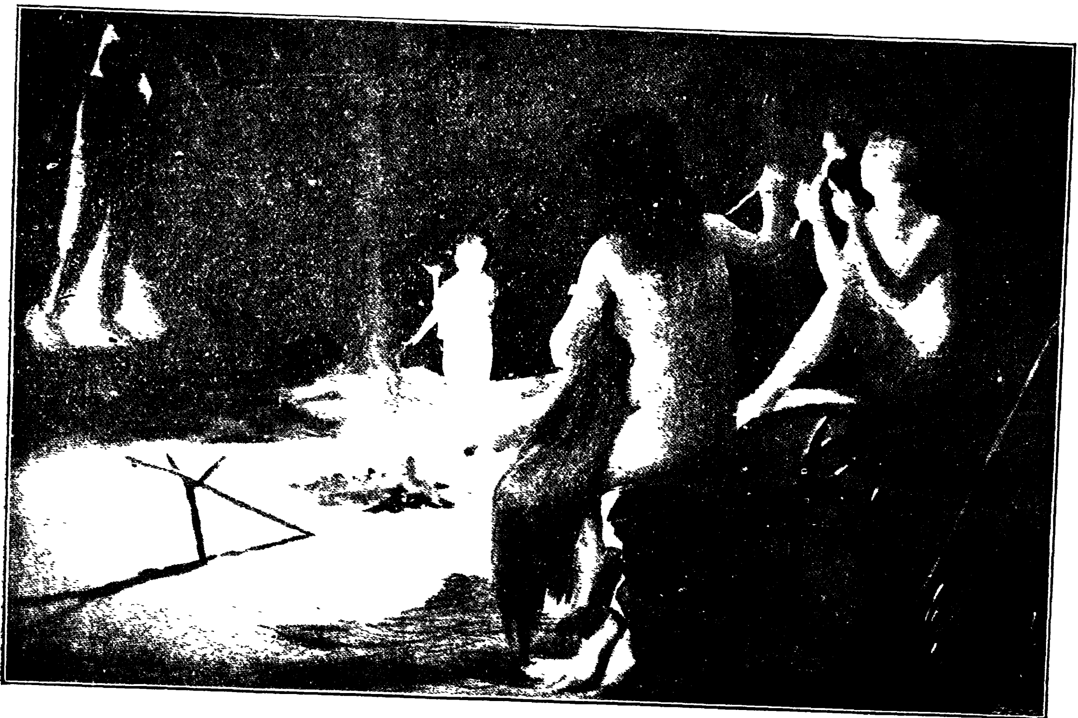
সমাধি-সন্ধান।—হ্রদগৃহের সেই প্রাচীন অধিবাসিগণ মৃতদেহের কিরূপ গতিবিধান করিত তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখা যায়। কেহ বলেন, শবসমুদায় হ্রদবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইত এবং জলজন্তুগণ তাহাদের সৎকার করিত। অপর কেহ বলেন, অগ্নিদ্বারা মৃতদেহসমূহ সংকৃত হইত। অনুসন্ধানে কিন্তু ভিন্নরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নিউশ্যাটেল হ্রদের তীরস্থিত ঔবর্ণিয়ার নামক ক্ষুদ্র গ্রামের একস্থানে কতকগুলি শ্রামিক মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কয়েকটী সমাধি দেখিতে পায়। সেই সকল সমাধি গ্রাণিট শিলাখণ্ডে গঠিত; চারিখানি শিলা চারিদিকে ঊর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত হইয়া গহ্বরের প্রাচীর নির্দ্দেশ করিতেছিল; অপর একখানি দ্বারা গহ্বরমুখ আচ্ছাদিত। ধরিতে গেলে তাহা একটী "কফিন" অর্থাৎ শবাধার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক

---

৯৮ অনেক পর্য্যটক বলেন, এসিয়া-মাইনরেরও অনেক স্থানে জলগৃহের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

Hutchinson's Prehistoric Man and Beast. p. 187.

Man before Metals, pp. 119—125.



দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রাচীন গুহাবাসিগণের নৈশ ভোজ।

১৫৬ পৃষ্ঠা

একটী শবাধারে পনর হইতে বিশটী করিয়া কঙ্কাল রক্ষিত ছিল। মৃতদেহগুলি আসীন অবস্থায় স্থাপিত; শরীর সঙ্কুচিত এবং জানুগুলি চিবুক সংস্পৃষ্ট। সমাধির চারিদিকে প্রাচীরে মস্তক সংলগ্ন এবং মধ্যদিকে পদযুগল ন্যস্ত করিয়া অবস্থিত। সেই সমাধিকেন্দ্রের নিকটে দুইটী ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরকক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই কক্ষদ্বয় অস্থিখণ্ডে পরিপূর্ণ। অস্থি সমুদায়ের মধ্যে বরাহদন্তের একগাছি হার, কতকগুলি ছিদ্রীকৃত বরাহ ও শার্দ্দূলদন্ত; নাগিনী প্রস্তরে একটী টঙ্ক (hatchet) এবং ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত দুই তিনটী অঙ্গুরীয়, শলাকা, ও গুটিকা সেই স্থলে দেখা গিয়াছিল। বিনা আধারেই একটী শিশুর শব তাহার নিকট নিহিত ছিল। তাহার হাতে প্রস্তর-বলয়। পণ্ডিতবর রুটিমায়ার পরীক্ষা করিয়া তৎসমুদায় সমাধিদ্রব্য ও সমাহিত মনুষ্য সমূহকে পাষাণ ও ব্রোঞ্জ যুগের সন্ধিকালস্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

গুহা, সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহাদি।

গুহা একটী বৈদিক শব্দ। ঋগ্বেদের পঞ্চাশ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অমরকোষে অপর তিনটী শব্দ গুহা অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে বিল ও গহ্বর অনেক পরিমাণে গুহার সমধর্ম্ম। বেদে রূপক ভিন্ন প্রকৃত গহ্বরার্থে যে সকল গুহা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশের অর্থ পণিঃ নামক অসুরদিগের অপহৃত গোধনরক্ষার অন্ধকারময় গহ্বর। উক্ত অসুরগণ দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া তমোময় গুহামধ্যে লুক্কায়িত রাখিত, ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সাহায্যে সেই সকল

গুহার আচ্ছাদনশিলা ভিন্ন করিয়া গাভীসমূহের উদ্ধার করিয়াছিলেন ৯৯। ক্রমে গুহা দানব ও দাসগণের আশ্রয়স্থানে পরিণত

৯৯। এস্থলে কেবল একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইল :—

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিংদ্র বহ্নিভিঃ অবিংদ উস্রিয়া অনু॥

১ম। ৬সূ। ৫ঋক্।

সায়ণ-ভাষ্য।

অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভির্দেবলোকাদ্গাবোঽপহৃতা অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাংশ্চেন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সহাজয়দিতি। এতচ্চানুক্রমণিকায়াং সূচিতম্। অ ৮।৬।১। পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিংদ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভিঃ পণয়ো মিত্রিয়ন্তঃ প্রোচুরিতি। মন্ত্রান্তরেচ দৃষ্টান্তয়া সূচিতম্। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাব ইতি। তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্যোচ্যতে॥ হে ইংদ্র বীলু চিৎ। দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানমারুজত্নুভির্ভজন্তির্বহ্নিভির্বোঢ়ৃভিয়ন্তত্র নেতুং সমর্থৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহা চিৎ। গুহায়ামপি স্থাপিতা উস্রিয়া গা অন্ববিংদঃ। অন্বিষ্য লব্ধবানসি।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই ঋকের অনুবাদ করিয়াছেন :—

হে ইন্দ্র! দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভীসমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে। *

---

* "পণিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল, ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেবকুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল। সায়ণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Muller. বিবেচনা করেন, এই বৈদিক উপাখ্যানটী প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটী উপমা মাত্র। তিনি বলেন, "সরমা উষার একটী নাম। দেবগণের গাভীগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সমুদয় অথবা সেই রশ্মিরঞ্জিত মেঘগুলি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ

হইয়াছে এবং য়ুরোপে ট্রগ্‌ডোলাইট (Trogdolytes) অর্থাৎ গুহাবাসী আদিম মনুষ্যগণের বাসগহ্বরের মূর্ত্তি প্ররিগ্রহ করিয়াছে। সেই সকল গুহাবাসী মানব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিভীষিকাচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়১০০। বেদে

১০০। ভারতের অনেক স্থানে অনেক পাতাল গৃহ ও সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব-বিবরণ শুনা যায়। রামায়ণে দানবের সহিত বালির এবং ভাগবতে জাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ বিশাল সুড়ঙ্গ মধ্যেই ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

"Earth-houses, Picts-houses, or weems, are very abundant in Scotland, in many places, especially on the upper reaches of the Don, in Aberdeenshire. In the low country they are called 'erd-houses", and are there said to be the hiding-places of the aborigenes. So numerous are they in some places,

---

তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন, তিনি বিদ্যুৎ গতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায়, সেইরূপ ইতস্ততঃ ধাবণ করিতে লাগিলেন। তিনি (সরমা) সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেবগাভী উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন।" Max Muller, আরও বিবেচনা করেন, ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প লইয়া চিরস্মরণীয় কবি হোমর গ্রীক ভাষায় মহা-কাব্য লিখিয়াছেন, সে গল্প এই পণিঃ ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র। সরমা Helena, বিলু (পণিসের দুর্গ) Illium, পণিস্—Paris বৃসয়—Brises ইত্যাদি।

"The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East, by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the West."

Science of Language.

৺রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদসংহিতা। ১৪।১৫ পৃষ্ঠা।

Vedic Mythology, pp. 159—60.

যেমন গুহা উৎপীড়িত দৈত্যদানবগণের আশ্রয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে, প্রাচীন রোমের পুরাণসমূহ সেইরূপ তৎসমুদায়কে বনদেবী ও গন্ধর্বীগণের শান্তিনিকেতন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে। গ্রীসের পুরাণে বলে, পন, বেকস্, প্লুটো ও চন্দ্রের মন্দির গুহাভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল এবং দেল্ফি, করিন্থ ও মিথিরণ পর্ব্বতের গুহামধ্যে লোকের ভূতভবিষ্যৎ বিবৃত হইত ১০১। পারস্যের গুহাসমূহে মিত্র দেবতার পবিত্র বেদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। য়ূরোপীয় গিরিগুহা সমুদায়ের সহিত পাশ্চাত্য বিস্তর পৌরাণিক ব্যাপার যে সংলিপ্ত আছে, তত্রত্য গুহাসমূহের নাম দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে ১০২। জর্ম্মাণীর লোকের এই বিশ্বাস যে, গিরিগহন ও নিবিড় বনবসতি পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য পরী ও বামনগণ হর্জ্জ পর্ব্বতমালার সুনিভৃত বিশাল গহ্বর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়া বাস করিত। স্থানে স্থানে তাহাদের অনেকগুলা Dwarf holes অর্থাৎ বামনকুহর নামে বিদিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, রাজা মুচুকুন্দ সুদীর্ঘ অসুর-সমরে জয়লাভ করিয়া উত্তর ভারতের একটী গুহায় তিন

---

that they may be said to form subterranean villages, the fields being literally honey-combed with them : but they are not easy to find."

Hutchinson's *Prehistoric Man and Beast*, p. 227.

Man before Metals, pp. 48—64.

Encyclopædia Britannica, Vol. V. pp. 265—70.

101 Ibid, pp. 268—70.

102 Ibid, pp. 269—70.

যুগ ধরিয়া মহাপ্রগাঢ় নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছিলেন, শেষে কলির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে কালযবন তাঁহার সেই সুষুপ্তিভঙ্গ করিয়া পরিশেষে মুচুকুন্দেরই লোচনবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। স্পেনবাসী মুরদিগের বিশ্বাস গ্রাণাডার গিরিশ্রেণীর গহ্বর সমূহে মহাবীর বোবদিল স্বীয় বিশ্বজয়ী সৈন্যগণের সহিত প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, শেষে কোন জীবের উত্তেজনায় জাগরিত হইয়া স্পেনীয় মুরগণের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন।

এই সকল পুরাকাহিনী কালে কালে মানব-মনে যে ভীতিজড়িত ভক্তির উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর অনেক স্থলেই—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ প্রদেশে অতি প্রাচীন কালে গুহাসকল বসবাস, আশ্রয় ও সমাধিস্থলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ওল্ড টেষ্টমেণ্টে বর্ণিত আছে, লট জোয়ার হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় কন্যাদ্বয়ের সহিত একটী গুহামধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেনানাইটগণের নৃপপঞ্চক জশোয়া-ভয়ে এবং দাউদ শলের আতঙ্কে পালেষ্টাইনের গুহাসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিজরের ভ্রূকুটীভয়ে আকুইতালীগণ ঔবর্ণের গহ্বর সমুদয়ে এবং আল্‌জিরিয়ার আরবগণ দাহামা গিরিগহ্বরে আশ্রিত হইয়াছিল। ডাক্তার লিভিংষ্টোন বলেন, মধ্য আফ্রিকার পর্ব্বতসমুদায়ে এত বড় বড় গুহা আছে যে, সময়ে সময়ে তদ্দেশীয় এক একটি সম্প্রদায় সদলে গবাদি পশুসহ ভূরি ভূরি আহার্য্য ও তৈজসাদি লইয়া তন্মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে ১০৩।

গুহাসমাধি।—সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে শেষ সংস্কারের

103. Encyclopoedia Britannica vol. V, p. 270.

আড়ম্বর-বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে লোকে গিরিগুহা সমুদায়ই সমাধিরূপে ব্যবহার করিত। মিশর ও পালেষ্টাইনের উৎকীর্ণ গুহাসমূহ বহুদিন সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। সেইরূপ অনুষ্ঠান হইতেই বোধ হয় রোমের "কেটাকুম্ব" সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য দেশের বিস্তর গুহায় প্রাচীন মানবগণ বাস করিত, সেরূপ অবস্থায় প্রায়ই প্রাচীন যুগের অতিকায় জন্তুসকলের সহিত অনেক সময় তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত। এই সকল ব্যাপার পাষাণ-যুগের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কোন কোন গুহায় মানবের ও ইতর প্রাণীর বিচ্ছিন্ন কঙ্কালসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। বকলাণ্ড, পেঞ্জেলী, ফক্‌নার, লোটেট, ক্রিষ্টি ও ডকিন্‌স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুহাসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বের সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে বিপুল আলোক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই আলোকের সাহায্যে তদানীন্তন যুরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের ভৌগোলিক ও পৌরাণিক অবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়। তখন আফ্রিকার শাহারা মরু-ভূমির সৃষ্টি হয় নাই; তখন সেই সুবিশাল দেশ অতিগভীর সাগরজলে নিমগ্ন ছিল; ভূমধ্যসাগর সে সময়ে মধ্যআশিয়ার পণ্টো-আরেলিয়ান সাগরের জলরাশিতে আপনার ভাবী সলিল-সম্ভার সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, এবং আতলান্তিস্ মহাদেশ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিম যুরোপের সহিত সংবদ্ধ রাখিয়া একত্র সংযুক্ত যুরোপ ও আফ্রিকার স্থলসম্পৎ সহস্র সহস্র যোজন বিস্তৃত করিয়াছিল। তখন আমেরিকা ও আশিয়ামণ্ডল দুইটি মুগ্ধা

ভগিনীর ন্যায় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে সম্মিলিত ছিল ; লেমূরীয়া বা ইন্দু-আফ্রিকান মহাদেশ তখন আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে দূরাতিদূর আজিকার সুন্দদ্বীপ পর্য্যন্ত স্বীয় অতিবিশাল মহাকায় বিস্তৃত রাখিয়া জগতের সভ্যতার আদি বীজসকল সংগ্রহ করিতেছিল। সেই সকল মূল বীজ হইতে যতস্থানে যত প্রকার সভ্যতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, পরে তৎসমুদায়ের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রেণীবিভাগ।—আধেয়সমূহের প্রকৃতি-অনুসারে গুহা-সকল সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম প্লীষ্টোসিন (Ploistocene)—প্রাচীন পাষাণ যুগের মানব, অতিকায় হস্তী, মহাবরাহ, লোমশ গণ্ডার প্রভৃতি যে সকল প্রাণী এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহারা সেই সকল গুহায় বাস করিত। দ্বিতীয় প্রাগৈতিহাসিক (Prehistoric)—সেই সকল গুহায় নবপাষাণ-যুগের মানবগণের সঙ্গে পালিত গ্রাম্য পশুগণের কঙ্কালমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয়—ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক যুগের সহিত এই প্রকার গুহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। য়ূরোপের উত্তর ও দক্ষিণভাগে এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে প্লিষ্টোসিন গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমধ্য সাগরের অস্তিত্ব যে, এককালে ছিল না এবং উত্তর আমেরিকা যে, আশিয়ার সহিত বিস্তৃত স্থল-সংযোগে আশ্লিষ্ট ছিল, সেই সকল দেশের অনেক প্রাণী দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। আফ্রিকার ব্যাঘ্র, ভল্লূক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতির কঙ্কালসমূহ সিসিলি, স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের গুহাসমুদায়ে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে য়ুরোপের গুহা সমূহে যে সকল জন্তুর অস্থিরাশি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগের

অনেককে খর্ব্বায়তনে আজিও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্লথ, আর্ম্মেডিলা ও আণ্ডটিশ প্রভৃতি জন্তুর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আচার ব্যবহার।—সেই সকল গুহাবাসী মনুষ্যগণ মানবীয় সভ্যতার আদি যুগে বর্ত্তমান ছিল। বস্ত্রবয়ণ বা মৃৎপাত্র নির্ম্মাণে তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। অস্থিনির্ম্মিত সূচী সাহায্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী বা তন্তুদ্বারা পশুচর্ম্ম সেলাই করিয়া তাহারা বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। ঘৃষ্ট পাষাণের শর বা শেল শূল দ্বারা মৃগ, বাইসনাদি বধ করিয়া তৎসমুদায়ের মাংসে জীবন ধারণ করিত; অগ্নি ব্যবহার তাহাদের বিদিত ছিল। অগ্নি সাহায্যে অধিকাংশ সময় ব্যাঘ্র, লোমশ গণ্ডার, মহাবরাহ প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদদিগকে বিত্রাসিত করিয়া সেই সকল গুহামধ্যে বসবাস করিতে পারিত। কিরূপ উপায়ে তাহারা শবদেহের সৎকার করিত, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। তবে ঔরিগণাক, লা ইজি, সেণ্টোন এবং বেলজিয়ম ও জর্ম্মাণীর অনেক গুহা মধ্যে যে সকল সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় পরবর্ত্তীকালের মানবকীর্ত্তি বলিয়া অনেকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। এস্কিমো জাতির আচার ব্যবহারের সহিত সেই প্লিষ্টোসিন যুগের গুহাবাসি-গণের আচারব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হওয়াতে অনেক পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে এস্কিমোগণের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণসমূহ মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপের গুহা সম্বন্ধেই প্রকটিত হইল। দক্ষিণ য়ুরোপের অনেক স্থানে এবং



সুড়ঙ্গ-সমাধি।

১৬৫ পৃষ্ঠা

আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে অতি বিশাল গুহা সমুদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়, ইতঃপূর্ব্বে তাহা সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভারতের অনেক স্থানে গুহা, সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহাদি নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় য়ুরোপে গুহাদি সম্পর্কে যেরূপ বিস্তৃত অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছে, ভারতে তাহার শতাংশেরও একাংশ হয় নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহ।—যেমন হ্রদগৃহ ও গুহাবাস মানবীয় সভ্যতার দুইটী ক্রম সূচিত করিয়া দেয়, সুড়ঙ্গ ও পাতাল-গৃহ দ্বারা সেইরূপ সভ্যতামার্গে দুইটী পদবী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জগতের প্রায় সকল দেশেই সর্ব্ব সময়ে সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহের প্রচলন ছিল। প্রাকৃতিক গিরিগুহার আদর্শে মানব যে সময়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সন্ধি বা সুড়ঙ্গ, অথবা বিশাল পাতালগৃহ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল, তখন তাহাকে পাষাণ যুগের অন্তর্ণিবিষ্ট বলা যাইতে পারে না। গুহা বা গহ্বর প্রকৃতির প্রয়াসে উৎপাদিত, সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহ অনেক স্থানেই মনুষ্যের বুদ্ধিকৃত। ধরাগর্ভের অভ্যন্তরে কোন একটী শুষ্ক নদীনিখাত বা প্রাকৃতিক গহ্বর অবলম্বন পূর্ব্বক মানব প্রয়োজন মত তাহাকে উপযুক্ত আয়তনে সংগঠিত করিয়াছে, পাষাণস্তম্ভের উপর সুবিস্তৃত ছাদ সংস্থাপিত করিয়া উৎকীর্ণ শিলাখণ্ডে তাহার চতুর্দ্দিক সংরক্ষিত করিয়াছে; দ্বার গবাক্ষ ও বাতায়নাদিতে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে এবং উর্দ্ধ হইতে আলোক ও বায়ুর সংপ্রবেশের সুব্যবস্থা করিয়া সপরিবারে স্বচ্ছন্দে তন্মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা জানা

যায় যে, অতি প্রাচীনকালে সমাধি-সাধন হইতেই সুড়ঙ্গ ও পাতাল-গৃহের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ঠিক কোন সময় হইতে এবং জগতের কোন্ স্থানে সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহাদি সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পরকালে বিশ্বাসই উক্তপ্রকার সমাধি-সাধনের প্রধান নিযোজক। জীবিত অবস্থায় মানব শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য যেরূপ আবাসগৃহ গঠিত করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর তদনুরূপ নিকেতন-লাভের ইচ্ছা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক। এইজন্যই প্রাচীন মিশরে ও মেক্সিকো প্রদেশে পীরামিড, সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং রোমের কেটাকুম্বসমূহে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের তত চরম পরিণতির দিকে পাশ্চাত্য শিল্প প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিল ১০৪।

কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থপতিবিদ্যার উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, শীতাতপ ও ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ হয় আদিম মানবগণ গৃহনির্ম্মাণের দিকে মনোনিবেশ

১০৪। সমাধিসাধন হইতে প্রাচীন রোপে "ক্যাটাকুম্ব" Catacomb সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজীতে তৎসমুদায়কে 'burial-vault ও বলা যায়।

Catacomb, a subterranean excavation for the interment of the dead, or burial vault.

Encyclopoedia Britannica vol. V. pp. 206-7.

করিয়াছিল। প্রকৃতিরাজ্যের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহারা বিহঙ্গমগণের কুলায় এবং পশুকুলের বিবরাদি দেখিতে পাইল এবং তৎসমুদায়েরই আদর্শে বৃক্ষশাখা, পল্লব ও পর্ণাদি দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। পর্ণকুটীর হইতে দারুময়, ক্রমে মৃণ্ময়, পরে শিলাময় ও ইষ্টকময় গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা হইতে প্রাসাদাদির পরিকল্পনা হইল। ক্রমে মানব সভ্যতা-সোপানে যত উর্দ্ধে উত্থিত হইল, বিলাসবিভ্রমের ষোলকলা আসিয়া তাহার সুখ, শান্তি ও সন্তৃপ্তির চেষ্টা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিল। আর্য্য সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বেদে যেমন আমরা গুহার উল্লেখ দেখিতে পাই, সেইরূপ বিবিধ সৌধ, লৌহময় দুর্গ ও নগরাদিরও বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বেদবর্ণিত পূর্ব্বতন আর্য্যহিন্দুগণ যে সময়ে সুদৃঢ় লৌহপ্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া আধিভৌতিক তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল, জগতের অপর সকল স্থানে তৎকালে মানবগণ গিরিগুহায় বা বিশাল দরীমধ্যে অতিকষ্টে জীবনধারণ করিতে পারিতেছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে আমরা বিলাসবিমুখ মুনিগণের শান্ত আশ্রমপদে লক্ষ লক্ষ পর্ণকুটীরের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে অমরাবতী. অলকা, অথবা ইন্দ্রপ্রস্থের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহা বলিয়া আর্য্যঋষিগণ যে, উন্নত স্থাপত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহারাজ বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনায় মহামুনি বশিষ্ঠের এবং শ্রীরামচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনায় ভরদ্বাজের আতিথেয়তা উল্লেখিত হইতে পারে। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার উদ্ভবস্থল তপোবন ও পল্লীসমূহের শীতল শান্তচ্ছায়া ;—পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র রাজধানী। সুতরাং

য়ুরোপের স্থাপত্যোদয়ের জন্য নাগরিক আড়ম্বরের চটুল চাক্‌চিক্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমাধিসাধন হইতেই য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে স্থপতিবিদ্যার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে সকল দেশে শবদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তথায় শবদেহের পরিবর্ত্তে চিতাভস্ম কলস, স্থালী, কিংবা অপর কোন পাত্রে সংরক্ষিত হইয়া চৈত্য বা স্তূপ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত। ক্রমে সেই সকল বিবরণ বিবৃত হইতেছে। স্কন্দনভীয় রাজ্যে প্রকোষ্ঠী-কৃত সুড়ঙ্গ ও গুহাগর্ভের পরিবর্ত্তে অতিজীর্ণ দীর্ঘ Passage-graves অর্থাৎ পথসমাধি সকল দেখিতে পাওয়া যায় ১০৫। সেই সকল পথ-সমাধি জীবিতের বাসগৃহ এবং মৃতের সমাধিস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। নূতন পাষাণযুগে সেই সকল পথসমাধির উৎপত্তি। সেই সকল সুড়ঙ্গপথ শিলামণ্ডিত,—প্রায় সকল স্থলেই সঙ্কীর্ণ; মধ্যস্থলে একটী করিয়া বৃহৎ প্রকোষ্ঠ থাকিত। সেই মধ্যপ্রকোষ্ঠের চারিদিকে শবসমুদায় আসীন অবস্থায় স্থাপিত হইত। সুড়ঙ্গের মুখ সর্ব্বদা পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে; কচিৎ পশ্চিম দিকে; কিন্তু উত্তর দিকে কখনই থাকিত না। অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাইবিরীয় ও এস্কিমোদিগের "yourt" সমুদায়ের সহিত সুড়ঙ্গসমাধির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ১০৬

১০৫। জর্ম্মাণ ভাষায় passage-grave সকল *gan-grabea* নামে অভি-হিত। সেই সকল পথসমাধিতে শবদেহ সমুদায় কুঞ্চিত অবস্থায় রক্ষিত হইত।
Prehistoric Man and Beast p. 201.

১০৬। সাইবিরীয় ইয়োর্ট (Siberian yourt) গুলির মধ্যস্থলে একটী

এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ আজিও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সপরিবারে বাস করিয়া থাকে। সেগুলি একএকটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; একএকটী প্রকোষ্ঠে একএকটী পরিবার বাস করে। লোক মরিলেই তাহাদের মৃতদেহগুলি মুড়িয়া সেই সকল কক্ষমধ্যে নিহিত করিয়া থাকে। লাপল্যাণ্ডারদিগের "গ্যামী" সমূহ (gamme) দেখিতে প্রায়ই উপরিউক্ত সুড়ঙ্গেরই মত। সুইডেনের প্রসিদ্ধ পুরাবস্তুবিদ্ অধ্যাপক শ্বেন নিলসন পাশ্চাত্য দেশের সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুড়ঙ্গসমাধি সকল প্রকৃত বাসগৃহাদির অনুকরণে গঠিত হইত। নিলসন সাহেবের লিখিত বৃত্তান্তসমুদায় পাঠ করিলে জানা যায় যে, আদিম মানবের বাসগৃহ প্রায় সকল স্থলেই গুহারই অনুকরণ ভিন্ন আর কিছু নহে। গ্রীসের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ গিরিগুহাতেই বাস করিত। সেময়ীদীদিগের পূর্ব্বে যে জাতি সাইবীরিয়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহারা পাতালগৃহে বাস করিত। ডিয়োডোরসের গ্রন্থেও ঠিক সেইরূপ বৃত্তান্তই দেখিতে পাওয়া যায়।

করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকিত। তাহা সর্ব্বাংশেই স্কন্দনভিয়ার গ্যাঙ্গগ্রেবাযের মত; তবে কেন্দ্রস্থিত প্রকোষ্ঠগুলি তত গভীর নহে। প্রস্তর ভিন্ন কখন কখনও শালকাষ্ঠে গঠিত। সেই মধ্য কক্ষের ঊর্দ্ধভাগে এবং কখন কখন পার্শ্বে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত থাকিত। বাহিরে দেখিতে অনেকটা "মুণ্ডের" (Mound) মত। ইহাদের দ্বার দক্ষিণমুখী। কাপ্তেন কুক আশিয়া মণ্ডলের ঈশান কোণে শুট্স্কীদিগের শীতাবাসগুলি এইরূপেই গঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

Prehistoric Man and Beast p. 201.

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ভারতবর্ষীয় সুড়ঙ্গ ও পাতাল গৃহাদির বিবরণ দেখা যায়। রাজর্ষি জনক তর্কে পরাজিত ব্রাহ্মণদিগকে জলমধ্যস্থ গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বালক কবি অষ্টাবক্র তন্মধ্য হইতে স্বীয় পিতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ কর্ত্তৃকও বন্দী ক্ষত্রিয় রাজগণের ভূমধ্যস্থ গৃহে অবরোধের বিবরণ দেখা যায় এবং মণিহরণপ্রসঙ্গে পুরাণে বিশাল সুড়ঙ্গ মধ্যে জাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে। সেই সকল সুড়ঙ্গ বা পাতাল গৃহাদি কারাগার বা বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার গৃহের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। রাজর্ষি জনকের জলগৃহ এবং জরাসন্ধের সুড়ঙ্গগৃহ বন্দীদিগের জন্য ব্যবহৃত হইত; কিন্তু জাম্ববান্ স্বীয় পাতালগৃহ বাসের নিমিত্তই ব্যবহার করিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে সেই পাতাল গৃহের যে প্রকার বিবরণ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় তাহা প্রাসাদের উপযোগী সকল প্রকার শোভাসৌন্দর্য্যে বিভূষিত ছিল। কিন্তু জাম্ববানের বৃত্তান্ত প্রায় সম্পূর্ণই পৌরাণিক। কবিকল্পনা বিযুক্ত করিয়া প্রকৃত ঘটনা তাহার অভ্যন্তর হইতে বাছিয়া লইলে আমরা দেখিতে পাই, জাম্ববান্ আর্য্যজাতির অন্তর্গত ছিল না। সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহাদি অনেক স্থলে অনার্য্যকীর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে সকল সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহের বিবরণ দেখা যায়, তৎসমস্তের নির্ম্মাতা আর্য্য, কিংবা অনার্য্য কি না, তাহা আজিও অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হয় নাই। আর্য্যতত্ত্ব আজি কালি পাশ্চাত্য জগতের প্রত্নতত্ত্ব সমাজে নূতন বর্ণে চিত্রিত হইতেছে। তাহার প্রকৃত স্বরূপাবধারণ এখনও সুদূরপরাহত। হনূমান ও জাম্ববান

প্রভৃতির আলোচনা যথাস্থানে দ্রবিড়জাতির ইতিহাসে করা যাইবে। পাশ্চাত্যদেশের অনেক পাতালগৃহ ও সুড়ঙ্গের সহিত বামন, পরী ও জলকুমারীগণের মনোমদ গল্পগাথা সংমিশ্রিত দেখা যায়।

অনেকের বিশ্বাস যুরোপের অধিকাংশ পাতালগৃহে বামনজাতীয় মনুষ্যগণ বাস করিত। আইসল্যাণ্ড ও স্কন্দনভিয়ার গাথাসমূহে সেই সকল বামনের বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, বামনগণ পাষাণযুগের লোক। মোহিনী বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী ছিল; এবং ছলে, বলে ও কৌশলে সুন্দরী রমণীদিগকে হরণ করিয়া লইয়া নিজেদের পাতালগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাহাদের ব্যবহৃত বিবিধ পাষাণ অস্ত্রশস্ত্র সুইডেন, ডেনমার্ক, আয়ারলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার অনেক স্থলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের পুরাণবর্ণিত বামনাবতার এবং ইতিহাসকথিত বামনশিলার প্রয়োগকর্ত্তা বামনদিগের সহিত, পাশ্চাত্যদেশের সেই বামনগণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা সহজে নির্ণীত হইতে পারে না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সুড়ঙ্গ ও পাতালগৃহবাসী ঐ সকল বামনগণ উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপে লোকের বিভীষিকা বৃদ্ধি করিয়া অবাধে বিচরণ করিত; ১০৭ পরি-

---

১০৭। "—We have all learned that there is also a Science of Fairy Tales, and students of mythology and folk-lore have opened out new fields of research. Nor have the archeologists been mere onlookers, for they also have done not a little to show that many curious tales about fairies, or 'little-folk'. which formerly were looked on as mere inventions of

শেষে সাইবিরীয় ও গথদিগের এবং উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া তাহারা লোকলোচন হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আজি আয়রলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে এবং স্পেনের কোন কোন গিরিগহনে সেই সকল বামন জাতির পরিবর্ত্তিত বংশধরগণ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর তেজে মুহ্যমান হইয়া অন্তিমদশার দ্বারদেশে সমাসীন রহিয়াছে। তাহাদের অবদান-কথা এখন কল্পনার কুহক-জালে সমাচ্ছন্ন।

অগ্নি।

অগ্নি তাপ, আলোক ও জীবনীশক্তির আদি প্রস্রবণ এবং অগণ্য কলকৌশলের প্রধান প্রযোজক। যে মহামুহূর্ত্তে অগ্নি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই মানবীয় সভ্যতা সহস্র হস্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্নি হব্যবাহন, যজ্ঞের পুরোহিত, ও দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্। অগ্নি না থাকিলে আর্য্যজাতির কোন যজ্ঞই সম্পন্ন হয় না। দেবতারা তাঁহাদের আহ্বানে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিককে অভীষ্ট ধন দান করেন। সেই ধন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১০৮।

---

the imaginations, are based to some extent upon actual facts from which there is no getting away." *Prehistoric Man and Beast*, pp. 214-15.

১০৮। অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১
অগ্নি পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥ ২
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমং॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥ ৪

অগ্নি আঙ্গীরস ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়া-

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ॥ ৫

ঋগ্বেদ প্রথমঃ অষ্টকঃ। ১ম মণ্ডলঃ। ১ম অধ্যায়ঃ।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনূদিত ঋগ্বেদে এই পাঁচটী ঋকের নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ দেখা যায়:—

১। অগ্নি (১) যজ্ঞের পুরোহিত (২) এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ (৩) এবং প্রভূতরত্ন ধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

---

(১) অগ্নি আদিম আর্য্যজাতির একজন আরাধ্য দেবতা ছিলেন, সুতরাং সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে অর্থাৎ হিন্দু, ইরানীয়, গ্রীক, রোমক, প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পুজনীয় ছিলেন। ইরানীয়দিগের মধ্যে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরোমজদের পুত্র, এবং অতর নামে উপাসিত হইতেন।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অগ্নি একজন অগ্রগণ্য দেবতা ছিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে যাস্ক জীবিত ছিলেন এবং তিনি দেবগণের সম্বন্ধে নিরুক্ততে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা—

"নৈরুক্তদিগের মতে দেব তিন জন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগ্য কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম, অথবা এটী পৃথক পৃথক কর্ম্মের জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা। অথবা তাঁহারা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন, কেন না তাঁহাদিগকে পৃথকরূপে স্তুতি করা হইয়াছে এবং পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে।" নিরুক্ত। ৭।৫।

ইহা হইতে প্রকাশ হইবে যে সে সময়ে ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই।

(২) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, এই জন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। "যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয় রূপেন অবস্থিতং।" সায়ণ।

(৩) মূলে "ঋত্বিজং হোতারং" আছে। হোতা, পোতা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি

ছেন। সেইজন্য অনেকে মহর্ষি অঙ্গিরাকে অগ্নির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত করিয়া থাকেন ১০৯। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, রাজা

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতি-ভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নিদ্বারা (যজমান) ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

৪। হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক সে যজ্ঞ কেহ হিংসা করিতে পারে না (৪) এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহই দেবগণের নিকটে গমন করে।

৫। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা (৫), সত্যপরায়ণ, ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

১০৯। ত্বমগ্নে প্রথমো অংগিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ংত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১
ত্বমগ্নে প্রথমো অংগিরস্তমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতং।
বিভুর্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ॥ ২
ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতুয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্য্যেঽসঘ্নোর্ভারমযজো মহো বসো ॥ ৩

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহার মধ্যে হোতা দেবগণকে মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিতেন। অগ্নি না জ্বালিলে দেবগণের যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই দেবগণের যজ্ঞে আগমনের কারণ, সেইজন্য অগ্নিকে হোতা পুরোহিতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

"হোতারং ঋত্বিজং। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃ নামক ঋত্বিক্ অগ্নিরেব।" সায়ণ। ঋতু+যজ্=ঋত্বিজ্; অর্থাৎ যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞ করেন।

(৪) মূলে "যজ্ঞং অধ্বরং" আছে। "নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।" সায়ণ। অধ্বর শব্দের সচরাচর অর্থ যজ্ঞ।

(৫) মূলে "কবিক্রতুঃ" শব্দ আছে, অর্থ "ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা" সায়ণ। দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ ২ পৃষ্ঠা।

পুরূরবা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত করিয়া তাহা হইতে তিন প্রকার

১। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরা ঋষিদিগের আদি ঋষি ছিলে (১) দেব হইয়া দেবগণের মঙ্গলময় সখা হইয়াছ; তোমার কর্ম্মে মেধাবী, জ্ঞাতকর্ম্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বোত্তম; তুমি মেধাবী, এবং দেবগণের যজ্ঞভূষিত কর; তুমি সমস্ত জগতের বিভু; তুমি মেধাবান্ ও দ্বিমাতৃ (২); তুমি মনুষ্যের উপকারার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি মাতরিশ্বার অগ্রগামী (৩), তুমি শোভনীয় যজ্ঞের

---

(১) "অঙ্গিরসানাং ঋষীনাং সর্ব্বেষাং জনকত্বাৎ।" সায়ণ। অঙ্গিরাগণ কাহারা? যাস্ক বলেন অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। "অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ" যাস্ক। তাহা যদি হয় তাহা হইলে অঙ্গিরা বংশের সমস্ত উপাখ্যান কি কেবল উপমা মাত্র? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারেও অঙ্গিরাঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার মাত্র ছিলেন। অগ্নি প্রথমে অঙ্গিরা ছিলেন পরে দেব হয়েন, ও অঙ্গিরাগণ তাহার সন্ততি এ আখ্যানের নিগূঢ় অর্থ কি? অগ্নি অঙ্গার মাত্র, দীপ্ত হইলে উজ্জ্বল (দেব) রূপ ধারণ করে, পরে সেই অগ্নি হইতে পুনরায় অঙ্গার উৎপন্ন হয এই কি নিগূঢ় অর্থ? অঙ্গিরার কথা সমস্তই উপমা এরূপ বোধ হয় না। অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটী প্রাচীন ঋষিবংশ ছিল, এবং সেই ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নির পূজা অনেকটা প্রচার করিয়া ছিলেন, এবং মহাভারত প্রভৃতি সকল হিন্দু শাস্ত্রেই এই ঋষিদিগের উল্লেখ আছে।

(২) দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন এই জন্য। "দ্বয়োররণ্যোরুৎপন্নঃ।" সায়ণ।

(৩) "অগ্নি বায়ুরাদিত্য" এই বচনে বায়ুর পূর্ব্বে অগ্নির নাম আছে এই জন্য। সায়ণ। কিন্তু মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। তাহা এই—

যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু করিয়াছেন, সাঁয়ণও বলেন "মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত এ অর্থ গ্রহণে অসম্মত হয়েন।' Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটী অর্থ বেদে দেখা

যজ্ঞাগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ১১০। সেই সময় হইতে প্রায় সকল

ইচ্ছায় পরিচর্য্যাকারী যজমানের নিকট আবির্ভূত হও; তোমার সামর্থ্য দেখিয়া আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়; তোমাকে হোতারূপে বরণ করাতে তুমি যজ্ঞে সে ভার বহন করিয়াছ; হে নিবাস হেতু! তুমি পূজ্য দেবগণের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ।

১১০। একোঽগ্নিরাদাবভবৎ ঐলেন তত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

সেই ত্রিবিধ অগ্নি—গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়।

পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥ ২৩১।

মনুসংহিতা ২ অধ্যায়।

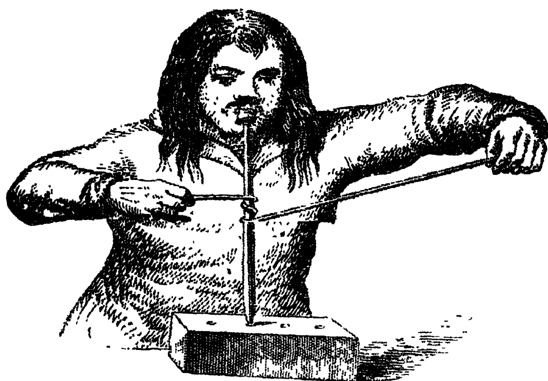
যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয় দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটী গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।

মাতরিশ্বা যে বেদে অগ্নির একটী নাম তাহা ৩ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ২ ঋকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ঋক্‌টী এই,—১ মণ্ডলের—তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্‌থ্যং।" আবার এই অষ্টকে ৯৬ সূক্তের ৪ ঋক ও টীকা দেখ। বেদার্থযত্ন বলেন যে, মাতরিশ্বা বৈদ্যুতাগ্নি, স্বর্গলোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে।

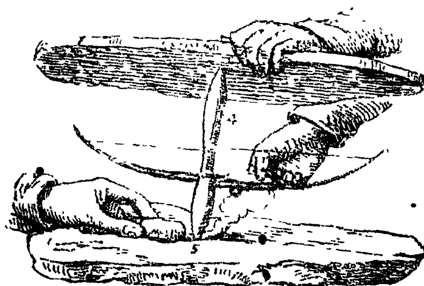
যদি মাতরিশ্বা ঋগ্বেদে প্রকৃতই অগ্নির একটী নাম হয় তবে এই মাতরিশ্বা কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে অগ্নি আনার আখ্যান হইতে কি গ্রীকদিগের Prometheus দেবের গল্প উৎপন্ন হইয়াছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন কোন পণ্ডিতের মতে Prometheus নামটী অগ্নির একটী বৈদিক নাম (প্রমন্থ) হইতে উৎপন্ন। আর ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট মাতরিশ্বা অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন ইহারই বা অর্থ কি? Muir বিবেচনা করেন ভারতবর্ষে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিবংশদ্বারা অগ্নির পূজা প্রচার হইয়াছিল।

দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ ৬৮ পৃষ্ঠা।

সভ্যতার ইতিহাস।



এস্কিমোগণের অগ্নি উৎপাদন। ১৭৬ পৃষ্ঠা



মন্থন ও অরণি। ১৭৮ পৃষ্ঠা

যজ্ঞেই কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন করিবার নিয়ম ভারতে বহুদিন প্রচলিত ছিল। বেদে অগ্নির তিনটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় :—তিনি আকাশে সূর্য্য, মেঘে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে গার্হপত্য বা গৃহ্যাগ্নি। স্কন্দনভিয়ার ইড়াগ্রন্থে অগ্নি গৃহ্যসূর্য্য নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নি-উপাসক পারসিকগণের প্রাচীন বুন্দাহী গ্রন্থে সৃষ্টির গূঢ় বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় পাঁচ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অগ্নির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল :—প্রথম অগ্নি অহুর মজ্‌দের সম্মুখে বিস্ফুরিত হয়; দ্বিতীয় অগ্নি প্রাণরূপে সকল জীবদেহে বিদ্যমান; তৃতীয় অগ্নি তরুলতাদিতে অবস্থিত; চতুর্থ অগ্নি বশিষ্ঠ; তাহা মেঘে অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বদা নিবিষ্ট; পঞ্চমাগ্নি, সাংসারিক কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়া থাকে ১১১।

উইলসন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণ-অনুবাদ ৩৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্‌স মনুসংহিতার অনুবাদে উক্ত ত্রিবিধ অগ্নির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—1. Household, that which is perpetually maintained by a householder; 2. a fire for sacrifices; placed to the south of the rest: and 3, a consecrated fire for oblations. অর্থাৎ ১। যে অগ্নি সর্ব্বগৃহে সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষিত হয়। ২। যে অগ্নি যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ৩। যাহা হোমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডমার জাতির মধ্যে তাহাদের দলপতির শিবিরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখিতে হয়।

Prehistoric Man and Beast. p. 78.

১১১। *Sacred Books of the East* Vol V, p. 123.

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্য, অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যে অগ্নির পূজা ও দেবোপম সম্ভ্রম দেখা যায়। জাপানের ইতিহাসে ফুদো নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, তাঁহার প্রসাদে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। তাঁহার প্রতিমার চারিদিকে অগ্নিচ্ছটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে ১১২।

গ্রীসের পুরাণে বর্ণিত আছে, প্রমিথিয়স আকাশ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমেতিহাসে দেখা যায় যে, সেই দেশের প্রসিদ্ধ সপ্ত নৃপতির অন্যতম টূলিয়স্ সর্ব্বিয়স্ গৃহ্যাগ্নি হইতে গার্হস্থ্য দেবগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বহুকাল ব্যাপিয়া গ্রীস ও রোমের প্রতিগৃহেই চুল্লি মাত্রই অগ্নিদেবের পবিত্র বেদিকা রূপে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ণিত আছে, তাহারা সেই চুল্লির অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইতে দিত না এবং প্রত্যহ মুখ্য আহারের পূর্ব্বে চুল্লিদেবতা হেস্তিয়াকে সর্ব্বপ্রথম প্রধান ভোজ্যের একখণ্ড উৎসর্গ করিত ১১৩। এই প্রথা অস্মদ্দেশে অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ও মধ্য আশিয়ার তুঙ্গজ, মোঙ্গল ও তুর্কি জাতির মধ্যেও এইরূপ প্রথার এক সময়ে প্রবল প্রচলন ছিল। আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশেও অগ্নিপূজার ঐ প্রকার আড়ম্বর অতি প্রাচীনকালে পরিলক্ষিত হইত। ব্রহ্মদেশেও এক সময়ে অগ্নি পূজিত হইতেন। কাপ্তেন ফর্ব্বস স্বপ্রণীত "বৃটিশ ব্রহ্ম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যু-

---

১১২। *Calcutta Review* no. 156. 1883 ; p. 363.

১১৩। *Tylor's Primitive Culture Vol. II. p. 254. Calcutta Review* 1883. p. 394.

কালে প্রত্যেক গৃহস্থের সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত। পরে সুপারি, তামাক প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময়ে তাহারা অন্য গৃহ হইতে নূতন অগ্নি কিনিয়া লইত ১১৪।

প্রাচীন মিশরীয়গণের এই বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্যই সকল শক্তির আদি কারণ, পৃথিবীর সকল অগ্নি এবং মানবের জীবনী সেই সূর্য্য হইতেই উদ্ভূত ১১৫। মিশরের হেলিওপলিস্ নামক প্রাচীন নগরে একটী বৃহৎ সৌরমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দিরে সূর্য্য রা-নামে পূজিত হইতেন। তাঁহার সেই প্রতিমূর্ত্তি অনেকাংশে শিব-লিঙ্গ সদৃশ। তিনি জগতের প্রধান উদ্ভব-কারণ; সকল প্রকার তেজ ও জ্যোতির নিদান। রা ব্যতীত অসিরিস, হোরস্, মুণ্ট, ছেম, সেট প্রভৃতি দেবতাও বিশ্বপ্রসবিনী শক্তির উদ্ভবস্থল বলিয়া প্রাচীন মিশরে পূজিত হইতেন১১৬। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস-বেত্তা ডাক্তার টীন বলেন, "উত্তর মিশরের অধিবাসিবৃন্দ অন্যান্য দেবতার ন্যায় নীথ দেবীকেও মূর্ত্তিমতী স্বর্গীয় অনলশিখা বলিয়া পূজা করিত। প্রাচীন মেক্সিকোর এজ্টেকদিগের ভীষণ নরমেধ যজ্ঞেও অগ্নিপূজার বিশেষ আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইত ১১৭। এইরূপে অতি প্রাচীনকালে সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই সূর্য্য ও অগ্নির পূজা প্রচলিত ছিল। যে অগ্নি জগতের এত মঙ্গলনিদান; যাহাকে না পাইলে মানবসমাজ অভাব ও অজ্ঞানের নিবিড়

১১৪। *Calcutta Review* p. 365.

১১৫। Maspero's *Dawn of Civilisation* pp. 40, 168, 495, 646.

১১৬। *Calcutta Review* p. 365.

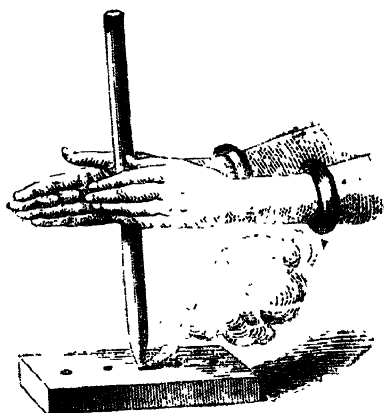
১১৭। Prescott's *Conquest of Mexico* Vol. I. p. 63.

অন্ধকারে অসভ্যতার নিম্নতম কূপে এতদিন নিমগ্ন থাকিত, মানব তাহাকে কিরূপে কোন্ সময়ে ও কোন্ উপায়ে অধিকার করিল, তাহার প্রকৃত তথ্য কোথায় পাওয়া যাইবে? সত্য সত্যই কি ঋষি অঙ্গিরা ও মহাপুরুষ প্রমিথিয়স্ তাহাকে আকাশ হইতে মর্ত্তে আনিয়াছিলেন, অথবা স্বয়মুৎপন্ন দাবানল বা আগ্নেয়গিরি হইতে তাহার স্বরূপ ও নিদান অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন?

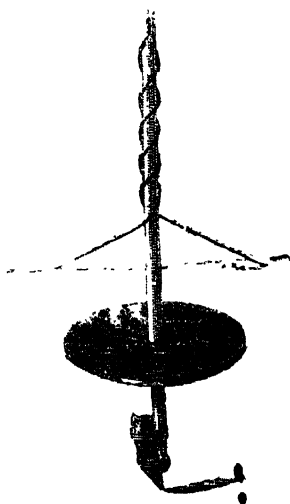
প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে প্রমিথিয়সের অগ্নিচয়ন বিবরণে দেখিতে পাই যে, তিনি অলিম্পিয়ান পর্ব্বতে অনলের অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত যে, বেদের মাতরিশ্বা বা ভৃগুর আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না ১১৮।

১১৮। The name of Prometheus himself is of Vedic origin, and recalls the process employed by the ancient Brahmins to obtain the sacred fire. They used for this purpose a stick which they called *mantha* or *pramantha*, the prefix *pra* adding the idea of *rubbing by force* to that contained in the root *matha* of the verb *mathami* or *mathnami*, to produce by friction. Prometheus is he who discovers fire, brings it from its hiding place and communicates it to men. From Pramantha or Prâmâthyus, he who hollows by friction, who steals fire, the transition is easy and natural; and there is but a step from the Hindu Prâmathyus to the Greek Prometheus, who stole the fire from heaven to kindle the spark of life in the man of clay.

N. Joly's *Man before Metals*, p. 189.
Calcutta Review 1883 No. 156. p. p. 361—378.



ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অরণি । ১৮০ পৃষ্ঠা



ভিন্ন ভিন্ন প্রকার [illegible] । ১৮২ পৃষ্ঠা

প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ টাইলর স্বপ্রণীত মানবজাতির প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান (Researches on the Early History of Mankind) নামক পুস্তকে অগ্নি-উৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। তদীয় পুস্তকের আলোচনায় যে সকল উৎকৃষ্ট তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, সভ্য ও অসভ্য প্রায় সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে ঘর্ষণ দ্বারাই অগ্নি উৎপাদিত হইত। বেদে বর্ণিত আছে, দুইখানি কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা আর্য্যেরা যজ্ঞে অগ্নি-উৎপাদন করিতেন। সেই দুইখানি কাষ্ঠ অরণি, প্রমন্থ বা মন্থ নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রমন্থ হইতে গ্রীকদিগের অগ্নিদেবতা প্রমিথিয়সের আবির্ভাব হইয়াছে। অগ্নি-উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া কেবল যে, আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এরূপ নহে, টাহিটি, নিউজিলাণ্ড, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, এবং টিমর প্রভৃতি দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণও অগ্নি-উৎপাদনে উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিত ১১৯। অরণি ও প্রমন্থ অপেক্ষা "ফায়ার ড্রিলের" অধিকতর আদর ছিল ; কেন না তাহাতে সহজেই অগ্নি উৎপাদিত হইত। একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের এক স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া এবং সেই গর্ত্ত মধ্যে একটী কাষ্ঠদণ্ডের এক মুখ স্থাপিত করিয়া দুইহাতে ধরিয়া সজোরে ঘন ঘন ঘুরাইতে হয়। তাহাতে সহজেই অগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র পূর্ব্বকালে অষ্ট্রেলিয়া,

---

১১৯। অধ্যাপক টাইলর ইহার নাম দিয়াছেন, *stick* and *groove* অর্থাৎ মন্থদণ্ড ও অরণি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা *Fire drill* অর্থাৎ অগ্নিবেধ যন্ত্রের অধিকতর আদর ছিল বলিয়া বুঝা যায় ; কেননা তাহাতে সহজে অগ্নি উৎপাদিত হইত।

সুমাত্রা, কেরোলিন দ্বীপপুঞ্জ, কামস্‌কাট্‌কা,—এমন কি চীন, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মেক্‌সিকানদিগের মধ্যে ইহার প্রবল প্রচলনের কথা শুনা যায়। সিংহলের বেদ্দা, এবং দক্ষিণ আমেরিকার গৌকোগণ এখনও ইহার ব্যবহার করে ১২০।

পণ্ডিতবর টাইলর বলেন, বেদ্দাদিগের মধ্যে আজিও অরণি ও মন্থদণ্ডের প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। দণ্ডে দড়ি জড়াইয়া দধি মন্থের ন্যায় তাহারা অবিরত ঘুরাইতে থাকে। দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে অগ্নি-উৎপাদনে এখনও ঐরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে এই সকল প্রাচীন উপায় অনেক দিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন দীপশলাকার কীর্ত্তিকলাপ বঙ্গের সকল যজ্ঞস্থলই আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে লৌহ ও স্ফুলিঙ্গশিলার (চকমকি পাথরের) প্রবল প্রচলন ছিল, পুরাতন বন্দুকগুলিতেও সেই উপায়ে অগ্নি উৎপাদিত হইত ১২১।

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—প্রাগৈতিহাসিক মানব অগ্নির ব্যবহার জানিত কিনা? প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক এবে

১২০। মলয়দ্বীপপুঞ্জে কাষ্ঠের বা গজদন্তের নলে বায়ু সঞ্চাপিত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা আজিও প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত *bow drill* ও *pump drill* নামে অপর দুই প্রকার কলের বিবরণ দেখা যায়।

Man before Metals p. 194.

১২১। Tylor's *Early History of Mankind.* p. 244.

Jolly's *Man before Metals* p.p. 122. 193.

বর্জ্জস্ বলেন, মিয়োসিন যুগ[১২২] হইতে মানব অগ্নি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে দগ্ধ স্ফুলিঙ্গশিলা ও অঙ্গারজান-মিশ্রিত কতকগুলি কৃত্রিম পদার্থ দেখিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতবর জলি বলেন, তড়িৎ-সংযোগে ঐ সকল পদার্থের উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে। ইহাতে এবে বর্জ্জসের মত কিয়ৎপরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে। তবে জলি সাহেবের মত এই যে, মিয়োসিন যুগের মানব অগ্নির ব্যবহার না জানিলেও কোয়ার্টারণারী মানবগণের মধ্যে অবশ্য অগ্নি বিদিত ছিল। গুহাভল্লুক ও বল্গা হরিণের আবাস-গুহাসমূহে এবং ঘৃষ্ট পাষাণ যুগে অনেক গহ্বর মধ্যে অগণ্য চুল্লি, ভস্ম, অঙ্গার, দগ্ধ অস্থিখণ্ড, ধূমকৃষ্ণ বিস্তর স্থূল স্থূল মৃৎপাত্র প্রভৃতি দ্রব্য দেখিয়া পণ্ডিতবর জলি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্নির সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাববগণ মৃত-দেহের সৎকার করিত, ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া লইত এবং হ্রদগৃহের কাষ্ঠখণ্ড সমুদায়কে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া জলের অনিষ্টকরী শক্তি হইতে সংরক্ষিত করিতে পারিত[১২৩]। হ্রদগৃহ ও গুহাবাসী মনুষ্যগণ অগ্নি-সাহায্যে যে, কেবল রন্ধন ও তাপোৎপাদন করিত, এমত নহে, নিশাকালে অন্ধকার-নাশের নিমিত্ত আলোক উৎ-পাদনও করিয়া লইত[১২৪]। ফাইমন হ্রদের একস্থলে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ সর্জ্জরস কাষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জলি বলেন, সম্ভবতঃ আলো-

১২২। *Calcutta Review*, 1883. p. 365.

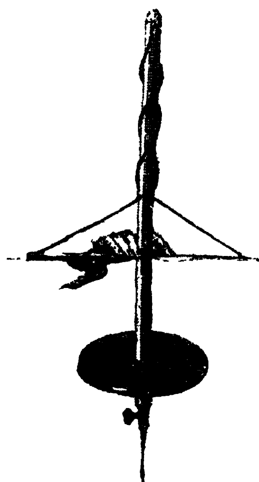
১২৩। *Ibid.*

১২৪। *Man before Metals.* pp. 194. 195. 196.

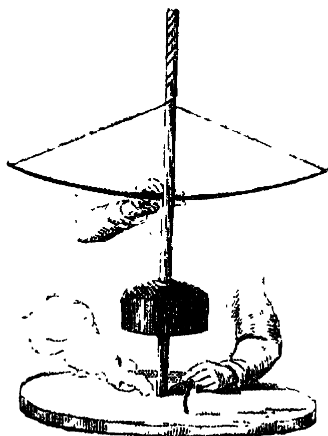
কের নিমিত্ত তাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। যখন তৈল-ব্যবহার প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজে অবিদিত ছিল, তখন ঐ প্রকার দাহ্য দারুখণ্ড, জন্তুর বসা, অথবা শৈবাল বর্ত্তিকা উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। আজিও এস্কিমোগণ শিল বা তিমি মৎস্যের তৈলপদার্থ দ্বারা আপনাদের তুষারকুটীর সকল আলোকিত করিয়া থাকে ১২৫।

এই প্রসঙ্গে অনেক পুস্তকে এই প্রশ্ন দেখা যায় যে, অগ্নি জানিত না, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি কোন কালে ছিল কি না? অধিকাংশ পাশ্চাত্য লোকের মত এই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে মানব অগ্নির ব্যবহার জানিত। ঋগ্বেদে আর্য্য হিন্দুর আদিম সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রথম সূক্তই অগ্নির গুণকীর্ত্তনে উদীরিত। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্য হিন্দুর সৃষ্টিকাল হইতেই অগ্নি তাহাদিগের সুবিদিত ছিল। আর্য্যেতর অপর সকল জাতির সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদমন্ত্র-নিচয় যখন আর্য্য ঋষিগণের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখন মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপের গিরিগহন ও হ্রদবসতি সমুদায়ে যে সকল জাতি বাস করিত, অগ্নি যখন কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগেরও বিদিত ছিল, তখন তাহা কোন্ সময়ে সেই সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হইতে পারে না। অবশ্য যাহারা আমমাংসাশী রাক্ষস বা অসভ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহারা অনেক সময় অগ্নিতে পাক না করিয়া মাংসাদি আহার করিত সত্য, কিন্তু তাহারাও কোন না কোন প্রকারে অগ্নির ব্যবহার জানিত। অগ্নি ট্যাস্‌মেনিয়ার অধিবাসিগণের সম্পূর্ণ বিদিত,

১২৫। *Man before Metals* p. p. 194-95.



ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অরণি। ১৮৫ পৃষ্ঠা



ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্রে অগ্নি উৎপাদন। ১৪২ পৃষ্ঠা

কিন্তু শুনা যায়, তাহারা আজিও তাহার উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। সেইজন্য তাহাদের রমণীগণ জ্বলন্ত মশাল লইয়া সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করে। সেই সকল জ্বলন্ত উল্কা-সাহায্যে পুরুষগণ নিবিড় বনগহনের গভীর প্রদেশসমূহে প্রবেশ করিয়া থাকে ১২৬। কোন কারণে মশাল নিবিয়া গেলে তাহারা সময়ে সময়ে অতি দূর পথ পরিভ্রমণ করিয়া অপর এক জাতির মশাল হইতে তাহা পুনর্ব্বার জ্বালিয়া লইয়া আইসে।

কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যে অগ্নি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বসুন্ধরার গর্ভে লৌহাদি ধাতুনিবহ কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। লৌহ-পিণ্ড সকল অসংস্কৃত অবস্থায় উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া ছিল, কেহ তাহার সন্ধান করে নাই। তাহারই পার্শ্বে বা চতুর্দ্দিকে সমসাময়িক স্তরে প্রচণ্ড সঙ্কর্ষণ অগ্নির স্তব্ধীভূত সুশান্ত মূর্ত্তিতে মৃদঙ্গার রূপে বিশ্বের কত মহান্ ফল কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? ক্রমে অগ্নির আবিষ্কারে যখন তাহার মহাশক্তি জগতের সর্ব্বত্র স্বীয় জয়কেতন উড়াইতে লাগিল,—যখন বার্মিংহাম, গ্লাসগৌ, উলভারহেম্পটন ও উলউইচের কর্ম্মশালা সমুদায়ে ওয়াট্, আর্করাইট্, ষ্টিফেন্সন প্রভৃতি বিজ্ঞানবীরগণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শত শত বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র অসাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন, তখন জগতে কোন্ অপূর্ব্ব মহাযুগের আবির্ভাব হইল, ভাষায় তাহার গৌরব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আজি সুদুর্গম আতলন্তিক সদৃশ মহাসিন্ধু সকল সুগম হইয়াছে, বাষ্পীয় পোত

১২৬। *Man before Metals.* p. 198,

নিবহ তাহার বিশাল বক্ষে সেতু বিস্তার করিয়া কাল ও ব্যবধানের অধৃষ্যতা দূরীকৃত করিয়া দিতেছে। এদিকে নবাবিষ্কৃত ব্যোমযান সকল শত শত সৌভযানের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের অনন্ত ক্ষেত্রে কত সংহার বীজ বপন করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তড়িৎ, চৌম্বক ও বাষ্প আজি জগতে অসাধ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান-বারিধির এই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস কোথায় কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশের কোন্ সূক্ষ্ম বিন্দুবক্ষে বিলয় পাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অহংজ্ঞান-বিমূঢ় বিজ্ঞানদৃপ্ত মানবের জ্ঞানচক্ষু সামর্থ্য স্বপ্নের কুহকেই উন্মীলিত হইবে। মানবীয় শক্তির চরম পরিণতি শেষে ভাগবতী মহাশক্তির একটী ভ্রূকুটী সম্মুখেই বিতথ হইয়া পড়িবে।

খাদ্য ও রন্ধন।

মানবের দন্ত ও পাকাশয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ঈশ্বর ফলভোজী করিয়াই তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে বানরগণের সহিত মানবের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় ১২৭। কন্দ, মূল ফলাদি সাত্ত্বিক আহাররূপে আর্য্য হিন্দুর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ সাত্ত্বিক আহার ভাল বাসিতেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক খাদ্যের যে, বহুল প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২৭। Tylor's *Early History of Mankind.* pp. 273—74.
Man before Metals p. 198.
Prehistoric Man and Beast p. 78.

সেইরূপ জগতের অন্যান্য স্থানেও মানবের মৎস্য ও মাংস ভোজনেরও প্রভূত বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর জলি বলেন, মানব আদৌ ফলভোজী হইলে কি হয়, প্রয়োজন বশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বভোজী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১২৮। পুষ্টিকর ফলমূলাদি সকল দেশে সুপ্রাপ্য ছিল না; পরন্তু কৃষিকার্য্যে মানবের অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। যখন ত্রিতাপে অভিতপ্ত হইয়া তাহাকে গিরিগুহায় লোমশ গণ্ডার, বিরাট্ ভল্লূক ও সিংহাদি শ্বাপদগণের সহিত একত্র থাকিয়া অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে হইত, অথবা বল্গা হরিণের অনুসরণে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ করিতে হইত, তখন পশু মাংস ভিন্ন অপর কোন আহারের অন্বেষণে সে অবসর পাইত না।

প্রথম প্রথম সেই সকল মানব আম মাংসেই কোন উপায়ে উদর পূর্ত্তি করিত। কিন্তু অগ্নি আবিষ্কৃত হইবা মাত্র তাহারা দগ্ধ, সিদ্ধ বা রন্ধন করিয়া তাহা ভোজন করিতে লাগিল। ক্রমে শঙ্খ শম্বুকাদির ক্ষার লবণের এবং কাঁচা চর্ব্বি ঘৃত ও তৈলের অভাব পূরণ করিল। জীরে, মরিচ ও ধন্যাকাদি বেশবারের ধারণাত তৎকালে সুদূরপরাহত। গুহাবাস হইতে মানব যখন পল্লীমধ্যে সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রকৃতির উপহারে তাহাকে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইল। অবশেষে দেশীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহার তাহাকে অনেক পরিমাণে অধিকার করিয়া বসিল। এইজন্য আমরা জগতে পল্ল-ভোজী, মৎস্যাশী, ও মৃদ্ভোজী মানবগণের বিবরণ দেখিতে পাই।

১২৮। *Prehistoric Man and Beast.* P 78

এমন কি অনেক সময় সে স্বজাতির প্রাণসংহার করিয়া তাহাদেরই শোণিতমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হইত না ১২৯।

মুশে ডিউপোঁ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, বেলজিয়মের গুহাবাসী আদিম মনুষ্যগণের মধ্যে গন্ধমূষিক একটী প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু মুশে ষ্টীনষ্ট্রাপ্ তাঁহার সেই মতের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, বেল্‌জিয়মের গুহা সমুদায়ে মূষিকাদির যে রাশি রাশি অস্থি পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তই নিশাচর পক্ষিসমূহের ভুক্তাবশিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে ১৩০।

লবণ।—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রলবণ মানবের বিদিত ছিল। প্রকৃতির পশুশালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। আমরা দেখিতে পাই গবাদি পশুদিগকে লবণ খাওয়াইতে পারিলে তাহাদের পুষ্টি সাধিত হয় এবং দুগ্ধ প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। মেষদিগকে লবণ খাইতে দিলে তাহাদের ঊর্ণা অধিকতর কোমল ও চিক্কণ হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে লবণ যে সকল দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল, তথাকার অধিবাসিগণ মুদ্রারূপে ইহার ব্যবহার করিত। অর্থাৎ লবণের বিনিময়ে অপর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। পুরাতত্ত্ববিৎ লিবিগ বলেন, গোল্‌ড কোষ্টের বর্ব্বর এবং গাল্লাজাতির মধ্যে এরূপ জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যে, একমুষ্টি লবণের বিনিময়ে তাহারা একটী এমন কি কখন কখন দুইটী ব্যক্তিকে অম্লানবদনে বিক্রয় করিত ১৩১!

১২৯। *Man before Metals* p. 200.

১৩০। *Ibid* p. 201.

১৩১। *Ibid* p. 202.

সভ্যতার ইতিহাস।



ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্রে অগ্নি-উৎপাদন। ১৮৮ পৃষ্ঠা

পাত্রাদি।—অগ্নি ও রন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন ও পান-ভোজনাদি পাত্রের কথা স্বতই সমুত্থিত হয়। স্থালী, কলস, থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি পাত্র আজিকালি আমাদের রন্ধন ও ভোজনাগারের শোভাবিস্তার করিতেছে; কিন্তু এমন দিন ছিল যখন আমাদিগকে ইহাদের দুই একটী স্থূল স্থূল তৈজসে তৃপ্ত থাকিতে হইত। অথণ্ড কদলীপত্রে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের সকল উপকরণ ও ভোজ্যাদি আজিও সাজাইয়া রাখিতে হয়। কদলীত্বক ও কদলীপত্র চারি যুগই হিন্দুর যজ্ঞশালায় ও পূজামণ্ডপে সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। হিন্দু ধনকুবেরগণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থালে পূজার নৈবেদ্য সজ্জিত করিলেও জগন্মাতার তৃপ্তি যেন কদলীপত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। দক্ষিণাপথে বড় বড় ব্রাহ্মণভোজনে আজিও শুষ্ক কদলীপত্র-নির্ম্মিত ঘটী, বাটী, গেলাস, রেকাব প্রচুর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এমন কি বড় বড় যজ্ঞশালায় থালা বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্রের ক্বচিৎ ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রন্ধনপাত্র নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে জগতের অনেক স্থলে লোকে মাংসাদি অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া আহার করিত। আন্দামান দ্বীপবাসিগণ শূন্যগর্ভ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায়ের কোটরে সর্ব্বদা আগুন জ্বালিয়া রাখিত এবং প্রয়োজন হইলেই তাহার ভিতর হইতে ভস্মরাশি বাহির করিয়া লইয়া সেই অগ্নিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূকরশাবক বা মৎস্য দগ্ধ করিয়া লইত। আফ্রিকার কোন কোন স্থলের অধিবাসিগণ প্রকাণ্ড বল্মীকস্তূপ হইতে পুত্তিকা সমুদায়কে হত বা নিঃসারিত করিয়া তাহাদের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কৃত করিত এবং তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিত। অতিরিক্ত তাপে সেই স্তূপগুলি রক্তবর্ণ

ধারণ করিলে তাহারা তদুপরি গণ্ডারের অস্থিসন্ধিগুলি সাঁকিয়া লইত। পণ্ডিতবর টাইলর বলেন এ প্রক্রিয়া তাহারা সর্ব্বদা অবলম্বন করিত না। প্রায়ই তাহারা মাটীতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৎসমুদায়কে উত্তাপিত করিত এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লাল হইয়া উঠিলে অঙ্গার ও ভস্মরাশি উত্তোলিত করিয়া মৎস্য মাংস পুড়াইয়া বা সাঁকিয়া লইত ১৩২।

উক্ত প্রকার রন্ধনকার্য্যে পলিনেশিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অগ্নিতপ্ত শিলাখণ্ড সকল অনেক সময় ভর্জ্জনপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। মোরিয়া নামক দ্বীপের অধিবাসিগণ প্রথমে গর্ত্তমধ্যে আগুন জ্বালিয়া সেই অগ্নির উপর একটী পূর্ণ ছাগ বা মেষশাবক স্থাপিত করিয়া উত্তপ্ত পাষাণখণ্ড দ্বারা তাহাকে চাপিয়া রাখিত; তাহাতে মাংস কিয়ৎপরিমাণ ভৃষ্ট বা সিদ্ধ হইলে মোরিয়ান পর্য্যটকগণ পরমানন্দে ভোজ সমাপিত করিত। কানারী দ্বীপবাসিগণ একটী গর্ত্তমধ্যে মাংস পুঁতিয়া রাখিয়া তদুপরি অগ্নি স্থাপন ১৩৩ করিত।

Stone-boiling.—

শিলা-সেধন।—উত্তর আমেরিকার একটী প্রাচীন জাতি তাহাদের প্রতিবেশী ওজিব্যগণের নিকট অশিলাবোইন অর্থাৎ শিলাসেধক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই অশিলাবইনগণ যে প্রক্রিয়া দ্বারা মাংস সিদ্ধ করিত, তাহা অতি বিচিত্র। তাহারা একটী গর্ত্ত করিত, এবং তাহার অভ্যন্তরে গর্ত্তগাত্রে সংলগ্ন করিয়া সেই নিহত

১৩২। *Early History of Mankind* p. 263.

১৩৩। *Ibid* p. 265.

জন্তুর চর্ম্ম এরূপভাবে সঞ্চাপিত করিত যে, তাহাও একটী গর্ত্তের বা থালীর রূপ ধারণ করিত। সেই থালী জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে মাংস স্থাপন করিত। তাহার পর নিকটস্থ অনল-কুণ্ডে কতকগুলি শিলাখণ্ড উত্তাপিত করিয়া সেগুলি তাপে রক্তবর্ণ ধারণ করিলে সেই এক একটী আরক্ত পাথর লইয়া সেই মাংসপূর্ণ থালী-মধ্যে নিক্ষেপ করিতে থাকিত। যতক্ষণ জল প্রয়োজন মত উত্তপ্ত হইয়া মাংস সিদ্ধ করিতে না পারিত, ততক্ষণ তাহারা তপ্ত শিলাখণ্ড তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিত। এসিনাবোইনগণের মধ্যে সেই প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল, পরিশেষে তাহারা মন্দান জাতির কাছে মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়া শিলাসেধ এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফাদার চার্লেভই বলেন, উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার কেটলীতে জল রাখিয়া তপ্তারক্ত শিলাখণ্ড সেই জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া গরম করিয়া লইত। এই শিলাসেধন প্রথা পূর্ব্বকালে অনেক প্রাচীন মার্কিন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। সার এডোয়ার্ড বেলচার আইস্‌লণ্ডের এস্কিমোগণের মধ্যে এই প্রথা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। আশিয়ামণ্ডলের উত্তর পূর্ব্ব কোণে কাম্‌স্কাটকার প্রাচীন অধিবাসিগণ উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার সংস্রবে থাকিয়াও রুষগণের প্রবর্ত্তিত লৌহপাত্র সহজে ব্যবহার করে নাই। শিলাসেধে তাহাদের এত আসক্তি ছিল যে, অন্য কোন পাত্রে মাংস পাক করিয়া তাহারা কিছুতেই চিত্তের পরিতর্পণ করিতে পারিত না। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া নদীর তীরে বেন্‌স নামে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৮৫৫।৬ খৃষ্টাব্দেও শিলাসেধন প্রথা প্রবল দেখিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন কুক নিউজিলাণ্ডেও এই প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ১৩৪।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ টাইলর বলেন, য়ুরোপের অনেক স্থানে এক কালে যে শিলাসেধন প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দু-য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে বহুকাল থাকিলেও তাতার জাতির ফিনগণ সেই প্রাচীন প্রথার সামান্য অংশমাত্র আজিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। লিনিয়স্ নামক জনৈক পর্য্যটক ল্যাপলাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব্ব বথল্যাণ্ড নামক স্থানের অধিবাসিগণ তদ্দেশের লুরা নামক সুরা শিলসেধন প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তুত করিত।

শিলাসেধন প্রথা যতদিন আমেরিকায় প্রচলিত ছিল, তৎপ্রতি প্রাচীন মার্কিনবাসিগণের প্রগাঢ় আসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত. কিন্তু কলম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের পর স্পেনবাসীদিগের লৌহ কেট্‌ল সকল মার্কিণভূমে আনীত হইবা মাত্র রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ অবিলম্বে সেই পূর্ব্ব প্রথার পরিহার করিয়া ভূরি পরিমাণে জেতৃগণের আয়সপাত্র ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই একমাত্র উত্তর পশ্চিম আমেরিকা ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই শিলাসেধন প্রথা পরিত্যক্ত হইল। পাশ্চাত্য পর্য্যটক ও বিজেতাদিগের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমূহ দেখিয়া মনে হয় যে, মার্কিণভূমি মানব-সভ্যতার একটী প্রাচীনতম কেন্দ্র হইলেও মৃৎপাত্রাদির রচনায় বুঝি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সত্যই কি তাই? প্রাচীন

১৩৪। *Early History of Mankind.* pp. 265—70. 309.

মার্কিণ সভ্যতার ইতিহাসে আমরা কিন্তু অন্য প্রকার চিত্র দেখিতে পাই। কলম্বাস যে সময়ে আমেরিকার আবিষ্কার করেন, সেই সময়ে মেক্‌সিকানদিগের মধ্যে মৃৎপাত্রাদি প্রভূতরূপে প্রচলিত ছিল। | কুলালচক্রের মহিমা তৎকালে পানামা যোজক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টাইলর বলেন, পশ্চিম আতলান্তিক তীর ও কানাডা পর্য্যন্ত লোকে তাহা জানিত। উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মৃৎপাত্রের প্রভূত প্রচলন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা তৎকালে কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করিত। কিন্তু প্রাচীন মার্কিণ সভ্যতায় আর্য্য হিন্দু সভ্যতার প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ১৩৫। এ কথা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। ভারতীয় সভ্যতা যে, প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতার মূল প্রস্রবণ, তাহা বহুল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমারা সেই সকল দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিব। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, অগ্নি-ব্যবহার এবং বিবিধ ভোজ্য ও পেয়াদির সৃষ্টির সঙ্গে নানা প্রকার ভোজ্য ও পানপাত্রাদির নির্ম্মাণ যেমন সভ্যতার এক একটী বিশেষ বিশেষ স্তরের পরিচায়ক, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ভাষার উৎকর্ষও সেইরূপ এক একটী বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রকৃতি ও পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় ১৩৬। প্রাচীন পাষাণ-যুগের হরিণানুসারী

১৩৫। Prehistoric Man and Beast p. 67.

১৩৬। The Rise of Man pp. 30, 56, 225.
Prehistoric Man and Beast. pp. 60, 64. 67.
Man before metals p. 303,
Early History of Mankind p 189.

কর্ব্বুরগণের রঞ্জিত গণ্ডচিত্র ও শার্ঙ্গধনুসমূহে মৃগাদি পশুর মুখচিত্র হইতে সুসভ্য বৈদিক হিন্দুর পরিণত পটাদি-চিত্র পর্য্যন্ত কালের একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানের মধ্যে তদানীন্তন জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিত্রবিদ্যার যে সঙ্কীর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনুসন্ধিৎসা কথনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস এ বিষয়ে একপ্রকার নীরব বলিতে হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পুরাবস্তুসন্ধান-সমিতি সমুদায়ের অনুগ্রহে ধরণীর গর্ভ হইতে যে সকল জীর্ণ নিদর্শন উদ্ধৃত হইতেছে, বিশ্বের সুবিশালত্বের তুলনায় তাহা অতি সামান্য বলিতে হইবে। তথাপি আশা করা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুকরণে ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বাধীন গবেষণার আরম্ভ হইবে এবং ভারতসন্তান অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাঞ্চী, কর্ণাট, অবন্তী, পাটলীপুত্র, তক্ষশীলা, নলান্দা ও ওদন্তপুর প্রভৃতি পুরাতন নগর সমুদয়ের গর্ভ খনন করিয়া তাহাদের অভ্যন্তর হইতে নানা রত্নের উদ্ধার করিবেন; তাহাতে বিশ্ব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে; ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল হইবে। অল্পদিন হইল কাশীর সারনাথে এবং প্রাচীন পাটলীপুত্রের দুই এক স্থানে, যে খনন আরব্ধ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য। দিবোদাসের কাশী এবং বিদেহ জনকের মিথিলা এক সময়ে ভারতে যে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে আজিও জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগের কোন পুরাবস্তুই আয়ত্ত করিবার উপায় নাই।

ভাষা।—ভাষা মানবের, ভাবসরোবরের সরোজসদৃশ। যে

জাতির ভাষা যে পরিমাণে উন্নত, পরিস্ফুট বা সম্পূর্ণাঙ্গ, সভ্যতার সোপানে সে জাতি সেই পরিমাণে সমুত্থিত। মানব সর্ব্বতোভাবে সামাজিক জীব। ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে পরস্পরের স্বার্থের প্রয়োজনানুরূপ সংরক্ষণ দ্বারা যে ভাষার সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারা যায়, সেই ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাষা; সেই ভাষার উপরেই সভ্যতার পরিণতি বা প্রকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। নতুবা যে ভাষা কেবল আত্মস্বার্থের সংরক্ষণেই পর্য্যবসিত, সেই ভাষা একাংশে সম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে। ফল কথা ধর্ম্মবন্ধনেই সামাজিকতার পরিণতি, এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার পরিণতি অধিক হইয়া থাকে। ঠিক কোন্ সময়ে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। পৃথিবীতে মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে, ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরস্পরের মনোভাব পরস্পরকে জানাইবার নিমিত্ত, অভাব, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ, আয়োজন পরস্পরের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে একসময়ে সকলকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে এক একটী সমাজে এক একটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সেই সকল উপায়ে এক একটী সম্প্রদায় পরস্পরের মনোভাব পরস্পরকে জ্ঞাপিত করিত ১৩৭। জলবায়ু কিংবা অন্য কোন

১৩৭। বহুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকার অনেক স্থলে এবং টাসমানিয়া প্রভৃতি রাজ্যে Gesture language, Drum language, Whistle language প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল। Picture language আর এক প্রকার ভাষা। মিশর দেশে অতি প্রাচীন কালে চিত্রভাষা প্রচলিত ছিল। চীনের চিত্রভাষা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

কারণের সাদৃশ্যে অনেকের সেই সকল উপায় অনেক সময় সমভাব ধারণ করিত। সেই সকল সদৃশ বা সমভাবাপন্ন ভাষা কালে সম্মিলিত, একত্রীভূত, পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া এক একটী প্রধান ভাষার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। কালে তাহা হইতে অনেক প্রভাষা বা অপভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর শেইষ বলেন, ভূতত্ত্ব, প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তুতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের সহিত আপেক্ষিক ভাষাতত্ত্ব সমস্বরে প্রকাশ করিতেছে যে, মানবের ভাষা সুবহুকাল হইতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া ভাষানিবহের যে মিশ্রণ ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং যে অসংখ্য ভাষা জগৎ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, কালের সেই সুবহুত্ব বা সুদীর্ঘত্ব হইতে তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। মনুষ্যের জাতি সমুদায়ের মধ্যে যে অগণিত ভাষা এককালে সৃষ্ট বা উদ্ভূত হইয়া আবার ক্ষয় বা লয় পাইয়াছে, বর্ত্তমান ভাষাসমূহ তাহাদের নির্ব্বাচিত বা অতি সামান্য অবশেষমাত্র। ভাষা যখন সমাজের সৃষ্টি, তখন জগতের প্রাথমিক অবস্থায় মানবসমাজের ন্যায় তাহাদের ভাষাও যে, অগণ্য থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? যেখানে মানব-সমাজ, সেইখানে অবশ্য ভাষা ছিল। ভাষা সমাজের স্রষ্টা, ও সৃষ্ট পদার্থ। সত্য বটে মানবসমাজ কর্ত্তৃক ভাষা নির্ম্মিত ও গঠিত হইয়াছে, কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, ভাষা বিনা কোন সমাজই জীবিত থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা যেদিন ভাষার

Sayce's *Introduction to the Science of Language Vol ii* pp 301—305.

The History of Mankind Vol, i, pp. 36, 37. *ii* p. *22.* iii p *40.*

আবরণে জগতে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে কত অসংখ্য ভাষানিবহ প্রাদুর্ভূত হইয়া আবার কালে লয় পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সমুদায়ের সহিত ইহার একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শত শত প্রাণী ও উদ্ভিদ এক সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া আবার কালে বিলয় পাইয়াছে, মানবীয় ভাষার পক্ষেও সেইরূপ উদ্ভব ও লয়ের একটা পর্য্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে দুইটী কিংবা ততোধিক সম্প্রদায়ের ভাষা জলবায়ু অথবা অন্য কোন কারণের সাদৃশ্য প্রযুক্ত স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইয়া একটী মাত্র বর্গ বা গণে সংমিলিত হইয়াছিল এবং সেই একটী মাত্র বর্গ অসংখ্য প্রভাষা বা অপভাষায় বিভক্ত হইয়া কালে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জননী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৩৮।

১৩৮। Comparative philology thus agrees with geology, prehistoric archeology and ethnology in showing that man as a speaker has existed for an enormous period, and this enormous period is of itself sufficient to explain the mixture and interchanges that have taken place in languages, as well as the disappearance of numberless groups of speech throughout the globe. The languages of the present world are but the selected residuum, the miserable relics of the infinite variety of tongues that have grown up and decayed among the races of mankind. Since language is a social creation, the first languages will have been as numerous as first communities. Wherever there was a community, there also was necessarily a language. Language is the creator as well as the creation of society, and though it is true that it is made and modified by society, it is equally true that without language society can not exist. The various species of languages that

যে অনন্ত আবেশময় মহামুহূর্ত্তে মানবের স্বরযন্ত্রে ভাষার ভাবময় প্রথম ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, সেই মহামুহূর্ত্ত পৃথিবীতে মহাযুগোদয় বলিয়া চিরকাল নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেই মহাযুগোদয়কাল ব্রহ্মার প্রণবময় মহানাদোৎপত্তি পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। সেই সময়ে বিরিঞ্চির মনোমধ্যে সৃষ্টিবাসনা উদিত হইবামাত্র সেই মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে দেব, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি ও গো, মেষ, মহিষাদি প্রাণিজগতের সৃষ্টি করিয়া বাক্যের সূচনা করিয়াছিল। অনন্ত মহাব্যোমে সেই নাদ অনন্তকাল জাগিয়া রহিল ; যোগিগণ তাহাতেই সর্ব্বতপস্যার মূল প্রণবঝঙ্কার স্মরণাতীত কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। সেই অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি হইতেই কি মানবের ও ইতর প্রাণিগণের ভাষার অভ্যুদয় হইয়াছে ? হিন্দু দার্শনিক বলিবেন, সেই ত্র্যক্ষর বীজ হইতেই সকল ভাব ও ভাষার সমুদ্ভব হইয়াছে। কারণ ভাব ও

---

have sprung up since human thought was first clothed in speech must have been as numberless as the species of plants and animals that have flourished on the earth, and just as whole genera and species of plants and animals have become extinct, so also has it fared with the genera and species of language. In some cases the languages of two or more communities formed independently under similar conditions climatic and otherwise, may have coalesced into a single group ; more often the single group has split itself into numerous dialects which in time become distinct languages. Sayce's *Introduction to the Science of Language* Vol, II, pages 322—23.

ভাষা যুগপৎ. ওতঃপ্রোতোভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভাব বিনা ভাষার উৎপত্তি হয় না ; ভাষার অভাবে ভাবের সম্ভব অসম্ভবনীয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিবেন, সর্ব্বাগ্রে একাক্ষর শব্দই ইতর প্রাণীর অসম্পূর্ণ বাগ্‌যন্ত্রে স্ফুরিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা মানবের সম্পূর্ণ বাগ্‌যন্ত্রে স্ফূর্ত্তি পাইবামাত্র, নাদের ঝঙ্কারে সেই একাক্ষর ক্রমে ক্রমে বহুল অক্ষরে এবং সেই সঙ্গে ভাবের পূর্ণতার সহিত বিবিধ বর্ণে, পদে ও পরিশেষে বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। এই দুইটী মতের মধ্যে কোন্ মতটী অভ্রান্ত তাহার নিরূপণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিতবর শেইষের যেমত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, ভাষা প্রথম প্রথম সম্প্রদায়গত ছিল। ক্রমে অনেকগুলি সম্প্রদায় সামাজিকতার অনুরোধে পরস্পরে সম্মিলিত হইলে সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে একটী সঙ্কর ভাষার সমুদ্ভব হইয়াছিল। তাহাতে অনেক সম্প্রদায়ের ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল ; কোন কোনটীর অল্প বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছিল। এইরূপে মানবের প্রয়োজনানুরোধে সুবিধা, সুযোগ বা সৌকর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকগুলি অপরিহার্য্য মৌলিক পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অভিনব ভাষার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। দেশ, কাল বা জলবায়ু তাহাতে এক প্রবল প্রভাব বিস্তার করি[illegible] এইরূপে কতকগুলি মৌলিক শব্দের সংযোগ, বিয়োগ বা রূপান্তরীকরণে নূতন নূতন শব্দের পরিণতি ঘটিয়াছিল। তাহাতে নব নব শাখাপল্লব সংযোজিত হইয়া বিবিধ ভাষাসৌষ্ঠবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে সুবিশাল কালের ব্যবধানে মানব-জগতে যে সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কত অগণ্য

ভাষা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে; কত কত ভাষার সামান্য সামান্য কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট ছিল; অপর কোন কোন ভাষা সেই কঙ্কালে কলাতন্তুর সমাবেশ করিয়া দিয়াছে; অন্য কোন সারভাষা তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনুপ্রাণনী শক্তির প্রভাবে সেই ভাষা কালের মহাশ্মশানভস্মের মধ্যে আজিও জীবিত রহিয়াছে, অথবা চৈত্যের সর্ব্বাবয়বে ভুবনমোহন তাজ বা শাহ্দারায় সৃষ্টি করিয়াছে কি না, তাহা কে বলিবে?

এইরূপে জগতে এক সময়ে কত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন তৎসমুদায়ের সামান্য অবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দিতি ও অদিতির সন্তানগণ কোন্ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত, তাহা কে বলিবে? বেবিলনের মহামন্দির নির্ম্মাণে কত ভাষাভাষী মানব সমবেত হইয়াছিল? এবং মিশর ও মেক্সিকোর পীরামিও সকল যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মানব কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল; তাহাদের কতগুলি ভাষা ছিল, তাহা কে বলিবে? ময়দানব কোন্ দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ জাতি তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মাণ করিতে আসিয়া কত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল? সেই যে সে দিন মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত আরিজোনা স্থানে বিশাল গিরিগহনের অভ্যন্তরে লাফেব নামক এঞ্জিনিয়ার একটী বিস্তৃত নগরের ধ্বংসাবশেষ ও বিবিধ পুরাবস্তুর উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার প্রাথমিক নির্ম্মাণে কত ভাষাভাষী লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহা আজিও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই[১৩৯]।

১৩৯। বিলাতের "ষ্টাণ্ডার্ড" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে নিউইয়ার্কের অনেক পত্রপ্রেরক যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, কলিকাতার "ষ্টেট্স্ম্যান্" নামক প্রাত্য-

কালের অনন্ত সংহার-লীলার ভীষণ পেষণ সহ্য করিয়া আজিও যে সকল ভাষা জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্‌টীর কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিবে? প্রাকৃত, জেন্দ, অথবা সংস্কৃত এই তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী অগ্রজ এবং কোনটীই বা অনুজ তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। মেওরি, বা মালয়, অথবা নিগ্রিট, কোন্ ভাষাটী অগ্রবর্ত্তী, তাহা কে বলিয়া

হিক সংবাদ পত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রয়োজন বোধে এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

PREHISTORIC CITY FOUND.
DISCOVERY IN ARIZONA.

The remains of another ancient centre of mighty civilization, believed to be older than Babylon or Nineveh, have just been unearthed in the far mountain wilderness of Arizona, U. S. of America. The discoverer is Mr. A. Lafave, a mining engineer and ancheologist who had wandered into the practically unknown and almost inaccessible region in search of mineral deposits, writes the New York correspondent of the *Standard.*

Arizona city in the Mazatozel Mountatains, in the west side of Tonto Basin, not many miles from the modern city of Phoenix. The ruins lie on a high plateau of the Mazatozel range, a few thousand feet above the Tonto Basin, and many articles of pottery and other relics found there, by Mr. Lafave, are regarded by scientists as the most ancient specimens of human handiwork in the world, dating back approximately to seven thousand years. According to Mr. Lafave however, the hidden city of Arizona is even older than the famous ruins of Chimu, Peru, in which event it must not be regarded as the oldest city thus far discovered.

Statesman
December 22, 1912.

দিবে? দ্রাবিড়ী, বা উরাল, কিংবা চীন বা মঙ্গোলীয়—কোন্ ভাষা অগ্রে জগতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। ইন্দু-আফ্রিকা, কিংবা আতলান্তিস্ মহাদেশের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ কোন্ কোন্ ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহা কে বলিয়া দিবে? ভাষা জাতীয় সভ্যতার একটী প্রধান মাণদণ্ড। ভাষার সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে সকল জাতির সভ্যতা অনেক পরিমাণে সজীব থাকিয়া যায়। যে দেবভাষা আর্য্য হিন্দুগণের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত ছিল, সেই ভাষা শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আজি মুমূর্ষু হইলেও হিন্দুর সভ্যতা আজিও সজীব করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সেই ভাষা যতদিন এক প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন আর্য্য হিন্দুর সভ্যতা অনেক পরিমাণে অটুট থাকিতে পারিবে, ততদিন শত শত অহিন্দু, পতিত হিন্দু, বা হিন্দু অপসদের সংহারিণী চেষ্টাও ফলবতী হইবে না। ভাষার পবিত্রতা দূর করিয়া যাহারা অশুচি কলঙ্ক পঙ্কে তাহাতে আবিলতার সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহারা মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত। ভাষার কলঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শরীরে যে সাঙ্কর্য্য বা অপবিত্রতার আবির্ভাব হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ARTICLES DISCOVERED.

1. Crude box containing cotton balls in a perfect state of preservation. There is no cotton within several hundred miles of the place at present, nor has any been cultivated there as far as the memory of man, or legends of the Indians can be traced.

2. Pottery of exquisite design.

3. Maize in a splendid state of preservation.

জগতের সকল দেশের ভাষা এক সময়ে এক সঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। মানবের অনন্ত ভাব-সাগরে যে সময়ে দেবাসুরে প্রথম মন্থন আরব্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে ভাষা-পারিজাত সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হয় নাই। পারিজাতসদৃশ সেই দেবভাষা দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকাননেই রক্ষিত হইয়াছিল। দৈত্যগণ তাহা অধিকার করিতে পারে নাই। দেবগণের সেই ভাষাপারিজাত কালে সুসংস্কৃত হইয়া অপার সৌন্দর্য্যের আধার সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার উদ্ভবকালের বহুপূর্ব্ব হইতেই আর্য্যজাতির সভ্যতা যে পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা আর্য্যজাতির সার সম্বল। তাহা যেমন সারবত্তায় শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ, সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য সকল জাতির শরণীয়। যে সকল অনার্য্যজাতি সেই সর্ব্বশরণ্য আর্য্য সভ্যতার আশ্রয় লয় নাই, পরবর্ত্তীকালে অন্যপ্রকারে আর্য্যের আশ্রয়চ্ছায়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভ করিয়া তাহারা আপনাদের জাতীয় জীবন গঠিত বা শোধিত করিতে পারিয়াছিল। তাহাতে কোন কোন জাতির সমাজগত বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল; কেহ কেহ বা বিশ্বসংসারে চিরজীবনই একপ্রকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সকল বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয় যথাস্থানে ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী পৃষ্ঠায় সভ্যতার লক্ষণ ও প্রমাণ একরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বসংসারের কোন্ শাশ্বত নিয়মানুসারে সভ্যতার উদ্ভব হইয়া থাকে; এবং আর্য্য হিন্দুর ভিন্ন অপর জাতি সমুদয়ের সভ্যতা পাষাণ, ব্রোঞ্জ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি যুগ বা ক্রম অনুসারে কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, সূচনায় তাহাও সঙ্ক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

দ্রবিড়, আর্য্য হিন্দু, ও পারসিক, এই প্রাচীন জাতিত্রয়ের এবং চীন, মিশর, কালডিয়া, বেবিলন, ফিনিশিয়া, মেক্‌সিকো, পেরু, গ্রীস, ও রোম—এই আটটী প্রাচীন রাজ্যের সভ্যতা কোন্ কোন্ সময়ে কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, কোন্ কোন্ বৈচিত্র্য সেই সকল সভ্যতাকে বিশেষিত করিয়াছিল, এবং আর্য্য হিন্দু ও চৈন ভিন্ন অপর সমস্ত সভ্যতাই কি কি কারণে কালে কালে লয় পাইয়াছিল, ইতঃপর তৎসমুদয় বিষয় ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে। বিশ্বের সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যপরম্পরার প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা প্রণালীক্রমে অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। প্রাচীন কিংবদন্তী ও ঐতিহ্য, এবং উদ্ধৃত পুরাবস্তুসমূহের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উক্তরূপ নির্দ্ধারণে প্রভূত সাহায্য লাভ করা যায়। কিন্তু তৎসমুদয় উপায়ে কালের সম্পূর্ণ নিরূপণ হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। অনেক স্থলে ঘটনা সমুদয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট যুগ পরিদৃষ্ট হইলেও সেই সকল যুগের নিশ্চিত কাল নিরূপিত হইতে পারে না। কেন না ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক যুগের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। আর্য্য হিন্দু শাস্ত্র মতে জগতের এখন শ্বেত-বরাহকল্প ও সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। আনুমানিক গণনায় বর্ত্তমান জগতের বয়স এখন ৪৩২,০০,০০,০০,০ বৎসর হইবে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইহাতে সত্য সাত বার, ত্রেতা সাত বার, দ্বাপর সাত বার ও কলি সাত বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যুগ সকলের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক যুগের নির্দ্দিষ্ট ঘটনা পরম্পরা সেই সেই যুগে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাকেই ইতিহাসের পৌনঃপুনিকতা (History repeats itself) বলা

যায়। পাশ্চাত্য ইতিহাস ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও কিয়ৎ-পরিমাণে পোষকতা করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ঘটনাবলীর কাল-নিরূপণে চেষ্টা করিতে যাওয়া একপ্রকার নিরর্থক বলিতে হইবে। তবে বর্ত্তমান যুগপর্য্যায়ের অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রসিদ্ধ ঘটনা সমুদয়ের কথা একপ্রকার নির্দ্ধারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে আনুমানিক হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে সকল কালবিবরণ লক্ষিত হয়, তৎসমুদায়ের মধ্যে একমাত্র শরশয্যাগত ভীষ্মের উক্তিই অধিক সারবান্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসর পাণ্ডবগণের প্রাদুর্ভাবের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার গণনা যদি অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, ৪৩৬১ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উহারই নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মহাভারতোক্ত মঘা নক্ষত্রের সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিতি লইয়া কালনির্ণয় করিতে গেলে, মহাভারত-যুদ্ধ উহা অপেক্ষা বহু বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া দাঁড়ায়। এরূপ স্থলে জোতিষী গণনাই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ"; সে গণনায় কিরূপে ভ্রম হইতে পারে ১৪০?

১৪০। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়:—

মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্রণীত কৃষ্ণচরিত্রে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত করিয়া জ্যোতিষী গণনার উপর খৃঃ পূঃ ১৪৩০ বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের

পাশ্চাত্য জগতে আজি কালি বিজ্ঞান মানবের মনে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে; জড় জগৎই অধুনা প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য, শ্রেষ্ঠ উপাস্য। ভগবানকে পদচ্যুত করিয়া মানব তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আর্য্য ভারতে ঋষিগণ "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" বলিয়া একটীমাত্র দিনের জন্য যে সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইয়াছিলেন, সেই সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া গভীর অন্ধকারে জগৎকে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিতেছে। ভূতত্ত্ব, পুরাবস্তুতত্ত্ব, ও পুরাতত্ত্ব আজি কালি জগতের বয়স নির্ণয় করিয়া দিতেছে। যে বাইবেল চারি সহস্র বৎসর মাত্র পৃথিবীর ও সেই সঙ্গে মানবের জীবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, মিশর ও বেবিলনের সমাধিক্ষেত্রে তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব ঘোষিত হইতেছে, আজি খৃষ্টান সেই জন্য বাইবেলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত। কিন্তু তাহাতেই বা কি?

ভূতত্ত্ব দ্বারা পার্থিব নিসর্গের এক একটী যুগ নিরূপিত হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা পৃথিবীর বয়স সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। পৃথিবী কত দিনের? কত দিন তাহাতে জড় ও জঙ্গম জীবের সৃষ্টি হইয়াছে? বিজ্ঞান কোটী বৎসর মাত্র পৃথিবীর এবং লক্ষ বৎসর মাত্র মানবের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছে। কল্পের

কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিষ্ণুপুরাণের মত অভ্রান্ত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর গণনা সম্বন্ধে অনেকের কিন্তু সন্দেহ আছে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বিষ্ণুপুরাণের মত অবলম্বন করিয়াই খৃঃ পূঃ ২৭২১ বৎসর নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়।

কতবার অবসান হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? যাহা অনন্ত, অহংজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া বিজ্ঞান-সাহায্যে মানব তাহাকে সান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানব আজি ঈশ্বরের স্রষ্টা; ভগবানের বিভূতি তাহার নিজের ইচ্ছায় বিস্ফুরিত হইতেছে; সেই জন্য সে কূপে সাগরের অস্তিত্ব আরোপিত করিতেছে, মহাসাগরের সীমা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ভয়ে বিহ্বল হইতেছে। নীতি ও ধর্ম্ম, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব পাশ্চাত্য জগতে মানবের যতদূর অধিগত হইয়াছে, তৎসাহায্যে সে এই মাত্র জানিতে পারিয়াছে যে, নীতির বন্ধনেই মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধ সংরক্ষিত হয়; ধর্ম্মবন্ধন তাহাকে বিশ্ববিধাতা ভগবান্ মহাবিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থাপিত করে। আজি পাশ্চাত্য জগতের পরম কোবিদ মহামতি ইমার্শন ও স্পিনোজা যে, তারস্বরে বলিতেছেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; সামান্য লতাগুল্ম, বা শৈবাল ও লূতাতন্তু হইতে সমগ্র জগতের সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন; জগৎ সর্ব্বত্রই সজীব।" "একটী সর্ব্বব্যাপী সত্ত্ব বিশ্বের সকল স্থলে বিরাজ করিতেছেন, সকল পদার্থেই তাঁহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ১৪১।" তিনি নারায়ণ, তিনিই মহাবিষ্ণু; তিনি সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত তাঁহাতে ওতঃপ্রোতোভাবে বিরাজ করিতেছে। এ তত্ত্ব হিন্দুর বেদ বেদাঙ্গে

১৪১। The true doctrine of omnipresence is that God re-appears in all his parts, in every moss and cobweb; thus the universe is alive. *Emerson.*

There is but one infinite substance, and that is God. He is the universal being, of which all things are the manifestation." *Spinoza.*

সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সে বেদ কত দিনের ? প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের সঙ্গে কতবার সেই বেদের বিসর্জ্জন হইয়াছে এবং নূতন নূতন সৃষ্টির সহিত কতবার তাহার সমুদ্ধার হইয়াছে ? অতএব আর্য্য হিন্দুর বেদবেদাঙ্গ, বিদ্যা, পরাবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্য-বিদ্যা, আত্মবিদ্যা, বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি ও ধর্ম্ম যে, সকলের আদি ও শ্রেষ্ঠ, ইতঃপর যথাস্থানে আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য দার্শনিক অর্জ্জিত পরাবিদ্যাবলে এখনও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই; সেই জন্য কোন অলৌকিক তত্ত্ব এখনও তাঁহাদের অধিগত হয় নাই। কেবল ক্রমোন্মেষবাদের পক্ষপাতী হইয়া পৃথিবীর অত্যুন্নতির প্রহেলিকা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারা বিজ্ঞানের অনন্ত মহাসাগরে ভেলা ভাসাইতে সাহসী হইয়াছেন। আর্য্য হিন্দুর বিবর্ত্তবাদ তাঁহাদের মনোমধ্যে আজিও প্রবেশ করে নাই। দার্শনিক তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের অধিগত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা এখনও তাঁহাদের করতলগত হয় নাই। হিন্দুর বেদান্ত ভিন্ন আর কোন বিদ্যাতেই শিক্ষিত মানব ইহলোকে শান্তিলাভ করিতে পারে না। সেই বেদান্ত ধর্ম্ম যাঁহাদের পরম সাধনার মহাফল, বিশ্বরাজ্যে তাঁহাদের সভ্যতা কিরূপ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তুলনায় সমালোচনা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে।
